এই "শ্রীবৎস" গ্রন্থকারের

সপ্তরথী	১॥০
মহাসমর	১॥০
মথুরা-মিলন	১॥০
ধাত্রী-পান্না	১॥০
বনদেবী	১।০
বীরমাতা-সরমা	১॥০

যিনি

একদা বঙ্গসাহিত্যকে

পৌরাণিক সামাজিক বিবিধ

নাট্যসম্পদে সমৃদ্ধ

করিয়াছেন

সেই

প্রবীণ নাট্যকার

৺মনোমোহন বসুর

পবিত্র নামে

আমার এই নাটক

উৎসর্গীকৃত

হইল

ভূমিকা

শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান অবলম্বনে ইতঃপূর্ব্বে কয়েকখানি নাট্যগ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে; তথাপি ইহাতে আমি হস্তক্ষেপ করিলাম কেন? তাহার কারণ এই, শ্রীবৎস ও চিন্তার পবিত্র চরিত্র-কাহিনী এত ভাল লাগে যে, আমি কোন প্রকার সে আকাঙ্ক্ষা সংবরণ করিতে পারিলাম না। পাছে আমার এই প্রয়াস সকলে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ মনে করেন, সেজন্য আমি ইহার মূল আখ্যানকে অব্যাহত রাখিয়াও অভিনব চরিত্রাদির অবতারণা দ্বারা ঘটনাসৃষ্টি এমন অনাগত অভিনব ভাবে সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যাহাতে এই পুরাতন কাহিনী সকলের নিকটে নূতন ভাবেই প্রতীয়মান হইবে।

পরিশেষে আর একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য এই যে, বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয় অভিনয়-সৌকর্য্যার্থ ইহার অন্তর্গত বনমালা চরিত্রটির সংযোজনা, ও তাহার গানগুলিও স্বয়ং রচনা করিয়া দিয়া আমার এই নাট্যগ্রন্থের যথেষ্ট সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। এখন এই নাট্যগ্রন্থ নাট্যামোদীদিগের নিকটে প্রীতিপ্রদ হইলে আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

নববর্ষ
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩২৬

বিনীত
গ্রন্থকার

কুশীলবগণ

পুরুষ।

শ্রীবৎস—প্রাগ্‌দেশাধিপতি।

শ্রীকণ্ঠ—ঐ সহোদর।

সংগ্রামকেতু—ঐ সেনাপতি।

ব্রহ্মানন্দ—ঐ কুলগুরু।

কল্যাণ, সুষেণ }—ঐ পুত্রদ্বয়।

চিত্ররথ—ঐ বৃদ্ধ পিতা।

সুকণ্ঠ—শ্রীকণ্ঠের পুত্র।

দুর্ম্মদকেতন—ঐ শ্যালক।

পুরঞ্জয়—মগধাধিপতি।

বনমালী—ছদ্মবেশী নারায়ণ।

রতনচাঁদ—ছদ্মবেশী ভবিতব্য।

ভদ্রেশ্বর—ছদ্মবেশিনী।

রামানন্দ—ছদ্মবেশী ঘটক।

সৌভিরাজ-জনক।

সদানন্দ ও মহানন্দ (চিত্ররথের সহচরদ্বয়) ভজনলাল ও মাণিকলাল (দুর্ম্মদকেতনের সহচরদ্বয়) বাবাঠাকুর, কল্যাণ, বণিক, উদাসীন, পথিক, পাহাড়ী, অন্ধ, কালাব্রাহ্মণ, ঘাতক, প্রতিহারী, পারিষদগণ, নগরবাসিগণ, প্রজাগণ, বৈতালিকগণ, কাঙালিগণ, কাঠুরিয়াগণ, ধাঙড়গণ, সৈন্যগণ, প্রভৃতি।

স্ত্রী।

চিন্তা—শ্রীবৎসের মহিষী।

মাধুরী—ঐ দুহিতা।

উমাদেবী—রাজমাতা।

দুর্জ্জয়া—শ্রীকণ্ঠের পত্নী।

বনবালা—ছদ্মবেশে লক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী।

রঙ্গিণী (জনৈক বেশ্যা), জনৈক ছদ্মবেশে স্ত্রীলোক, মালিনী, বালিকাগণ, নাগরিকাগণ, কাঠুরিয়া-রমণীগণ, এয়োগণ, নর্ত্তকীগণ, সখীগণ প্রভৃতি,—

শ্রীবৎস।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অন্তঃপুর-কক্ষ।

দুর্ম্মদকেতন ও দুর্জ্জয়া কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিলেন।

দুর্জ্জয়া। না, দাদা! তোমরা বুঝ্‌তেই পার্‌ছ না, আমি কী কষ্ট পাচ্ছি!

দুর্ম্মদ। আমি খুবই বুঝ্‌তে পার্‌ছি, দুর্জ্জয়া! কিন্তু—

দুর্জ্জয়া। ছোট রাজার আগ্রহ নাই, এই ত?

দুর্ম্মদ। শুধু যে আগ্রহ নাই, দুর্জ্জয়া, তা নয়—

দুর্জ্জয়া। ইচ্ছাও নাই—কেমন?

দুর্ম্মদ। ইচ্ছা থাক্‌লেও—

দুর্জ্জয়া। ভয় আছে!

দুর্ম্মদ। সে একটুকু-আধটুকু নয়, দুর্জ্জয়া—অতিশয়—অসম্ভব!

দুর্জ্জয়া। এঁরা আবার পুরুষ! এঁরা আবার পুরুষত্বের গর্ব্ব করেন! এঁরা আবার বীরত্বের গরিমা দেখান্! ছিঃ—ছিঃ! কি বল্‌ব, দাদা! আমি যদি পুরুষ হতুম, তা' হ'লে—তা' হ'লে—[উত্তেজনা প্রদর্শন]

দুর্ম্মদ। থাক্—চেপে যাও, ভগিনি! তুমি নারী—বিশেষতঃ আমাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে, তোমাকে যবনিকার অন্তরালে রেখে আমরাই প্রকাশ্যভাবে কার্য্য ক'রে যাব।

দুর্জ্জয়া। তোমাদের সে উদ্দেশ্য বোধ হয়, ঠিক রাখ্‌তে পার্‌বে না, দাদা; একটা ক্ষুধার্ত্ত সিংহী—সে যখন তার লক্ষ্যের দিকে ছুটে যেতে অগ্রসর হয়, তখন কে তাকে গুহার মধ্যে লুকিযে রাখ্‌তে পাবে, দাদা? একটা প্রলয়-ঝঞ্ঝা যখন প্রবল বেগে ব'য়ে যেতে আরম্ভ করে, কে তখন তার গতিরোধ কর্‌তে পারে, দাদা? একটা ক্ষিপ্ত উল্কাপিণ্ড যখন তার কেন্দ্র হ'তে কেন্দ্রান্তরে যায়, কে তখন তারে চেপে রাখ্‌তে পারে, দাদা! আমিও আজ তাই—আমার সর্ব্বগ্রাসিনী ক্ষুধা নিয়ে আমার গন্তব্য পথে ধাবিত হ'বার জন্য বদ্ধপরিকর হযেছি; আমি আমার দুর্দ্দমনীয় হিংসা নিয়ে, হিংস্রমূর্ত্তি ধারণ ক'রে শ্রীবৎসের সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছি—আমাকে তোমরা কিছুতেই যবনিকার অন্তরালে নেপথ্যে লুকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না, দাদা।

দুর্ম্মদ। থাক্, ভগিনি! কিছুকাল অপেক্ষা কর—কিছুকাল ধৈর্য্য ধর—কিছুকাল হৃদয়ের অনিবার্য্য বেগকে চেপে রাখ্‌তে চেষ্টা কর।

দুর্জ্জয়া। চেষ্টা করি নি—ঢের করেছি! তুমি কি বল্‌ছ, দাদা? ভেবে দেখ ত দেখি—সে কতদিন! ওঃ! বহুদিন—বহুদিন—একটা যুগ চ'লে গেছে! প্রাণের জ্বালা—মনের বাসনা—হৃদযের আগুন দু'হাতে চেপে রেখে, তোমাদের মুখের পানে চেযে চুপ্ ক'রে ব'সে আছি। হিংসার আগুনে পুড়ে হৃদয়টা ছাই হ'য়ে গেছে, তবুও কথাটী কই নাই। প্রাণের যাতনায় দাবদগ্ধ কুরঙ্গীর মত ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়িয়েছি, তবুও 'টু' শব্দটী পর্য্যন্ত করি নি। কিন্তু—কিন্তু—দুর্জ্জয়া আর বুঝি পার্‌ছে না! তার আর শক্তিতে কুলাচ্ছে না! ওঃ—কি সে যন্ত্রণা! [পদচারণা]

দুর্ম্মদ। বুঝেছি—বুঝ্‌তে পার্‌ছি; কিন্তু—

দুর্জ্জয়া। আর 'কিন্তু' নাই, দাদা! তোমাদের ঐ এক 'কিন্তু'

শুন্‌তে শুন্‌তে বিরক্তি ধ'রে গেছে—আর ভাল লাগে না! তোমরা না পার—তোমাদের শক্তিতে না কুলায়, একবারটী আমার হাতে ছেড়ে দাও—আমাকে একবারটী তোমরা প্রকাশ্যভাবে কাজ কর্‌তে দাও; দেখ—ক'দিনের মধ্যে দুর্জ্জয়া তার অভীষ্ট সিদ্ধ কর্‌তে পারে কি না।

দুর্ম্মদ। না, দুর্জ্জয়া! তোকে কিছুতেই প্রকাশ্য ভাবে এ ষড়্‌যন্ত্র চালনা কর্‌তে দিতে পাব্‌ব না। তোর কলঙ্ক—তোর দুর্নাম দুর্ম্মদ কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না।

দুর্জ্জয়া। কিন্তু অম্লানবদনে ভগিনীর এই জীবন্তে মৃত্যু-যন্ত্রণা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সহ্য কর্‌তে পার্‌বে ত?

দুর্ম্মদ। না—যত শীঘ্র হয়, তোর এ যন্ত্রণার অবসান কর্‌তেই হবে। এতদিন সবই হ'ত—সবই পার্‌তুম; কিন্তু—

দুর্জ্জয়া। আর কিন্তুতে কাজ নাই। তুমি নিজের শক্তিতে পার ত দেখ; নতুবা ছোট রাজার সাহায্য নিলে কিছুই হ'য়ে উঠ্‌বে না, দাদা! সে আমি তোমাকে এখন থেকেই ব'লে দিচ্ছি। এমন কাপুরুষের দ্বারা এমন কঠিন কার্য্য কখনই সিদ্ধ হ'তে পারে না।

দুর্ম্মদ। চুপ্‌ কর, দুর্জ্জয়া! ছোটরাজা এখনই এখানে আস্‌বেন। যদি কোনরূপে তোর মুখে এরূপ অবজ্ঞাজনক কথা শুন্‌তে পান্‌, তা' হ'লে রুষ্ট হ'তে পারেন।

দুর্জ্জয়া। তাতে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত করে না এই দুর্জ্জয়া। কাপুরুষকে কাপুরুষ বল্‌ব না ত কি বল্‌ব? যে পুরুষ নিজের অঙ্গীকার রক্ষা কর্‌তে পারে না—যে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ত্বকে কাপুরুষত্বের আবরণে আবৃত ক'রে নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের মত বেঁচে থাক্‌তে তিলমাত্র লজ্জাবোধ করে না, তার মত হেয় অপদার্থ আর কে আছে বল ত, দাদা?

দুর্ম্মদ। ছিঃ—ছিঃ! কর্‌ছিস্ কি, দুর্জ্জয়া? সব পণ্ড ক'রে দিবি যে, মুখরা!

দুর্জ্জয়া। না, দাদা! তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না।

দুর্ম্মদ। ওরে খুব পার্‌ছি—খুব পার্‌ছি! তুই একটু থাম্ ত দেখি।

দুর্জ্জয়া। থাম্‌ব কি! কেন, তার কি মনে রাখা উচিত নয় যে, বিবাহের সময় কোন্ প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার পাণিগ্রহণ করা হয়েছিল?

দুর্ম্মদ। আরে, কি বিপদ্! তা'ত জানি।

দুর্জ্জয়া। তবে যদি এত ভয়—এত আতঙ্ক—এত জ্যেষ্ঠভক্তি—এত ধর্ম্মজ্ঞান, তা' হ'লে সে বিবাহ-সভায় অস্ত্রস্পর্শ ক'রে শপথ কর্‌বার প্রয়োজনটা কি ছিল? মিথ্যা রাণীত্বের প্রলোভন দেখিয়ে—মিথ্যা রাজত্বের আশা প্রাণে জাগিয়ে দিয়ে, একজন নিরীহ বালিকাকে প্রতারণা করা কি ক্ষত্রিয়ের কার্য্য, না পুরুষোচিত কর্ত্তব্য প্রদর্শন করা হয়েছিল?

দুর্ম্মদ। যাক্—সব মাটি কর্‌লি! তোর যা ইচ্ছা কর্, আমি চল্‌লুম। [যাইতে উদ্যত ও শ্রীকণ্ঠকে আসিতে দেখিয়া] চুপ্—চুপ্—লক্ষ্মী বোন্ আমার! ঐ যে ছোটরাজা আস্‌ছেন।

বিষণ্ণমুখে হতাশভাবে শ্রীকণ্ঠের প্রবেশ।

[দুর্জ্জয়া ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন]

শ্রীকণ্ঠ। দুঃসংবাদ, দুর্ম্মদকেতন!

দুর্জ্জয়া। [স্বগত] দুঃসংবাদ, দীর্ঘশ্বাস, অবসাদ যতগুলি কাপুরুষের লক্ষণ, সে সবগুলি একসঙ্গে এসে যথাস্থানে উপস্থিত হয়েছে।

দুর্ম্মদ। কি হ'ল?

শ্রীকণ্ঠ। পত্র সমেত ভজনলাল ধরা পড়েছে।

দুর্ম্মদ। কে ধর্‌লে?

শ্রীকণ্ঠ। সেনাপতি আর ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর।

দুর্ম্মদ। [দন্ত দ্বারা জিভ কাটিয়া] এঃ—তা' হ'লে ত সর্ব্বনাশ হয়েছে !

শ্রীকণ্ঠ। তোমার উপরও সন্দেহ দাঁড়িয়েছে।

দুর্জ্জয়া। তবে ত দাদা মূর্চ্ছা গিয়েছে আর কি ?

শ্রীকণ্ঠ। মূর্চ্ছা যাবার কথা হচ্ছে না যদিও, তবুও বিপদ্ বড় কম ব'লে মনে ক'রো না !

দুর্জ্জয়া। কার বিপদ্ ?

শ্রীকণ্ঠ। উপস্থিত তোমার দাদারই।

দুর্জ্জয়া। দাদার জন্ম কারও ভাবতে হবে না, তোমরা সব নিজে নিজে সাবধান থেকো।

দুর্ম্মদ। আমার জন্ম ভাব্‌ছি নে যদিও, কিন্তু কাজটা অনেক পেছিয়ে গেল !

[গম্ভীরভাবে ব্রহ্মানন্দ প্রবেশ করিলেন, দেখিয়া দুর্জ্জয়া যাইতে উদ্যত হইতেছিলেন]

ব্রহ্মা। যেয়ো না, মা—দাঁড়াও; তোমারও শোনা উচিত। শ্রীকণ্ঠ ! বাধ্য হ'য়ে কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমাকে কয়টা অপ্রিয় কথা বল্‌তে এসেছি; স্থির হ'যে শোন। দেখ—আমি তোমাদের কুলগুরু, তোমাদের হিতকামনা ও হিতসাধন করাই আমার কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যে বিচ্যুত হ'তে ব্রহ্মানন্দশর্ম্মাকে এতদিন কখনও দেখ নি। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও কখনও দেখ্‌তে হবে না। এতটা ভূমিকা না ক'রে কথাটী এতক্ষণ ব'লে ফেল্‌লেও চল্‌ত; কিন্তু তথাপি সত্যটাকে যতদূর সম্ভব প্রিয় ক'রে বলাই আমার উদ্দেশ্য।

শ্রীকণ্ঠ। [নতমুখে] বলুন!

ব্রহ্মা। দুগ্ধদানে কালসর্পকে গৃহে রেখে পোষা বোধ হয়, কারও অভিপ্রেত নয়, শ্রীকণ্ঠ!

শ্রীকণ্ঠ। বলুন!

ব্রহ্মা। তোমার শ্যালক এই দুর্ম্মদকেতন সেই কালসর্প।

দুর্জ্জয়া। [নিম্নস্বরে] আমি তা' হ'লে যাই।

ব্রহ্মা। আর একটু দাঁড়াও, মা! সে কথা শুন্‌লে তোমার জ্যেষ্ঠ-ভক্তিও অন্তর্মূর্ত্তি ধারণ করবে।

দুর্ম্মদ। আমি যেতে পারি বোধ হয়?

ব্রহ্মা। বাধা নাই—তোমার ইচ্ছা।

শ্রীকণ্ঠ। একটু দাঁড়িয়েই যাও না, কথাটা কি শোনা যাক্।

ব্রহ্মা। কথাটা যেমন গুরুতর, তেমনিই আবার ভয়ঙ্কর! কথাটা হচ্ছে—রাজদ্রোহিতা—রাজার বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র চালনা! যা হ'তে গুরুতর অপরাধ খুব কমই আছে। সেই রাজদ্রোহী ও গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্রের পরিচালক তোমার এই শ্যালক দুর্ম্মদকেতন—বুঝ্‌লে?

দুর্ম্মদ। আপনি এই কথা বল্‌ছেন! আমাকে—

ব্রহ্মা। হাঁ, আমি এই কথা বল্‌ছি—তোমাকে। যাক্—তোমার সঙ্গে আমি এ বিষয়ের কোনও আলোচনাই কর্‌তে ইচ্ছা করি না।

দুর্জ্জয়া। [নিম্নস্বরে] দাদা কেন যে অপমানিত হবার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

ব্রহ্মা। অপরাধের গুরুত্ব শুধু অপমানজনক নয়—কঠোর রাজদণ্ডই তোমার দাদার পক্ষে ন্যায্য প্রাপ্য, মা!

শ্রীকণ্ঠ। অপরাধ কিসে সপ্রমাণ হ'ল?

ব্রহ্মা। ওঁরই স্বাক্ষরিত গুপ্তপত্র ভজনলালের নিকট পাওয়া গেছে।

শ্রীকণ্ঠ। তাতে কি লেখা ছিল ?

ব্রহ্মা। এই প'ড়ে দেখ। [পত্র প্রদান]

[শ্রীকণ্ঠ মনে মনে পাঠ করিতে লাগিলেন]

দেখ দেখি, কী ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র! কী অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার-কাহিনী এই পত্রের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠ্‌ছে!

শ্রীকণ্ঠ। এই পত্র সম্পূর্ণ জালপত্র। [পত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন]

ব্রহ্মা। পত্রখানি ছিঁড়ে ফেলা তোমার উচিত হ'ল না কিন্তু, শ্রীকণ্ঠ!

শ্রীকণ্ঠ। ওরূপ পত্র ছিঁড়ে ফেলাই উচিত হয়েছে।

ব্রহ্মা। তুমি পত্রখানা জাল ব'লে ধারণা কর্‌লে, শ্রীকণ্ঠ ?

শ্রীকণ্ঠ। নিশ্চয়ই! আপনিও যে সর্ব্ববিষয়ে বিচক্ষণ হ'য়ে তা কি লক্ষ্য করেন নি, তাই ভাব্‌ছি!

ব্রহ্মা। বটে! জালপত্র! তা' হ'লে ঐ পত্রে তোমার সম্বন্ধে যে কথা লেখা ছিল, আমি এতক্ষণ সে সব কথা বিশ্বাস কর্‌তে পারি নাই; সে ভুল এতক্ষণে তুমিই ভেঙে দিলে কিন্তু। তা' হ'লে তুমিও এই ঘৃণিত ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত আছ ? উঃ—মানব-চরিত্র কী দুর্জ্ঞেয়—কী ভীষণ!

শ্রীকণ্ঠ। এই জাল্‌পত্রের কথা দাদা কি জান্‌তে পেরেছেন ?

ব্রহ্মা। না; ইচ্ছা ছিল, মহারাজের কর্ণগোচর না ক'রে পূর্ব্ব হ'তে তোমাকেই সতর্ক ক'রে দেবো; সেই উদ্দেশ্যে সেনাপতিকে পর্য্যন্ত নীরব থাক্‌তে ব'লে তোমার কাছেই গুপ্তভাবে এসেছিলাম; কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, এরূপ সরল পন্থার অনুসরণ করাই আমার একটা মহা ভুল হ'য়ে গেছে! রাজনৈতিক পন্থা যে যথার্থই কুটিলতার কণ্টকলতায় বেষ্টিত, সে কথা আজ সত্যসত্যই উপলব্ধি কর্‌লাম।

দুর্জ্জয়া। [নিম্নস্বরে] দাদা এখান থেকে চ'লে গেলেই বোধ হয়, সব ল্যাঠা চুকে যায়!

ব্রহ্মা। আগে ভেবেছিলুম্ তাই ; এখন দেখ্ছি, তোমাদেরও হৃদয় পর্য্যন্ত বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে! বুঝ্তে পার্লাম যে, মহারাজের গৃহমধ্যে বিদ্বেষের অনল জ্ব'লে উঠেছে। এমন শান্তির রাজ্য—বুঝ্লাম অশান্তির বিষে ছেয়ে ফেলেছে। জানি না—কেন এমন ধর্ম্মের রাজ্যে অলক্ষ্যে শনির দৃষ্টি পতিত হ'ল! যাক্, শ্রীকণ্ঠ! আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী গুরু। আমি তোমাকে স্পষ্ট ভাষায় উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি—তুমি তোমার ঐ পাপ-বুদ্ধি শ্যালককে পরিত্যাগ ক'রে নিজের বিদ্বেষ-বুদ্ধি দূর ক'রে ফেল। তুমি নিজেই বুঝ্তে পার্ছ না যে, নিজের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তুমি কোন্ এক ভীষণ সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হচ্ছ!

দুর্ম্মদ। আমি চল্লাম, শ্রীকণ্ঠ! কেন আমাকে টেনে রেখে বৃথা অপমানিত করাচ্ছ?

শ্রীকণ্ঠ। কোথা যাবে? কেন যাবে? [ব্রহ্মানন্দের প্রতি] দেখুন, আপনি কুলগুরু—আপনার এ সব রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত না হওয়াই সঙ্গত মনে করি। আপনি মিথ্যা একখানা জালপত্র দেখে, সেই সম্বন্ধে বৃথা দোষারোপ ক'রে আমাদিগকে তিরস্কার কর্ছেন।

ব্রহ্মা। আবার বল্ছ, জালপত্র?

শ্রীকণ্ঠ। হাঁ, নিশ্চয়ই! আমাদের কোন গুপ্ত শত্রু এইরূপ ষড়্যন্ত্র ক'রে আমাদের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাবে ব'লে আপনাকে প্রতারিত করেছে।

ব্রহ্মা। [ঈষৎ হাসিয়া] আমি প্রতারিত হয়েছি! শ্রীকণ্ঠ! শোন, শুধু এই জালপত্র নয়—ঐ দুষ্টবুদ্ধি দুর্ম্মদকেতন সম্বন্ধে আরও অনেক গুপ্ত রহস্য আছে, সে সবই আমি জান্তে পেরেছি ; তোমরা একবার তোমাদের নিজের নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি—তোমরা যথার্থ পাপী কি না? জেনে রেখো—এ ব্রহ্মানন্দের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি তোমাদের অন্তরের অন্তস্তল ভেদ ক'রে সমস্তই দেখ্তে পাচ্ছে।

[নেপথ্যে রতনচাঁদ গাহিল।]

রতন।—

গান।

আর দেখেছে একজন।
তারে কেউ দেখে না, কিন্তু সে যে দেখে সবার মন ॥
ঘোর আঁধারে চুরি করে, তার খবর সে রাখে,
(আর) ডুব দিয়ে সব জল খায়,
তাও সে চোখে দেখে ;
কোন লুকোচুরি খাটে না কারো তার কাছে কখন্ ॥

ব্রহ্মা। শুন্‌ছ, শ্রীকণ্ঠ !

শ্রীকণ্ঠ। ও ত রতনচাঁদের গান ; ও ত একটা মহাপাগল !

রতন।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

পাগল ব'লে গোল বাধালে
গোল ত যাবে না,
মিছে গোল্ না ক'রে বোল্ শুনে দেখ্,
গোল ত র'বে না ;
তোদের সকল গোল মিট্‌বে তখন, ভাঙ্‌বে মনের গোল যখন ॥

ব্রহ্মা। রতনচাঁদ পাগল হ'লেও, ওর কথাগুলো বড় ঠিক।

রতন।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

ঠিক পথেতে ঠিক থাক্‌লে
তার কথা বেরোয় ঠিক,
যারা বেঠিক হ'য়ে ঠিক ভুলে যায়
তাদের সকলি বেঠিক ;
ঠিক হারালে, ঠিক ব'লে যাই, ঠিক র'বে না ঠিক তখন ॥

[প্রস্থান।

দুর্ম্মদ। [স্বগত] ওটা আবার এসে জুটল কোত্থেকে ?

ব্রহ্মা। শ্রীকণ্ঠ! আমি ঠিক ব'লে যাচ্ছি, এই হিতৈষী গুরুর কথা মনে রেখো। যে পথে চল্‌তে আরম্ভ করেছ, সে পথের পরিণাম বড়ই ভীষণ! বড়ই ভয়ঙ্কর! বড়ই শোচনীয়! যে ভ্রাতৃ-সদ্ভাবের শান্তি তরুমূলে এতদিন বিশ্রাম ক'রে এসেছ—যে ভ্রাতৃস্নেহের পূত-মন্দাকিনী নীরে এতদিন স্নান ক'রে প্রাণ মনকে শান্তি, স্নিগ্ধ, সরস ক'রে রেখে-ছিলে—যে ভ্রাতৃ-প্রেমের সুমধুর অমিয়ধারা পান ক'রে এতদিন জীবন সার্থক ক'রে এসেছ, দেখ, বৎস! সামান্য একটা ভুলের জন্য, বৃথা একটা প্রলোভনের তাড়নায়, মিথ্যা একটা ঐশ্বর্য্যের মাদকতায় একজন বিষকুম্ভ-পয়োমুখ কপট সুহৃদের প্ররোচনায় এমন স্বর্গ-সুখে স্ব-ইচ্ছায় বঞ্চিত হ'য়ো না। মনে রেখো, বৎস! সংসারে সব গেলে সব পাবে, কিন্তু ভাই হারালে আর ভাই পাবে না!

[প্রস্থান।

শ্রীকণ্ঠ। [মুখ নত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন]

দুর্ম্মদ। এখন কথা হচ্ছে, শ্রীকণ্ঠ—

শ্রীকণ্ঠ। থাক্—এখন আর কাজ নাই।

দুর্জ্জয়া। বুঝ্‌তে পার্‌ছ না—ভাবনা ধরেছে! চ'লে এস—পরামর্শ আছে।

[দুর্জ্জয়া ও দুর্ম্মদকেতনের প্রস্থান।

শ্রীকণ্ঠ। [দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া] হুঁ। "সব গেলে সব পাওয়া যাবে, কিন্তু ভাই গেলে আর ভাই পাওয়া যাবে না।" বড় সত্যকথা!

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অলিন্দ।

মাধুরী একাকিনী বসিয়া গাহিতেছিলেন।

মাধুরী।—

গান।

আমি তৃষিত নয়নে, তব পথ পানে
চেয়ে আছি বিরলে বসিয়া।
যদি যেতে আন-পথে, এস এই পথে,
কভু নিমেষের তরে ভুলিয়া।
যদি সুপ্ত বীণাটী তখনি বাজিয়া,
আমার মরম কথাটী ওঠে গো গাহিয়া,
তবে রাখিব নীরবে তারে নিবারিয়া,
আমার সকল বেদনা সহিয়া॥
কত নীরব যামিনী নীরবে জাগিয়া,
পোহাইনু সখা নীরবে কাঁদিয়া,
কত নয়নবারি নীরবে ঝরিয়া
নীরবে গেল গো বহিয়া॥

ব্যস্তভাবে সংগ্রামকেতুর প্রবেশ।

সংগ্রাম। কৈ, এখানেও ত দেখ্‌তে পাচ্ছি নে! তবে গেল কোথা?

মাধুরী। কাকে খুঁজ্‌ছেন, সেনাপতি?

সংগ্রাম। তোমার দাদাকে; কোথায় আছেন, বল্‌তে পার, মাধুরি?

মাধুরী। রাজার কাছে নাই ?

সংগ্রাম। না, সেখানেও নাই।

মাধুরী। খুবই কি বেশি দরকার ?

সংগ্রাম। হাঁ, খুবই দরকার।

মাধুরী। আপনি এখানে বসুন, আমি খুঁজে এখনই ডেকে দিচ্ছি।

সংগ্রাম। না, মাধুরি! তুমি ব'স, আমি খুঁজে দেখ্‌ছি। [কিঞ্চিৎ গমন করিয়া] আচ্ছা, তুমিই না হয়—না, কাজ নাই, আমিই নিজে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

মাধুরী। [স্বগত] এত কাজের ব্যস্ততা যে, কোনদিকে চাইবার অবসর নেই! যার হৃদয় এইরূপ কর্ত্তব্যের কঠোরতা দিয়ে গড়া, তার প্রাণে বুঝি প্রেমের তিলার্দ্ধকালও দাঁড়াবার স্থান থাকে না। হায়! মুগ্ধা হরিণী আমি—মরীচিকা ভ্রমে মরুভূমিতে এসে পিপাসায় কেবল ছুটা-ছুটি ক'রে বেড়াচ্ছি; জানি না—কেন এমন হয়? যে যাকে চায় না, যে যাকে হয় ত স্বপ্নেও ভাবে না, যে যাকে ভালবাসার জন্য কখনও হয় ত কল্পনাও করে না, সে তাকে কেন চায়? সে কেন তাকে পাবার জন্য—সে কেন তাকে দেখ্‌বার জন্য—সে কেন তাকে আপনার সর্ব্বস্ব দেবার জন্য এমন ক'রে পাগল হ'য়ে বেড়ায়? হায়, সংগ্রামকেতু! আমি বুকভরা কী অগাধ ভালবাসা নিয়ে তোমার আসার আশাপথ প্রতীক্ষা ক'রে ব'সে থাকি, তাকি তুমি জান? তুমি জান না—জান্‌তে একবার চেষ্টাও কর না যে, আমি তোমাকে কত ভালবাসি! তুমি আপন মনে আপনার কার্য্য নিয়ে, আপনার গন্তব্যপথে চ'লে যাও—আর আমি অভাগিনী তোমাকে দেখ্‌বার আশায় দিবানিশি পাগলিনীর ন্যায় উধাও হ'য়ে বেড়াই!

যষ্টি হস্তে আপন মনে কথা কহিতে কহিতে অদূরে
রাজমাতা উমাদেবী প্রবেশ করিলেন।

উমা। [প্রবেশ পথ হইতে] মরণের দশা আর কি! তীর্থে চল—তীর্থে চল! বুড়ো মিন্‌সের ভীমরথি ধরেছে! ক'দিন থেকে কেবল বাই ধরেছে—তীর্থে চল—তীর্থে চল! ভাল জ্বালাতন! ইচ্ছা হয়—তুমি যাও না। আবার বুড়োকালে বুড়ীকে নিয়ে টানাটানি কেন? যতই বলুক—আমি ত কিছুতেই যাব না!

মাধুরী। কি হয়েছে, ঠাকুমা! তোমায় ধ'রে কে টানাটানি কর্‌ছে বল না?

উমা। এই যে আছিস্ বুড়ী! আমি তোকেই খুঁজ্‌ছিলাম।

মাধুরী। কে তোমায় ধ'রে টানাটানি কর্‌ছে, তুমি ত সে কথা আমাকে বল্‌লে না?

উমা। ঐ মিন্‌সে বুড়ো—তোর ঠাকুরদাদা, আবার কে? শোন্ ত দেখি আক্কেলটা! আমায় বলে কিনা—তীর্থে চল! আমি আমার এমন চাঁদের হাট ফেলে—তোদের মতন এমন [চিবুক ধরিয়া] চাঁদমুখ ছেড়ে—শেষে বুড়োকালে তীর্থে মর্‌তে যাব? হাল্যা, বল্‌না—বল্?

মাধুরী। তীর্থধর্ম্ম ত লোকে বুড়ো হ'লে করে, ঠাকুমা! ঠাকুরদাদা ত বেশ কথাই বলেছেন!

উমা। এই মরেছে—মার্‌ব লাঠির বাড়ী! [যষ্টি উত্তোলন]

মাধুরী। [হাসিতে হাসিতে সরিয়া গিয়া] না, ঠাকুমা! আর বল্‌ব না—আর বল্‌ব না!

উমা। কেন না! আমি কি তোর বর কেড়ে নেবো—যে ভয় পেয়েছিস্?

মাধুরী। বর কোথায় যে, কেড়ে নেবে? বলে—মাথা নেই তার মাথাব্যথা!

উমা। সে কথা কি একবারটী কেউ ভাবে, না বলে? [মুখ ধরিয়া] আমার এমন চাঁদের টুক্‌রো—তাকে কিনা আইবুড়ো ক'রে রেখেছে! আমার এমন ফুটন্ত পদ্মফুলটী যে, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে কি কারও নজর আছে?

বলে—চাঁদকপালি, দেখ্‌লে হাসি।
আমি তোকে বড় ভালবাসি॥ [মুখ চুম্বন]

মাধুরী। আচ্ছা ঠাকুমা! তুমি ঠাকুরদাদাকে কি খুব ভালবাস্‌তে?

উমা। সে কথা আর তুলিস্ নে লো—তুলিস্ নে! সে কথা মনে হ'লে—

মাধুরী। আজও জিবে জল আসে—কেমন নয়? [হাস্য]

উমা। সে কথা মনে হ'লে, আজও এ শুক্‌নো মালঞ্চে ফুল ফুটে ওঠে!

মাধুরী। আচ্ছা, ঠাকুমা! বিয়ে হবার আগে থেকেই কি ঠাকুর-দাদাকে ভালবাস্‌তে? সত্যি ক'রে বল না, ঠাকুমা?

উমা। বলে—নাম শুন্‌তেই পীরিত হ'ল।
অমনি রাধা মূর্চ্ছো গেল॥

মাধুরী। যদি ঠাকুরদাদার সাথে তোমার বিয়ে না হ'ত, তা' হ'লে কি কর্‌তে?

উমা। বলে—মিলন না হ'লে পরে,
ঝাঁপ্ দিত রাই যমুনা-জলে।

মাধুরী। আচ্ছা, ঠাকুমা! বুড়ো হ'য়ে গেলেও কি সেই আগেকার ভালবাসা থাকে?

উমা। এই ক্ষীরটুকু ম'রে চাঁচীটুকু হয়।

মাধুরী। তবে যে ঠাকুরদাদার উপর রাগ কর্‌ছিলে?

উমা। বলে—রাগ কর্‌ব আপনার উপর,
পর কি বুঝে রাগের কদর।

আগে ফুল ফুটুক, বে' হ'য়ে যাক্, নাত্-জামাই ঘরে আসুক, তখন সব বুঝ্‌তে পার্‌বি! দেখ্‌বি—তখন একচোখে হাস্‌বি, একচোখে কাঁদ্‌বি! তখন মান ক'রে বস্‌বি, তখন পায়ে না ধরিয়ে আর ছাড়্‌বি নে। মাঝে মাঝে মান, মাঝে মাঝে বিরহ, নইলে কি পিরীত জমে? পিরীত জমানর মন্তর তোকে আমি বেশ ক'রে শিখিযে দেবো, দেখিস্!

মাধুরী। আচ্ছা, সে শেখা যাবে তখন; এখন একটা রূপকথা কও না, ঠাকুমা?

উমা। সে রাত্তিরে ক'ব এখন।

মাধুরী। তবে তোমার পাকা চুল তুলে দি'—কেমন, ঠাকুমা?

উমা। আগে তোর মিষ্টিসুরে একটা গান গেয়ে শোনা।

মাধুরী। না, ঠাকুমা! গান গাইতে এখন ভাল লাগ্‌ছে না!

উমা। কেন? বরের কথা ভাব্‌ছিস্ বুঝি? ভাব্‌না কি? শীগ্‌গিরই একটা রাঙা বর এনে দেওযাচ্ছি! আমি আজই তোর বাবাকে বল্‌ব যে, মেয়ে যে তোমার—

মাধুরী। যদি কিছু কইবে, তবে তোমায় তীর্থে পাঠিয়ে দোব জেনো—হাঁ!

উমা। কে যাবে? কার সাধ্যি যে যাওয়ায়? তোর বিয়ে দেখ্‌ব—নাত্-জামাই নিয়ে আমোদ কর্‌ব—কোলযোড়া ছেলে দেখ্‌ব, তবে এইখানেই গঙ্গাযাত্রা কর্‌ব। অ্যাঁ—তীর্থে যাবে! ঐ কথা শুন্‌লেই ত মিন্‌সের ওপর থেকে সব পিরীত চ'টে যায়! বুড়ো আবার বলে কি·

জানিস্—"গিন্নি! এ রাজ্যে শনি ঢুকেছে!" বালাই! বালাই! বেঁচে থাক্ আমার শ্রীবৎস—বেঁচে থাক্ আমার শ্রীকণ্ঠ! সোনার রাজ্যি বাবার আমার উথ্‌লে উঠুক্! দোহাই, ঠাকুর! দোহাই মা রক্ষেচণ্ডি! আমার সোনার বাছাদের আপদ্-বালাই সব দূর ক'রে দাও। বাবা শনি! তোমায় শীরণি দেবো—আমার সোনার রাজ্যের কোন অনিষ্ট ক'রো না।

[বার বার কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার]

গা, মাধুরি—একটা ঠাকুরের গান গা! শনির নাম ক'রে মনটা যেন কেমন ক'রে উঠ্‌ল!

[মাধুরী করযোড়ে ভক্তিভরে গান করিতে লাগিলেন; উমা চক্ষু মুদিয়া ভাবে বিভোর হইয়া শুনিতে লাগিলেন।]

মাধুরী।—

গান।

এস পিয়াস্থ পরাণে সুশীতল ধারা।
আছি আকুলিত চিত্ত আপনহারা॥
এস মৃদুল মন্দ মধুর সমীরে,
এস উষার সুষমায় নীহার নীরে,
এস রূপ রস গন্ধ পরশে,
এস মধুপ-ঝঙ্কারে হরষে,
এস শারদ আকাশে বরষার শেষে
হইয়া সুধাংশু তারা॥
এস জীবনের সখা জীবনের প্রিয়,
এস এ চির জীবনের সঞ্চিত অমিয়,
এস অকূল পাথারে জীবনের পারে
জীবনের ধ্রুবতারা॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রমোদ-অঙ্গন।

কল্যাণ ও সুকণ্ঠ কথা কহিতেছিলেন।

কল্যাণ। না, ভাই সুকণ্ঠ! তোমার এ কথার আমি কিছুতেই ..ুমোদন কর্‌তে পার্‌ছি নে। পিতা সহস্র দোষে দোষী হ'লেও পুত্রের ..ক সে দোষ দেখা উচিত? কেন না, পিতা জন্মদাতা—পিতা পালয়িতা— ..তা স্বর্গ—পিতা ধর্ম্ম। পিতা দেবগণ হ'তেও পূজ্য ও গুরু।

সুকণ্ঠ। এ তোমার অতিরিক্ত গোঁড়ামি, কল্যাণ দা! যে পিতা ..জার শত্রু—দেশের শত্রু—দশের শত্রু, তেমন পিতাকে অবাধে গুরু ..লে মেনে নিয়ে, তাঁর সেই পাপ-পন্থার অনুসরণ কর্‌তে হবে? না, আমি ..মন পিতৃ-ভক্তি চাই না। আমি অমন অন্ধ পিতৃ-ভক্তির ধ্বজা উত্তোলন ..'রে হৃদয়কে অতটা অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার বিষ দিয়ে বিষাক্ত ক'রে রাখ্‌তে ..াই নে।

কল্যাণ। মায়ের সম্বন্ধেও কি তোমার ঐরূপ ধারণা?

সুকণ্ঠ। সে আরও বেশি—আরও ভয়ঙ্কর!

কল্যাণ। দুর্ভাগ্য তুমি সুকণ্ঠ! যে পুত্র তার পিতা-মাতার সম্বন্ধে ..মন ভক্তি-শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেল্‌তে পারে, সে হতভাগ্য পুত্রের তবে আর ..ক রইল, সুকণ্ঠ?

সুকণ্ঠ। কিছুই রইল না তা জানি, দাদা! তেমন অধম পুত্রের ..কমাত্র মৃত্যুই শাস্তি তাও জানি, দাদা! কিন্তু একটা অন্যায়কে—একটা ..াপাপ্লকে পুষ্পচন্দনে পূজা কর্‌তে সুকণ্ঠ কখনই শিক্ষা করে নি।

কল্যাণ। এত সরল—এত অকপট তুমি, কিন্তু তোমার মত হতভাগ্য, তোমার মত বঞ্চিত বুঝি সংসারে আর কেউ নাই। ভাই! তোমার দুঃখ মনে হ'লে চোখ ফেটে জল আসে।

সুকণ্ঠ। এখন এদিক্‌কার উপায় কি ভাব্‌ছ, দাদা? গৃহের মধ্যে যে বিদ্বেষের অনল ধীরে ধীরে জ্ব'লে উঠ্‌ছে, তার উপায় কি? আমি যতদূর সাধ্য পিতা ও মাতাকে বুঝিয়েছি; দুষ্ট মাতুলকে যাতে পরিত্যাগ করেন, তার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে দেখেছি, কিন্তু ফলে মাত্র অজস্র তিরস্কার লাভ করেছি। তুমি এরূপ পিতা মাতাকেও ভক্তি করতে বল, কল্যাণ দা?

কল্যাণ। হাঁ, তবুও বলি—সহস্রবার বলি।

সুকণ্ঠ। তুমি যে কি বল্‌ছ, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। পিতামাতা যদি সন্তানকে দিয়ে কোন পাপকার্য্য করিয়ে নিতে চান্, তা' হ'লে বোধ হয়, তোমার মতে সেই পাপকার্য্যও সন্তানকে করতে হবে?

কল্যাণ। নিশ্চয়ই!

সুকণ্ঠ। সে পাপের ফল তবে ভোগ্ কর্‌বে কে?

কল্যাণ। ধর না, সন্তানকেই করতে হবে।

সুকণ্ঠ। তবে?

কল্যাণ। তবে কি, সুকণ্ঠ! একমাত্র পাপের ফলভোগের ভয়েই তুমিও পিতামাতার অবাধ্য হ'য়ে তাদের মর্য্যাদা নষ্ট করতে চাইছ? তা হ'লে ভাব দেখি, ভাই! একমাত্র পাপের বিভীষিকায় ভীত হযেই তুমি সে বাক্য লঙ্ঘন করতে যাচ্ছ কি না? এ একটা কত বড় স্বার্থপরতা বল ত?

সুকণ্ঠ। স্বার্থপরতা না ধর্ম্মপরায়ণতা?

কল্যাণ। আত্ম-স্বার্থের জন্য যে ধর্ম্ম, সে ধর্ম্মকে প্রকৃত ধর্ম্ম না ব'লে

স্বার্থপরতাই ব'লে থাকে। যদি বল্তুম যে সন্তানের সেখানে পাপের আশঙ্কা নেই, তবে তাকে স্বার্থপরতা বল্তুম না।

সুকণ্ঠ। পাপের আশঙ্কা থাকা ত মানুষের পক্ষে উচিত ও স্বাভাবিক।

কল্যাণ। উচিত না ব'লে স্বাভাবিক বল্তে পার; কিন্তু স্বাভাবিক হ'লেই যে, তাই সব সময় কর্তে হবে, তার কোন কারণই নাই।

সুকণ্ঠ। সেখানে সন্তান তা' হ'লে কি কর্বে?

কল্যাণ। সে-ই পাপ ক'রে তার ফলভোগ কর্বে।

সুকণ্ঠ। তবুও পিতা-মাতার বাক্য অপালন কর্বে না?

কল্যাণ। না, কখনই না! সে তার পিতা-মাতার আদেশ পালন কর্তে—সে তার পিতা-মাতার মর্য্যাদা রক্ষা কর্তে—সে তার পিতা-মাতার বাক্য বেদ-বাক্য ব'লে মেনে নিতে অবনতমস্তকে নির্ব্বিচারে সেই পাপের ফলে নরক পর্য্যন্ত বরণ ক'রে নেবে। তা' হ'লেই তার সন্তানত্ব, তা' হ'লেই তার মনুষ্যত্ব, তা' হ'লেই তার ধার্ম্মিকত্ব—নতুবা নয়।

সুকণ্ঠ। একি তোমার শাস্ত্রের কথা, না সমাজের অত্যাচার?

কল্যাণ। শাস্ত্র ছেড়ে সমাজ, আর সমাজ ছেড়ে শাস্ত্র কখনও হয় না।

সুকণ্ঠ। পিতৃত্বের, মাতৃত্বের অত্যাচার কি এতই প্রবল যে, শাস্ত্রও তাকে বিদ্বেষ-চক্ষে না দেখে নিজের মতের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে! পিতৃত্ব, মাতৃত্বের মর্য্যাদা কি এতই মূল্যবান্ যে, সন্তান তার ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে অন্ধের মত—জড়ের মত—যন্ত্রপুত্তলিকার মত সেই গৌরব-পাদুকা অবনত-মস্তকে বহন ক'রে নরকের ক্রিমি, কীটপূর্ণ গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়্তে ইতস্ততঃ কর্বে না? এ কি শাস্ত্র! এ কি অন্যায় অত্যাচার! আমি পূর্ব্বেও তোমাকে বলেছি, আবার এখনও বল্ছি যে, এই যদি শাস্ত্র হয়—এই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে সে শাস্ত্রকে—সে ধর্ম্মকে সুকণ্ঠ অন্তরের সহিত ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা

করে। আমি বিবেকের সেবক। বিবেককেই পূজা করতে শিখেছি—বিবেকের বিরুদ্ধে এক পা'ও চল্‌তে পার্‌ব না।

কল্যাণ। এটা উত্তেজনার বিষয় নয়, সুকণ্ঠ! এটা স্থির ও ধীর হ'য়ে বোঝ্‌বার বিষয়। শুনেছ বোধ হয়—রামচন্দ্র পিতৃ-সত্য পালন করতে রাজ্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রে বনবাসে গিয়েছিলেন! পরশুরাম পিতার আদেশে নির্ব্বিচারে মাতৃহত্যা ক'রে সেই মাতৃহত্যা-পাপের ফলভোগ করতে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নি।

সুকণ্ঠ। এইরূপ অন্ধ আদর্শ পুরাণের প্রত্যেক পৃষ্ঠায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সে কথা জানি। কিন্তু অন্ধ আদর্শ ধ'রে আমি আমার ব্যক্তিত্ব ও বিবেককে দূরে সরিয়ে ফেল্‌তে চাই নে।

কল্যাণ। তুমি কি করতে চাও, সুকণ্ঠ?

সুকণ্ঠ। আমি চাই—অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে; আমি চাই—রাজদ্রোহিতার অঙ্কুর মূল-সমেত তুলে ফেল্‌তে, আর ধর্ম্মপরায়ণ প্রজারঞ্জক রাজা শ্রীবৎসের ধর্ম্মরাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে—আমার দেশকে নিরুপদ্রব, শান্তিময়রূপে দেখ্‌তে।

কল্যাণ। এতে তুমি দেশভক্ত, রাজভক্ত হ'তে পার; কিন্তু পিতৃমাতৃ-দ্রোহিতার দুরপনেয় কলঙ্ক হ'তে তুমি আপনাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না।

সুকণ্ঠ। তুমি কি বল্‌তে চাও যে, আমি আমার রাজদ্রোহী, দেশ-দ্রোহী পিতামাতার জন্য—পিতা হ'তেও গরীয়ান্—দেবতা হ'তেও মহীয়ান্ অমন জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ শ্রীবৎস ও মাতা হ'তেও গরীয়সী—স্বর্গ হ'তেও মহীয়সী জন্মভূমিকে পরিত্যাগ ক'রে, আর তোমার মত স্নেহময় দাদার চিরস্নেহে বঞ্চিত হ'য়ে একটা অন্ধ বিশ্বাসকে—একটা অন্ধ ভক্তিকে আঁকড়ে ধ'রে থাকব? সে কখনই হবে না।

সংগ্রামকেতুর প্রবেশ।

সংগ্রাম। এই যে, যুবরাজ! আপনি এখানে র'য়েছেন? আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি—বিশেষ গোপনীয় কথা আছে।

সুকণ্ঠ। যাই, কল্যাণ দা'! সময়ান্তরে আবার আমি এসে দেখা কর্‌ব।

[চিন্তিত ভাবে প্রস্থান।

কল্যাণ। কি কথা, সেনাপতি?

সংগ্রাম। বোধ করি, আমার পুনরুক্তি হবে মাত্র, পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দের মুখে সবই শুনে থাক্‌বেন।

কল্যাণ। খুল্লতাত ও মাতুলের কথা ত?

সংগ্রাম। হাঁ, বলুন দেখি—কী ভীষণ ব্যাপার! আর ত মহারাজের কর্ণগোচর না ক'রে পারা যায় না!

কল্যাণ। এ সম্বন্ধে সতর্ক কর্‌বার জন্য গুরুদেব খুল্লতাতকে হিতোপদেশ দিতে গিয়েছিলেন; কিন্তু ফলে কিছুই হয় নি; বরং একটু অবজ্ঞাত হয়েই ফিরেছেন।

সংগ্রাম। তাই ত ভাব্‌ছি—ঘরের মধ্যে আগুন জ'লে উঠ্‌বে, এ আগুন নির্ব্বাণ কর্‌তে গেলে যে, অনেক শোচনীয় দৃশ্যের অবতারণা কর্‌তে হবে! একে মহারাজ ত মহা ভ্রাতৃবৎসল। মহা সমস্যা! এক-দিকে ভ্রাতৃস্নেহের প্রবল আকর্ষণ—অপর দিকে রাজদ্রোহীতার গুরুতর অপরাধ! মহা সঙ্কট!

কল্যাণ। এ ক্ষেত্রে একমাত্র মাতুলকে যদি স্থানান্তরিত করা যায়, তা' হ'লে বোধ হয়, রাজ্যে শান্তি-স্থাপনা হয়।

সংগ্রাম। ঐ কূটবুদ্ধি মাতুলের পরামর্শই ত ছোট-রাজাকে এমন বিষিয়ে তুলেছে। শুধু এই নয়, যুবরাজ! রাজ্যমধ্যে অন্যায় অত্যাচারও আরম্ভ হয়েছে—তারও নায়ক ঐ মাতুল!

কল্যাণ। আচ্ছা, ভজনলালের নিকট যে গুপ্তপত্র পাওয়া গেছে, তাতে কি লেখা ছিল—কা'র কাছেই বা পাঠান হচ্ছিল?

সংগ্রাম। সে পত্র মগধরাজ পুরঞ্জয়কেই প্রেরিত হচ্ছিল। তাঁর সাহায্যে এ রাজ্য ছোট রাজার হস্তগত হ'লে, রাজ্যের অর্দ্ধাংশ মগধেশ্বরকে দেবার প্রতিশ্রুতি প্রদানের কথা সেই পত্রে বিশেষ ভাবে লেখা ছিল।

কল্যাণ। হাঁ, মগধের মার্জ্জার-দৃষ্টি অনেক দিন হ'তেই এই রাজ্যের উপর আছে। এতদিনে তার রন্ধ্রপথ আবিষ্কৃত হয়েছে বটে! আচ্ছা, আমি একবার কাকার কাছে যাব?

সংগ্রাম। অবশ্য যেতে পারেন; কিন্তু ফলে বোধ হয়, কিছু হবে না।

কল্যাণ। তবুও একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব! আমি এখনই যাব। তুমি আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা কর্‌বে; তার পর মহারাজের কর্ণগোচর কর্ত্তব্য কি না স্থির করা যাবে। আত্ম-কলহের পরিণাম বড় ভয়াবহ, তা'ত বুঝ্‌তে পার্‌ছ, সেনাপতি! যাতে সেই আত্ম-কলহের অনল গৃহমধ্যে সহসা না জ্ব'লে উঠ্‌তে পারে, তার জন্য একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব। আত্ম-দ্রোহে স্বর্ণ-লঙ্কা ছারখারে গেছে! আত্ম-দ্রোহে সুন্দ-উপসুন্দ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

সংগ্রাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—আপনার মঙ্গল উদ্দেশ্য পূর্ণ হোক্! আসি তবে, যুবরাজ!

[প্রস্থান।

কল্যাণ। হায় রে সাম্রাজ্য পদ !
কী মোহিনী শক্তি তোর—
কী যে মাদকতা !
যে নেশাতে হইয়ে বিভোর,
দেয় নর অকাতরে সব বিসর্জ্জন,
যে নেশাতে হইযে বিভোর,
ভ্রাতৃ প্রেম-সুধাসিন্ধু হ'তে
লভে নর তীব্র হলাহল !
যে নেশাতে হইযে বিভোর,
মাতৃ-হত্যা, পিতৃ-হত্যা, পুত্র-হত্যা তরে
ধরি' নর উদ্যত কৃপাণ—
ধেয়ে চলে মহানন্দে নরকের পথে।
যাই এবে পিতৃব্য সকাশে।
ভগবান্—আশা ভঙ্গ ক'রো না আমার !

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

নগর-পথ।

গীতকণ্ঠে বাল–বৃদ্ধ-যুবা এবং বালিকাগণের প্রবেশ।

সকলে।—

গান।

আমাদের সোনার ভারত, সোনার ভারত, সোনার ভারতভূমি।
স্বর্গ হ'তেও স্বর্গ সে যে, ধর্ম্ম কর্ম্মটী মোদের সাধের জন্মভূমি॥
যার সবুজ ক্ষেতের তৃণে তৃণে সোনা থাকে ফ'লে,
ক্ষুধাহরা সুধাভরা যার সবুজ গাছের ফলে,
যার ফুলে সুধা, ফলে সুধা, মা আমাদের এমন সুধার খনি॥
এমন ফাগুন্ মাসের রঙিন্ ছবি, আছে কাহার দেশে,
নবীন পাতায় নবীন লতায় কোথায় এমন সাজে নবীন বেশে,
এমন মধুর হাওয়ার মধুর বাওয়া কেবল দেখালে মোদের মা তুমি॥
এমন ষড়ঋতুর মূর্ত্তিখানি কাহার দেশে আছে,
এমন ভবৃতি পেটে, স্ফূর্ত্তি এঁটে মানুষ কোথায় বাঁচে,
কা'র মা এমন শ্যামল কোলে রাখে তুলে স্নেহে বদন চুমি॥
মায়ের করুণা ভরা স্নেহের ধারা ঝরে কোথা এমন,
কোথায় এমন পিযূষ-ধারায় ঢেউ ব'য়ে যায় মোদের গঙ্গা যেমন,
এমন মায়ের চরণতলে, আয় সকলে ভক্তিভরে নমি।

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

দেবমন্দির-সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যান।

একাকী সদানন্দ পদচারণা করিতেছিলেন।

সদা। সংসারটা মাঝে মাঝে বেশ চলে! তখন যেন তার চারিদিক্‌টা শান্তি দিয়ে ঘেরা থাকে! তখন যেন শোক থাকে না—দুঃখ থাকে না—হিংসা থাকে না—দ্বেষ থাকে না; ধন জন, আত্মীয় স্বজনে তখন সংসারটা যেন একটা আনন্দের হাট হ'য়ে দাঁড়ায়! কোথাও একটু বেথাপ লাগে না—কোথাও একটু বেসুরো বাজে না। লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ তখন যেন ভাণ্ডার খুলে দিয়ে চিরদিনের মতন কায়েমী মৌরসী পাট্টা নিয়ে বাসা বেঁধে ব'সে যান্‌! যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিপ্লব-ঝঞ্ঝা এ সব যেন শীতের ভয়ে সাপের মত কোন্‌ অন্ধকার-গহ্বরে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে! তখন আর সংসারকে অসার ব'লে ভাব্‌তেই পারা যায় না!. আর মাঝে মাঝে কি জানি, কেন সংসারটা হ'তে এমন বদ্‌-হাওয়া বইতে থাকে, বাঁশী বেসুরো বেজে ওঠে, লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ তাঁর পুঁজি পাটা নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হন্‌। যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিপ্লব-ঝঞ্ঝা, এরা যেন সব তখন কোথা থেকে এসে দলিত ফণীর ন্যায় ফণা তুলে গর্জ্জাতে থাকে। অশান্তির ঝড় তখন এমন ভীষণ ভাবে বইতে থাকে যে, সংসারটাকে একটা ওলট-পালট ক'রে দিয়ে যায়। তখন যে, ত্রাহি ত্রাহি রবে পালাতে পার্‌লে বাঁচা যায়! কেন এমন বিকারের রোগীর মত সংসারটা এমন মাঝে মাঝে স্থির ও মাঝে মাঝে অস্থির হ'য়ে ওঠে? পৃথিবী বেটীর বোধ হয়, কোন একটা ব্যাধি আছে—যাতে ঠিক হ'য়ে একভাবে চুপ্‌ ক'রে থাক্‌তে পারে না। বোধ হয় মাঝে

মাঝে রক্তের নদীতে স্নান কর্‌তে না পার্‌লে মাথা ঠিক ঠাণ্ডা রাখ্‌তে পারে না ; তাই বেটী মাঝে মাঝে এমন চিংড়ে মিংড়ে লাফিয়ে ওঠে। বর্ত্তমানে মহারাজ শ্রীবৎসের রাজ্যের অবস্থাও তেমন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে! রাজ্যমাঝে যেন বদ্‌-হাওয়া বইতে সুরু করেছে—বাঁশী যেন বেসুরো বাজ্‌তে আরম্ভ করেছে! শীঘ্রই যেন একটা ওলোট-পালট হবে—তার যেন একটা নমুনা দেখা দিয়েছে! বৃদ্ধ মহারাজ ত বলেন যে, রাজ্যে শনির দৃষ্টি পড়েছে—এই বেলা স'রে পড়ি চল! ঐ যে বৃদ্ধ মহারাজ মহানন্দের সঙ্গে এই উদ্যানের দিকেই আস্‌ছেন!

বৃদ্ধ চিত্ররথের হস্ত ধরিয়া বালক সুষেণ টানিতে টানিতে আনিতেছিল ; পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহানন্দ আসিতেছিলেন।

চিত্র। [প্রবেশ পথ হইতে সুষেণের আকর্ষণে হঠাৎ পড়িয়া যাইতেছিলেন।] আস্তে—আস্তে—রে পাগল—আস্তে! তোর সঙ্গে কি আমি ছুটে পারি, রে বোকা?

সুষেণ। পাল্‌তে হবে। [হাস্য]

চিত্র। [অগ্রসর হইতে হইতে] গুরু ব্রহ্মা—গুরু ব্রহ্মা—গুরু ব্রহ্মা—তারা শিব-সুন্দরী মা!

সুষেণ। [অনুকরণ করিয়া] গুলু ব্লহ্মা—গুলু ব্লহ্মা—গুলু ব্লহ্মা—তালা থিব-থুন্দলী মা! হিঃ—হিঃ—হিঃ—[হাস্য]

চিত্র। পাগলটা ভারি চালাক্‌ হবে কিন্তু।

সুষেণ। এইখানে ব'থো ব'থো। [চিত্ররথের হাত ধরিয়া কাষ্ঠাসনে বসাইলেন]

চিত্র। এই যে সদানন্দও এসেছ ; বেশ—বেশ—বেশ!

সদা। আনন্দ ছাড়া আপনি কখনও থাকেন ?

চিত্র। যথার্থ, সদানন্দ ! তোমাকে আর মহানন্দকে নিয়ে আমি বড়ই আনন্দে থাকি।

সুষেণ। বুলো দাদা ! আমি থেই গান্তা কলি আর নাতি।

চিত্র। শোন একবার সুষেণের 'বুড়ো-দাদার' গান। গা'ত, দাদা—গা !

সুষেণ।—[নাচিতে নাচিতে]

গান।

বুলো দাদা—বুলো দাদা, দাবে থোথুল বালী।
বুলো দাদাল বৌ মলেথে দিয়ে গলায় দলি॥

[সকলের হো—হো করিয়া হাস্য]

সুষেণ। আগেই হেথো না—আগে থোন !

[গীতাবশেষ]

বৌয়েল তলে বুলো দাদা কেঁদে গলাগলি।
বুলো দাদাল্ হাত্টা ধ'লে টানে থাকুলি॥
তাল পলেতে বুলো দাদা কর্‌লে কি তা বলি।
থাকুলীকে বিযে ক'লে নিয়ে এল বালী॥

[হিঃ হিঃ রবে হাস্য করিয়া চলিয়া গেল।

চিত্র। অস্থির—অস্থির, বিষম অস্থির !

মহা। সংসারের আনন্দই ত এই ! যে সংসারে শিশুর হাসি-কান্না নেই, সে সংসারে আর শ্মশানে প্রভেদ কি ?

চিত্র। কথাটা সত্যই বলেছ কিন্তু, মহানন্দ ! বড় জড়িয়ে ফেলে যে। এ জাল ছাড়িয়ে ওঠা শেষে বড় শক্ত হ'য়ে পড়ে !

সদা। জাল দিয়েই যখন সংসারটা ঘেরা, তখন একটা ছাড়্লে আর একটা জড়াবে !

চিত্র। কিছুই বোঝা যায় না, সদানন্দ—কিছুই বোঝা যায় না! সংসারটা একটা গোলক-ধাঁধা।

সদা। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, এ একটা ধাপ্পাবাজী বই আর কিছুই নয়।

মহা। শুধু ধাপ্পাবাজী হ'লে কয়দিন চল্‌ত! মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে ক'দিন রাখা যায়? তা' হ'লে সে একদিন চোখ মেলে চেয়ে সব বুঝে নিত!

সদা। যে বুঝে নিচ্ছে, সে ত পিট্‌টান মার্‌ছেই!

মহা। আমি বল্‌ছিলাম, শুধু ধাপ্পাবাজী হ'লে—দুই-একজন নয়, সবাই বুঝে নিত; নিশ্চয়ই কোন একটা উদ্দেশ্য আছে। ঐ সূর্য্য, ঐ চন্দ্র, ঐ বিরাট্ আকাশ-ভরা তারার মালা, এই অনন্ত অসীম মহাসাগর, এই বুদ্ধিবিবেক-সম্পন্ন মানব, এ সবই কি বৃথা! এ সবই কি নিষ্ফল! এ সবই কি বুজ্‌রুকি! কখনই হ'তে পারে না!

সদা। যখন স্বপ্নে রাজত্ব গড়্‌তে বসি, স্বর্গের রঙিন ছবি দেখে যখন মুগ্ধ হ'য়ে যাই, তখন কি মনে হয় এটা স্বপ্ন দেখ্‌ছি?

মহা। কিন্তু সে স্বপ্ন যে, মুহূর্ত্ত পরেই ভেঙে যায়!

সদা। এ স্বপ্নও ভেঙে যায়! তবে কিছু দেরি লাগে, এই তফাৎ। সেটা ছোট স্বপ্ন আর এটা বড় স্বপ্ন! যেমন ঘরের ভিতর শিশুরা ধূলা-ঘর গ'ড়ে খেলা করে। ধুলোর ঘর একটু পরেই ভাঙে—দুটোই কিন্তু ভেঙে যায়। ভাঙার দিক্ দিয়ে দুটোই কিন্তু সমান।

মহা। কিন্তু সে বড় ঘরের যে কোন প্রয়োজনই ছিল না, তা'ত বল্‌তে পার না!

সদা। প্রয়োজন মনে ক'রে নেওয়া যায় ব'লেই প্রয়োজন! নতুবা কিছুই নয়—নিষ্প্রয়োজন!

মহা। তোমার এ দার্শনিক তত্ত্ব নাস্তিক্যবাদের মধ্যে এসে পড়ে।

চিত্র। তা পড়্‌লেও দার্শনিক তর্কের যে মোটেই প্রয়োজন নাই, তা নয়, মহানন্দ! ঐ নাস্তিক্যবাদের মধ্য দিয়েই ত আস্তিক্যবাদের সত্যটুকু ফুটে ওটে। অন্ধকার দিয়েই আলোকের অস্তিত্ব নিরূপণ হয়। তর্ক আছে বলেই মীমাংসার প্রয়োজন হ'য়ে দাঁড়ায়। যাক্, মহানন্দ! এখন তর্ক রেখে—"মা আমায় পাঠিয়েছিলে কোন্ সকালে" গানটা একবার গাও দেখি। মনটাকে একটু সংসার থেকে অপর দিকে নেবার চেষ্টা করি।

[মহানন্দ গাহিতে লাগিলেন, চিত্ররথ তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলেন এবং দুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু নির্গত হইতেছিল।]

মহা।—

গান।

মা আমায় পাঠিয়েছিলে কোন্ সকালে।
কত স্নেহমাখা বোলে দিয়েছিলে ব'লে—
এস ঘরে ফিরে সকালে॥
কিন্তু খেল্‌তে খেল্‌তে খেলায় মেতে,
ভুলে গেলাম ফিরে যেতে,
কত খেলার সাথী জুটে আমার খেলায় মজালে॥
ভাঙ্‌ল যখন ধূলো-খেলা,
চেয়ে দেখি গেছে বেলা,
শেষে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আমায় করলে দিক্‌হারা॥
আমি আঁধার মাঝে গেছি পথ ভুলে,
আমায় নিয়ে যা মা কোলে তুলে,
আমি আর খেল্‌ব না, আর আস্‌ব না ঘর ছেড়ে
আর কোন কালে॥

চিত্র। এ গানটী আমার বড় ভাল লাগে। প্রাণটাকে যেন সংসার থেকে টেনে নিয়ে উদাস ক'রে ছেড়ে দেয়। ইচ্ছা হয়—বেরিয়ে পড়ি—বেরিয়ে পড়ি; আর বেরিয়ে পড়্‌বার সময় ত বোধ হয়, এল। ঘরে শনি ঢুকেছে, আর বেশিদিন এ সোনার সংসার টেকে না—এ আনন্দের হাট বুঝি আর বেশিদিন থাকে না, মহানন্দ! বড় শান্তির সংসার ছিল—যে শান্তিসুখের জন্য বাণপ্রস্থ পর্য্যন্ত ভুলে গিয়ে এই আনন্দের তরঙ্গেই ডুবে-ছিলাম, সে আনন্দ আর বুঝি থাকে না! কি জানি—শেষে এই বৃদ্ধকালে এই জীর্ণ হাড়গুলিতে যেন কত শোকের খোঁচাই খেতে হয়! তার চাইতে আস্তে আস্তে আগে থেকে স'রে পড়াই ভাল মনে করি! বৃদ্ধ হ'য়ে বেশি-দিন বেঁচে থাকাই মানুষের পক্ষে একটা মহাপাপ। অধিকদিন বাঁচ্‌লেই অনেক রকম ঘা খেয়েও যেতে হয়। সেইজন্যই আর্য্য-ঋষিরা রাজাদের পক্ষে "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" এই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। এ মূল্যবান্ ঋষিবাক্যের অর্থ আগে এতটা বুঝ্‌তে পারি নাই, তাই বড় ভুল ক'রে ফেলেছি। জীবনে এমন মহাভুল আর বুঝি কখনও করি নি, মহানন্দ!

মহা। এখনও ভয়ের কারণ তেমন কিছু আসে নি! দেখুনই না, মহারাজ শ্রীবৎস আপনার পরম ধার্ম্মিক ও শান্ত স্বভাব; তিনি নিশ্চয়ই একটা শান্তি স্থাপনের চেষ্টা কর্‌বেনই।

চিত্র। ঐ অতিরিক্ত ধার্ম্মিক ও শান্তিপ্রিয় ব'লেই ত সন্দেহের কথা! শান্তি স্থাপন কর্‌তে গিয়ে ভাইকেই হয় ত রাজ-সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে বসে। শ্রীবৎস যেরূপ ভ্রাতৃ-বৎসল, তাতে তার পক্ষে এটা কিছুমাত্র অসম্ভব ব'লে মনে ক'রো না। কিন্তু কুটিল অধার্ম্মিক শ্রীকণ্ঠ যদি রাজ্য পায়, তা' হ'লে সে রাজ্যের স্থায়িত্ব কতক্ষণ, সে ত আমি দিব্য-চক্ষেই দেখ্‌তে পাচ্ছি! তবে ভরসার মধ্যে এক ব্রহ্মানন্দ শর্ম্মা। তাঁর পরামর্শ মত কার্য্য হ'লে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

মহা। শ্রীকণ্ঠ ত এরূপ ছিলেন না, তবে তিনি এরূপ হ'য়ে উঠ্‌লেন কেন ?

চিত্র। না, মহানন্দ! শৈশব হ'তেই শ্রীকণ্ঠ কুটিল ও কপট, তোমরা বুঝ্‌তে পার নি ; আমি প্রথম হ'তেই তার চরিত্র লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছি। তার পর ঐ শনি এসে জুটেছে—তার শ্যালকটা। সে একজন মহা কূটবুদ্ধি ও পরম ধূর্ত্ত! তার কূট মন্ত্রণার ফলেই আগুন এত শীঘ্রই জ্বল্‌তে সুরু করেছে।

মহা। আপনি একবার শ্রীকণ্ঠকে ডেকে সব কথা বুঝিয়ে দিন্ না।

চিত্র। আমি? কখনই না। তার সে দুর্দ্দমনীয় লোভকে সংযত কর্‌বার শক্তি তার আর নাই। তার সে প্রবল স্রোতে আমার উপদেশ তৃণখণ্ডের মত ভেসে যাবে। বৃথা মর্য্যাদা হারিয়ে ফেল্‌ব! আর, মহানন্দ! সত্য কথা বল্‌তে কি—তেমন প্রবৃত্তি আর নাই! আর ঐ রাজনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ্‌তে ইচ্ছা করি না। জীবন ভ'রে ঐ চর্চ্চা ক'রে প্রাণটা যে এখন হাঁপিয়ে উঠেছে, ভাল লাগে না—বিরক্তি বোধ হয়। ও ব্যাপার হ'তে যত দূরে থাকা যায়, সেই আমি এখন পছন্দ করি। এখন রাজ্যে কি হ'ল-না-হ'ল বা পুত্রেরা কি কর্‌ছে-না-কর্‌ছে এ সব জান্‌বার ঔৎসুক্যও আর আসে না। মাঝে মাঝে গুরুদেব ব্রহ্মানন্দ এসে যা দু'এক কথা বলেন, তাই শুনি মাত্র।

সদা। একটা জিনিষ বেশিদিন নিয়ে নাড়া-চাড়া কর্‌লেই যেন কেমন একঘেয়ে হ'যে দাঁড়ায়—অরুচি জ'ন্মে যায় ; এমন কি পৃথিবীটাই মস্ত একটা একঘেয়ে! সেই পুরাণো আকাশ, সেই পুরাণো বাতাস, পুরাণো সূর্য্য, পুরাণো চন্দ্র—রোজ ঠিক একভাবেই দিন হচ্ছে, রাত হচ্ছে, একঘেয়ে নয় কি? মানুষগুলোও কবে কোন্ আদিম কাল হ'তে পা দিয়ে হাঁট্‌তে শিখেছে, হাত দিয়ে ধর্‌তে সুরু করেছে, সেই ভাবেই চ'লে

যাচ্ছে ! একটু অদল-বদল হোক্, মাঝে মাঝে হাত দিয়ে হাঁটুক্, পা দিয়ে ধরুক্, তবে ত ভাল লাগ্‌বে ! না হ'য়ে সেই এক রকম—এক ধরণ—একেবারে একঘেয়ের চূড়ান্ত !

চিত্র। জান, মহানন্দ ! সদানন্দকে এই জন্যই ভালবাসি। মনকে বদ্‌লে দেবার একটা বিলক্ষণ শক্তি সদানন্দের মধ্যে আছে। যখনই কোন অশান্তি এসে মনের উপর দৌরাত্ম্য কর্‌তে আরম্ভ করে, তখনই সদানন্দ এমনি সব কথার অবতারণা কর্‌তে আরম্ভ ক'রে দেয় যে, সেটা অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও অশান্তি দূর না ক'রে ছাড়ে না !

মহা। তা সত্য ; তবে একটু নাস্তিক—এই যা দোষ !

সদা। সত্য যুক্তির মীমাংসা, এগুলি নাস্তিকের একচেটে ; আর ভাব, কল্পনা, ভক্তি, বিশ্বাস এগুলি তোমার আস্তিকদেরই অধিকারভুক্ত—খাসের প্রজা !

চিত্র। আবার তাই চল্‌বে বোধ হয়। থাক্, আজ মন্‌টা সত্য-সত্যই ভাল নাই। মহানন্দ ! তুমি একবার একখানা গান গাও, তার পর চল যাই—মন্দিরে গিয়ে সন্ধ্যারতি দেখি গে।

মহা।—

গান।

কেন ঘুরি, কোথায় ঘুরি, বুঝ্‌তে নারি কে ঘুরায়।
কি সুখ ল'য়ে ভুলে থাকি, কিসের তরে কার মায়ায় ॥
কত যাই, কত আসি, কত ডুবি, কত ভাসি,
কত কাঁদি, কত হাসি, কেন হাসায় কেন কাঁদায় ॥
আপন মনে ভাবি ব'সে, এর কর্ত্তা বা কে—কোথা বা সে,
কেন দেখা দেয় না কাছে এসে, কেন এমন থাকে লুকায়ে ;
কোথা থেকে সুতো ধরে, সে খেলায় মোদের পুতুল ক'রে ;
নাই সে দূরে সবার কাছে, কাছেই ঘুরে বেড়ায় ॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নগর-প্রান্ত—কুলটা-পল্লী।

গীতকণ্ঠে নৃত্যপরায়ণা রঙ্গিণীর প্রবেশ।

রঙ্গিণী।—

গান।

কেমন বুড়ী হ'য়ে ছুঁড়ী সেজেছি।
ঘ'সে মেজে সেজে গুজে
পুরাণো রূপ ঝালিয়ে নিয়েছি॥
যখন ছিল যৌবন আমার,
ছিল তখন কতই বাহার,
নয়না-বাণে কত শালার,
মুণ্ডু তখন ঘুরিয়ে দিয়েছি॥
আওয়াজ নাই তাই নাকিসুরে,
গাইছি গান খুব ফুর্ত্তি ক'রে,
এমন সাধা-পায়ে নূপুর প'রে,
কেমন নাচের লহর তুলেছি॥

[স্বগত] নাচ-গানের একটা মহলা দিয়ে দেখা গেল ; এখনও পারি—এখনও চলে। গলাটা তত সুবিধা না হ'লেও নাচে অসুবিধা হয় না। কেন না, পা দুটো ভাল ক'রেই সাধা আছে যে! রূপ-যৌবন চ'লে গেলে আর যখন ফিরে পাওয়া যায় না, তখন কি করা যাবে! এই রূপেই ঘ'সে মেজে, সেজে গুজে, রং ফলিয়ে সমান বুকটো কাঁচুলি এঁটে উচু ক'রে, থুব্‌ড়ো গালে সুপুরি পুরে কোনরূপে মানিয়ে নেওয়া

ছাড়া আর উপায় আছে কি ? ব্যবসাটা ত চালাতে হবে ! নইলে আর কি ? যাক্, আজ একটু বেশি রকমেই ঘটা ক'রে সাজ্‌তে হয়েছে ! আজ যে আমার দাঁও মার্‌বার দিন ! টাকার তোড়া নিয়ে ছোট রাজার শ্যালক মশাই এখনই আস্‌বে। আজ ত কেবল বায়না দিয়ে যাবে ; কাজ হাসিল ক'রে দিতে পার্‌লে একেবারে মোহরের ঘড়া ঢেলে দেবে ! তখন আর রঙ্গিণীকে পায় কে ? কিন্তু কাজটা বড় শক্ত ! রাজরাজড়াদের সঙ্গে কাজ কর্‌তে হবে—ধরা পড়্‌লে একেবারে গর্দ্দান যাবে ! দেখি ত—অতটা টাকার লোভ ছাড়া যায় না। আমার নামও রঙ্গিণী—যা-তা মেয়ে নয় ! এখন শালামশাই এলেই ভাগ্য-পরীক্ষা কর্‌তে পারি। ছুঁড়ীগুলোকে সাজিয়ে ঠিক ক'রে রেখেছি—একটু নাচ-গানও ত দেখাতে হবে।

[নেপথ্যে দরজার অন্তরালে থাকিয়া দুর্ম্মদ চাপা গলায় ডাকিল—রঙ্গিণি ! রঙ্গিণি !]

রঙ্গিণী। ঐ যে ডাক্‌ছে—সদর দরজাটা খুলে দিয়ে আসি গে।

আনন্দে দুলিতে দুলিতে প্রস্থান ও পরক্ষণেই দুর্ম্মদের হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে পুনঃ প্রবেশ করিল।

দুর্ম্মদ। খুব সাবধান—কেউ যেন জান্‌তে পারে না !

রঙ্গিণী। সে কি কথা ! আমারও ত একটা প্রাণের ভয় আছে। আর আমি ত শুধু পয়সার লোভে এ কাজে হাত দিচ্ছি নে ; অবিশ্যি বল্‌লে আপনি বিশ্বেস করবেন না—আমি একটু সত্যি ক'রেই আপনাকে—হাঁ !

দুর্ম্মদ। "ভালবাস"—সে কি আর আমি বুঝি নে, রঙ্গিণি ! নইবে

পাড়ায় এত বাড়ী থাক্‌তে প্রথমেই তোমার কাছে এসে উপস্থিত হব কেন?

রঙ্গিণী। তা' আপনিও একটু আমাকে বেশি রকমের—হে-হে-হে ভালবাসেন!

দুর্ম্মদ। যাক্, রঙ্গিণি! এখন কাজের কথা হোক্। সেদিন যে সব কথা ব'লে গিয়েছিলুম, সে সব মনে আছে ত?

রঙ্গিণী। ওমা—সে কি কথা! আপনার কথা মনে থাক্‌বে না? সে সমস্তই আমি ঠিক্-ঠাক্ পাব্‌ব। একটুও এদিক্ ওদিক্ হবে না। ও সব কাজ কি রঙ্গিণীর কখনও বাধে!

দুর্ম্মদ। মনে রেখো, রাজসভার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—ঘাব্‌ড়ে যেযো না!

রঙ্গিণী। আপনি সেখানে থাক্‌বেন ত?

দুর্ম্মদ। থাক্‌লেও একটু আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাক্‌ব। কেন, আমি কাছে না থাক্‌লে ভয় হবে নাকি?

রঙ্গিণী। কার? আমার? তা' হ'লে রঙ্গিনীকে আপনি চেনেনই নাই!

দুর্ম্মদ। বেশ, তা' হ'লেই হ'ল! তা' হ'লে বায়নাটা এই নিয়ে নাও। [বস্ত্রমধ্য হইতে টাকার তোড়া প্রদান]

রঙ্গিণী। [লইয়া] তা এ আর বেশি কথা কি? টাকাতে আর আছে কি? আপনার নজর থাক্‌লেই রঙ্গিণী বেঁচে যাবে।

দুর্ম্মদ। তা' হ'লে এখন আমি আসি! হাতে অনেক কাজ।

রঙ্গিণী। একটু গরীবের বাড়ীতে ব'সে যান্। ছুঁড়ীগুলো আপনাকে আমোদ দেবে ব'লে পাশের ঘরে সেজে-গুজে ব'সে রয়েছে। আমি এখনই ডেকে আন্‌ছি।

[হাবভাবের সহিত চলিয়া গেল।

দুর্ম্মদ। [স্বগত] নাচ-গান দেখিয়ে আরও কিছু মার্‌তে চায় ; তা মারুক্। যদি কাজটা উদ্ধার ক'রে নিতে পারি, তা' হ'লে কিছুই গায়ে লাগ্‌বে না। শ্রীবৎস! এইবার তোমার সর্ব্বনাশের পথ কেমন সুন্দরভাবে প্রস্তুত করেছি, দেখে নিয়ো! তোমাকে কি একদিক্ দিয়ে নষ্ট কর্‌ব? চারিদিক্ দিয়ে নানারকমে বেড়ে ফেল্‌ব—যাতে তুমি চেয়ে দেখ্‌তেও পথ পাবে না!

নর্ত্তকী সহ রঙ্গিণীর পুনঃ প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গান।

এমন নিঝুম রেতে নিঝুম পিরীত
ও আমাদের ভাল লাগে না।
কেমন চুপি চুপি আসা-যাওয়া
ওতে প্রাণের আশ মেটে না॥
নাচ গাও ফুর্ত্তি কর,
ভর্‌তি পেয়ালায় চুমুক মার,
প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে ধর,
নইলে পিরীত ভাল জমে না॥
মাথা খাও কথা রাখ,
আর অভিমান ক'রো না'ক,
হেসে র'সে মিশে থাক,
তাতে প্রাণ মান ত যাবে না॥

রঙ্গিণী। ওলো! তোদের ও কি গান হ'ল? এঁর কাছে ভাল গান গাইতে হয়! এঁকে কি ফচ্‌কে পেয়েছিস্?

১ম নর্ত্তকী। ও একটা মুখবন্ধ ক'রে নিলুম ; এইবার ঠিক্ গাইছি।

দুর্ম্মদ। বেশ—বেশ! তোমরা যা জান, তাই গাও।

নর্ত্তকীগণ।—

গান।

আজু মধুর যামিনী, মধুর রাগিণী
কোথা হ'তে ভেসে আসে।
কি যেন অমিয়া ঢেলে দিয়ে কানে,
(আমার) পশিল মরম পাশে॥
দূরে জ্যোছনা-জড়িত তরঙ্গের মালা,
তরঙ্গিণী বুকে করিছে খেলা,
তাহে ধীর সমীরে ধীরে ধীরে ধীরে
বিতরিছে মধুর বাসে॥
আমি বিরহ-বিধুরা হয়েছি অধীরা,
আমায় করিল বিভোরা কি মোহ মদিরা,
আমি ঘুম-বিজড়িত আধ-নীমিলিত
চুলু চুলু আঁখি মেলি
চেয়ে থাকি তারই আশে॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

দুর্ম্মদ। এইবার তা' হ'লে আসি। নর্ত্তকীদের কিছু মিষ্টি খেতে দিয়ো। এই নাও। [টাকা প্রদান]

রঙ্গিণী। আবার কেন—আবার কেন? [বলিয়া টাকা লইল]

দুর্ম্মদ। তাতে কি হয়েছে! আসি তবে।

[প্রস্থান।

রঙ্গিণী। [আহ্লাদে ভরপুর হইয়া] আমি যে আহ্লাদে আর মাটিতে পা ফেল্‌তে পার্‌ছি নে। তাই ত গা! একি হ'ল? কোথায় যাব?

গান।

আহ্লাদে যে মরি হাপ্‌সে গো।
তাই ত এমন আপনা-আপনি উঠ্‌ছি কপ্‌চে লো॥
আমি আহ্লাদে কি ম'রে যাব গো,
টাকার তোড়ায় সিন্দুক আমার ভ'রে যাবে লো;
আমার আবার কপাল ফিরেছে,
আমার উপর শালা মশার নজর পড়েছে,
আর আমাকে কে পায়, আর আমাকে কে পায়,
আমার হিংসের এবার মর্‌বে পাড়ার
মাগী মিন্‌সে লো॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

শ্রীবৎস ও চিন্তা।

শ্রীবৎস। শোন সে স্বপন, চিন্তা!
রাত্রিশেষে তন্দ্রাঘোরে
দেখিলাম অদ্ভুত স্বপন!
সহসা অম্বর-তল—
ঘোরা কাদম্বিনী যেন ফেলিলা আবরি।
খচিত তারকামালা তারানাথ সহ
লুকাইল জলদের অদৃশ্য তিমিরে।
স্তব্ধ বায়ু—স্তব্ধ তরু—নিস্তব্ধ প্রকৃতি,
ভীষণ গম্ভীর বিশ্ব—দৃশ্য ভয়ঙ্কর!
সভয়ে নয়ন মেলি রহিলাম চাহি,
দেখিলাম যেন—
দীর্ঘ কেশ, রক্ত চক্ষু, ধূম্রময় বপু,
অতি দীর্ঘ সুবিশাল ভীম মূর্ত্তি এক
সহসা সেই সান্দ্র মেঘ হ'তে
আবির্ভূত হ'ল মোর রাজ-সভাস্থলে।

মুহূর্ত্তে দামিনী ছটা চকিলা চৌদিকে !
মুহূর্ত্তে গর্জ্জিলা মেঘ কড়্ কড়্ রবে !
মুহূর্ত্তে কাঁপিলা ভয়ে রাজ-সভাস্থল !
চমকি চাহিনু, চিন্তা—সে মূর্ত্তির পানে ;
দাঁড়াইলা মূর্ত্তি মম সম্মুখে আসিয়া,
কৃতাঞ্জলি করি উঠিলাম সিংহাসন ত্যজি।
বক্ষোমাঝে আরম্ভিলা সমুদ্র-মন্থন।
কম্পিত চরণদ্বয়—
পদতলে ধরা যেন যাইল সরিয়া,
ক্ষণকাল রহিলাম স্তম্ভিত হইয়া।

চিন্তা। মহারাজ !
ভয়ে প্রাণ উঠিছে শিহরি !
তার পর কহ শুনি,
কেবা সেই মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর—
কি কহিলা, কহ বিস্তারিয়া।

শ্রীবৎস। শোন্, চিন্তা ! তার পর
জলদ-গম্ভীর স্বরে দিলা মূর্ত্তি পরিচয়—
"সূর্য্যসুত আমি শনৈশ্চর
আসিয়াছি, নৃপ—আজি তোমার সকাশে।"
ওকি, চিন্তা ! কেন বৃথা হও বিচলিতা ?
স্বপন অলীক মাত্র। শোন্ তার পর—
কহিলেন স্বপ্নময় মূর্ত্তি শনৈশ্চর—
"কহ রাজা, স্থিরচিত্তে করিয়া বিচার,
সিন্ধুসুতা কমলার সনে

হইয়াছে বিবাদ আমার,
উভয়ের মধ্যে বল কেবা শ্রেষ্ঠতর!
কিন্তু জানি আমি—
শ্রেষ্ঠ বলি কমলায় পূজা কর তুমি,
তাই মম কোপদৃষ্টি তোমার উপর—
তাই তব রাজ্য মাঝে উঠিছে বিপ্লব।
অতএব শোন, রাজা!
পক্ষপাত না করিয়া আজি—
দেহ মম বাক্যের উত্তর।
সদুত্তর আশে—
আসিয়াছি স্বর্গ ত্যজি তোমার সকাশে।"

চিন্তা। কহ, মহারাজ!
কি উত্তর দিলে তুমি তার?
তুষ্ট বাক্যে করিলে ত বিদায় তাহারে?
হবে না ত রাজ্যে তব কোন অমঙ্গল?

শ্রীবৎস। ভুলে যাও কেন, চিন্তা!
সত্য নয়—স্বপ্নমাত্র তাহা।
হেনকালে লক্ষ্মীদেবী উদিলেন তথা,
কহিলেন তিনি—"ভাল কথা, কহ, রাজা—
আমা দোঁহাকার মাঝে কে ছোট কে বড়।"
পড়িলাম বিষম সঙ্কটে!
তার পর যেন আমি
স্বর্ণ আর রৌপ্য দুই সিংহাসন
বস্ত্রাচ্ছাদিত করি রাখিলাম তথা;

স্বর্ণ-সিংহাসনে কমলারে
দিলাম বসিতে,
রৌপ্য-সিংহাসনে শনৈশ্চর।
বসি সিংহাসনে উভে
কে শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট, পুনঃ প্রশ্ন
করিলা আমায়।
কহিলাম দোঁহে—
বস্ত্র-আবরণ উন্মোচিয়া,
নিজ নিজ আসন দেখিয়া
বুঝ মনে কে ছোট কে বড়।
কি আর কহিবে এ দাস।

চিন্তা। হায়—হায়!
কী সর্ব্বনাশ করিলে এবার!

শ্রীবৎস। শোন তার পর, রাণি!
হেন স্পষ্ট সদুত্তর শুনি শনৈশ্চর,
রুষ্ট হ'য়ে অভিশাপ দিলা মোর প্রতি।
রাজ্যভ্রষ্ট হবে তুমি রাজা!
এত বলি ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের মাঝে
বায়ু সনে অন্তরীক্ষে গেল মিশাইয়া।
তার পর শোন, চিন্তা!
চাহিলাম রাজসভা মাঝে—
কোথা কেহ নাই;
শূন্য সভা—শূন্য চারিদিক্,
সহসা এক ভীম বজ্রনাদ

উঠিল অম্বর ফাটি ;
উঠিলাম চমকি তখনি।
দেখিলাম চক্ষু মেলি সভয় অন্তরে,
খরস্রোতে তীব্রগতি শোণিতের ধারা—
উত্তাল তরঙ্গ তুলি নাচিতে নাচিতে
প্রবাহিছে রাজ্যমাঝে ভীষণ গর্জ্জনে !
সে শোণিতে ডুবিল প্রাসাদ,
সে শোণিতে—
ডুবিল নগর পল্লী চক্ষের নিমেষে,
অনন্ত ফেনিল এক রক্ত-সিন্ধু মাঝে—
ডুবে গেল—ডুবে গেল রাজ্য ধন জন।
কোটি কোটি শবদেহ কাতারে কাতারে
ভেসে গেল—ডুবে গেল দেখিতে দেখিতে—
ওকি, চিন্তা—হ'য়ো না চঞ্চল !
সত্য নয়—সত্য নয় অলীক স্বপন !
তার পর, তার পর শোন—
তুমি আর আমি যেন
একসঙ্গে মিলি—
জ্ঞানহারা, শক্তিহারা, নিস্পন্দ অসাড়
চলিলাম ভাসিতে ভাসিতে
সেই রক্ত-সিন্ধু-স্রোতে
কোন্ এক অজ্ঞাত প্রদেশে !
তার পর আর কিছু নয়—
গেল স্বপ্ন তখনি ভাঙিয়া।

হেরিলাম—
প্রভাতের আলোরশ্মি বাতায়ন-পথে
আলোকিত করিয়াছে শয়ন-মন্দির।
অদ্ভুত স্বপন, প্রিয়ে!
তাই তোমা কহিনু বিস্তারি।

চিন্তা। কেন, মহারাজ! তুমি শনৈশ্চরকে শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার কর্‌লে না? শনি কুপিত হ'লে যে কি সর্ব্বনাশ হয়, তা কি তুমি জান না, মহারাজ?

শ্রীবৎস। [ঈষৎ হাসিয়া] স্বপ্নের বিভীষিকা স্মরণ ক'রে তুমি একটা কথা বড় ভুলে যাচ্ছ, চিন্তা!

চিন্তা। কি, মহারাজ?

শ্রীবৎস। শনৈশ্চরকে লক্ষ্মী হ'তে শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার কর্‌বার কথা। লক্ষ্মী হ'তে শনৈশ্চর ত শ্রেষ্ঠ নয়, চিন্তা! তবে কেমন ক'রে আমি অসত্যের আশ্রয় নিয়ে শনিকে শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার কর্‌ব? আমাকে সত্যভ্রষ্ট হ'তে দেখ্‌লে, তাতে কি তুমি সন্তুষ্ট হ'তে, চিন্তা? তাত নয়! আমি ত তোমাকে চিনি—আমি ত তোমার মনের কথা জানি!

চিন্তা। মহারাজকে সে সত্যভ্রষ্ট হ'তে দেখ্‌বার পূর্ব্বেই যেন চিন্তা ইহসংসার পরিত্যাগ করে।

শ্রীবৎস। তবে, চিন্তা!

চিন্তা। সত্যই, মহারাজ! আমি স্বপ্ন শুনে আত্ম-বিস্মৃতা হয়েছিলাম।

শ্রীবৎস। হাঁ, স্বপ্নটা দুঃস্বপ্নই বটে! তবে স্বপ্ন চিরদিনই স্বপ্ন ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। অতএব, চিন্তা! সেই অসম্ভব চিন্তাকে মন থেকে ক'রে সরিয়ে ফেলে দাও।

সহসা রতনচাঁদ আসিয়া গাহিল।

রতন।—

গান।

অসম্ভব কিছু নাই হে রাজন্।
এ অনিত্য ভবে সকলি সম্ভবে, কত শত ঘটে অঘটন ঘটন॥
ভবিষ্যের গর্ভে আছে যে ঘটনা,
বর্ত্তমান দেখায় তাহারি সূচনা,
কে জানে বল না বৃথা এ কল্পনা,
ভেবো না শুধু অলীক স্বপন॥
যাহা আছে তাহা রয় না চিরদিন,
চক্রাকারে ঘোরে সুদিন কুদিন,
হয় ত আসিতে পারে, সে দুর্দ্দিন,
(জেনো চিরদিন সমান যায় না কখন্॥

[প্রস্থান।

চিন্তা। একি! রতন এ সব কথা জান্‌লে কি ক'রে? কেমন ক'রেই বা এল?

শ্রীবৎস। রতনকে সকলেই পাগল ব'লেই মনে করে, কিন্তু রতনকে সত্যসত্যই আমার পাগল ব'লে মনে হয় না। আমার মনে হয়—রতন নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী দেবতা! তাই সর্ব্বত্র ওর অবাধ গতি। তাই যদি হয়—রতনের গানের অর্থ যদি সত্য বলেই মেনে নেওয়া যায়, তা' হ'লেই বা, চিন্তা! মানুষের এ সম্বন্ধে চিন্তা কর্‌বার কি আছে? অবশ্যম্ভাবী ঘটনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শুধু মানুষের কেন, দেবতাদের পক্ষেও বোধ হয় সম্ভব হয় না। স্বপ্নের অস্তিত্ব যদি সত্যই হয়—শনির প্রকোপ যদি সত্যসত্যই আমার উপর পতিত হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে, চিন্তা! সে দুশ্চিন্তায় এখন আর লাভ কি আছে? বরং সেই দুর্দ্দিনের অপেক্ষায় পূর্ব্ব হ'তেই প্রস্তুত হ'য়ে থাকাই উচিত মনে করি। সেই ভীষণ পরীক্ষার

জন্ত তা' হ'লে এস, চিন্তা! আজ হ'তে আমরা দুই জনেই প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়াই।

চিন্তা। ভগবান্ কি বিনাদোষে এরূপ ভীষণ শাস্তি আমাদিগে প্রদান কর্‌বেন? তুমি ত জীবনে ভ্রমেও কোনরূপ পাপকার্য্য বা পাপ-চিন্তা কর নি, মহারাজ! তবে কেন এমন বজ্রাঘাত হবে? আবার এও ভাব্‌ছি—হঠাৎ কেনই বা এমন ভীষণ দুঃস্বপ্ন তুমি দেখ্‌তে পেলে? কৈ, আর কখনও ত তুমি এরূপ দুঃস্বপ্ন দেখ নি, মহারাজ? কি জানি—ভগবান্ কেন এরূপ দুঃস্বপ্ন তোমাকে দেখালেন? কেনই বা প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে? কেনই বা অজ্ঞাতসারে অশ্রু এসে দেখা দিচ্ছে?

[অঞ্চল দিয়া অশ্রু মার্জ্জন]

সহসা সুষেণ দৌড়িয়া আসিয়া মায়ের কাছে গাহিল।

সুষেণ।—

গান।

কেন মা, কাঁদিছ্ মা, বল্ মা মোলে।
বাবা কি ব'কেথে বল্ না আদ্ মা তোলে॥
তোলে কাঁদ্‌তে কখন্ দেখি নি ত,
কেন তবে কাঁদিছ্ এত,
না বল্‌লে মা তোল্ মত আমি কাঁদ্‌ব মা ব'লে॥

শ্রীবৎস। ছিঃ, চিন্তা! সুষেণ যে কাঁদ্‌ছে!

চিন্তা। [চক্ষু মুছিয়া] না, বাবা! এই আমি আর কাঁদ্‌ছি নে।

সুষেণ।— [পূর্ব্বগীতাংশ]

বাবা তুমি কি বলেথ,
আমাল্ মাকে কেন কাঁদিয়েথ,
তুমি বলো দুত্তুমি খিকেথ,
আমি দাবো না আল্ তোমাল্ কোলে॥

চিন্তা। না, বাবা! উনি আমাকে কিছুই বলেন নি। তুমি আমার কোলে এস।

সুষেণ। [হাব ভাব দেখাইয়া] দেকো, মা! আমাদেল্ লাজ্-বালীতে একটা খুব বলো—ঐ আকাথ্ থোমান্ একটা লাক্কথ্ এথেথে! হাঁ, মা! থথ্যি ক'লে—বুলোদাদা আমায় বল্লে, থেই লাক্কথ্টা নাকি এত বলো হাঁ ক'লে থবাইকে খেয়ে ফেল্থে! আমি এই তলোয়াল্ খানা বল্দাদাল্ কাথ্ থেকে তেয়ে এনেথি। আমি এখুনি এই তলোয়াল্খানা দিয়ে লাক্কথ্টাল মুন্দু কেতে এনে ধেই ধেই ক'লে নাত্তে নাত্তে তোল্ কাথে থুতে আথ্ব। [ছুটিয়া প্রস্থান।

চিন্তা। পাগল ছেলে আবার তলোয়ার নিয়ে কোথায় ছুটে গেল!

শ্রীবৎস। কোথায় আর যাবে? তার বুড়োদাদার কাছেই গেল। কিন্তু, চিন্তা! জীবনে আর কোনদিন আমি তোমার চোখে জল দেখি নাই; আজ এই প্রথম দেখ্লাম।

চিন্তা। ভগবান্ করুন্—আর কখনও যেন দেখ্তে না হয়!

শ্রীবৎস। এমন জান্লে, স্বপ্নের কথা তোমার কাছে তুল্তাম না।

[নেপথ্যে ব্রহ্মানন্দ—"মহারাজ! আমি একবার যাচ্ছি।"]

শ্রীবৎস। চিন্তা! গুরুদেব আস্ছেন।

ব্রহ্মানন্দের প্রবেশ।

[শ্রীবৎস ও চিন্তা প্রণাম করিলেন]

ব্রহ্মা। [মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিযা] না, ছোটরাজা কোন মতেই দুর্ম্মদকেতনকে পরিত্যাগ কর্তে সম্মত হলেন না। আমি সেদিনও বলেছি—আজও আবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখ্লাম; কিন্তু আমার কথা ত শুন্লেই না—অধিকন্তু আমাকে—যাক্, সে কথার প্রয়োজন নাই! এখন উপায় স্থির করুন, ঘটনা ক্রমেই জটিল হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে!

শ্রীবৎস। বড়ই দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় যে, শ্রীকণ্ঠ এমন ভাবে আমার উপর বিদ্বেষ-দৃষ্টিতে চাইতে আরম্ভ করেছে! কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাজদ্রোহিতার দণ্ড যে বড়ই কঠোর; বড়ই সমস্যা ও চিন্তার বিষয় হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

ব্রহ্মা। মহারাজকে এ ক্ষেত্রে যে কতটা গুরুতর কর্ত্তব্যের সঙ্গে যুঝ্‌তে হবে, সে আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি। সেইজন্তই ত ছোটরাজাকে বার বার গিয়ে বোঝাবার চেষ্টা কর্‌ছি। কিন্তু সে দুর্ব্বার স্রোতে কোন কথাই স্থান পেলে না!

শ্রীবৎস। মগধরাজ সম্বন্ধে আর কোন তথ্য জান্‌তে পেরেছেন কি?

ব্রহ্মা। কিছু পূর্ব্বে গুপ্তচর এসে পৌঁচেছে। তার মুখে শুন্‌তে পেলাম, দুর্ম্মদকেতন পুনরায় অপর গুপ্তপত্র বিশেষ কোন গুপ্তচর দ্বারাই মগধরাজকে প্রেরণ করেছে। আর সে পত্রও মগধেশ্বরের হস্তগত হয়েছে।

শ্রীবৎস। আরও ভীষণ সংবাদ!

ব্রহ্মা। তার পর রাজ্যমধ্যেও নিরীহ প্রজাপুঞ্জের উপর উপদ্রব অত্যাচারও আরম্ভ হয়েছে।

শ্রীবৎস। প্রজারক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা আমি প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য ব'লে মনে করি। আপনি সেনাপতি সংগ্রামকেতুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সর্ব্বাগ্রে প্রজা রক্ষার ব্যবস্থা করুন।

ব্রহ্মা। এতদূর গোপনে এ সব কাজ হচ্ছে যে, কিছুই ধরা যাচ্ছে না।

শ্রীবৎস। তা' হ'লে আর কিছু আমাকে বল্‌বার আছে কি?

ব্রহ্মা। না, আপাততঃ আর কিছু নাই।

শ্রীবৎস। তা' হ'লে যান্—আমিই শ্রীকণ্ঠ সম্বন্ধে আজই একটা স্থির ক'রে ফেল্‌ছি।

ব্রহ্মা। তা' হ'লে আমি এখন আসি?

চিন্তা। একটা কথা আমার।

ব্রহ্মা। কি, মা ?

শ্রীবৎস। [সহাস্যে] বোধ হয়, সেই দুঃস্বপ্নের কথাই বল্‌বে ?

ব্রহ্মা। দুঃস্বপ্ন কি ?

চিন্তা। গত রাত্রিশেষে মহারাজ বড়ই একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছেন।

ব্রহ্মা। মহারাজ দেখেছেন ?

শ্রীবৎস। হাঁ, আমিই দেখেছি।

ব্রহ্মা। কি দেখেছেন, মহারাজ ?

শ্রীবৎস। দেখ্‌লাম, যেন শনির কোপ-দৃষ্টি আমার উপর পতিত হয়েছে। শনির অভিশাপে যেন আমি রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছি ; আর আমার সমগ্র রাজ্য ধ্বংস-গর্ভে স্থান লাভ করেছে। সেই অলীক স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনে অবধি মহিষী বড়ই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছেন।

চিন্তা। কোনরূপ শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা থাকে ত তাই করুন। আমি বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছি !

ব্রহ্মা। কোন আশঙ্কার কারণ নেই। আমি আজই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ দিয়ে শান্তির ব্যবস্থা কর্‌ছি। কোন চিন্তা নাই, মা ! তোমার এ রাজ্য ত পাপের রাজ্য নয়, মা ! এটা যে ধর্ম্মের রাজ্য—এটা যে পুণ্যের রাজ্য। শনির কোপদৃষ্টি পড়্‌বার যে কোন কারণই নাই, মা ! আসি তবে। [যাইতে যাইতে স্বগত] কিন্তু স্বপ্নকে সব সময় অমূলক ব'লে মনে করাও চলে না। তাই ত—চিন্তার কথাই ত বটে ! কি জানি, ভগবানের মনে কি আছে !

[চিন্তিত মনে প্রস্থান।

চিন্তা। রাজ্যমধ্যে এ সব কি দেখা দিয়েছে, মহারাজ ? এ সব শুন্‌লে, তোমার স্বপ্নের কথাই যে, মনে জেগে ওঠে !

শ্রীবৎস। রাজত্বের ব্যাপারই যে এই, চিন্তা! চির শান্তি নিয়ে কেউ কখনও রাজত্ব করতে পারে না।

উমাদেবী নিজে নিজে কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাধুরী তাঁহার হাত ধরিয়া আনিতেছিল।

উমা। [প্রবেশ পথ হইতে] মরণ নেই—মরণ নেই! মরণ থাক্‌লে কি আর এ সব দেখ্‌তে শুন্‌তে হ'ত ?

চিন্তা। মা আস্‌ছেন।

উমা। শ্রীবৎস, আছিস্, বাবা ?

শ্রীবৎস। কি, মা এই যে আমি, তুমি কেন কষ্ট ক'রে এলে, মা ? ডেকে পাঠালে আমিই ত গিয়ে দেখা করতুম।

উমা। ওরে! মায়ের প্রাণ কি ঠিক থাক্‌তে পারে রে ?

শ্রীবৎস। কি হয়েছে, মা ?

উমা। শ্রীকণ্ঠের সঙ্গে কি আরম্ভ করেছিস্, বাবা ? দেখ্, সে তোর ছোট ভাই, তার ওপর কি অমন ধারা অন্যায় অত্যাচার করতে হয় ?

শ্রীবৎস। কৈ ? আমি ত তার ওপর কোন অত্যাচার অন্যায় করি নি, মা! আমি শ্রীকণ্ঠকে কিরূপ ভালবাসি, তা'ত জান, মা!

উমা। এতদিন তা'ত জান্‌তাম, বাবা! কিন্তু আজকাল যে শুন্‌ছি, তুই নাকি তার ওপর ভারি চ'টে গেছিস্ ? তার সম্বন্ধীকেও নাকি তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিস্ ?

শ্রীবৎস। দুর্ম্মদকেতন সম্বন্ধে যে কথা শুনেছ, সে কথা মিথ্যা নয়, মা! কিন্তু শ্রীকণ্ঠের উপর ত আমি কোন রাগের ভাবই দেখাই নি; বরং তার ব্যবহারে তার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখই অনুভব করছি!

উমা। সে আবার তোর ওপর কি অন্যায় করেছে, রে পাগল ?

তুই হ'লি রাজা—আর সে হ'ল তোর ছোট ভাই, এক মায়ের দুধ খেয়ে তোরা মানুষ হয়েছিস্, সে শত দোষ করলেও তুই সে সব ক্ষমা ক'রে নিবি। আহা! বাছা আমার কাছে আজ কেঁদে কেঁদে তোর কথা কত বল্ছিল, শুনে আমার প্রাণটা কেমন ক'রে উঠ্ল, তাই অমনি তোর কাছে ছুটে এসেছি। বুঝিস্ না ত—ওরে! মায়ের প্রাণ রে—মায়ের প্রাণ! তোকে একটা কথা ব'লে রাখি, শ্রীবৎস! মায়ের এই কথাটী বেশ মনে ক'রে রাখিস্—নিজের চোখে না দেখে, নিজের কানে না শুনে, যার-তার কথা শুনে কোন কাজ ক'রে ফেলিস্ নি। বুড়ো কর্ত্তা যখন রাজা ছিলেন, তিনি কখনও নিজের চোখে না দেখে, নিজের কানে না শুনে কোন কাজই কর্তেন না। তার রাজ্যে ত অশান্তি কেউ কোন দিন দেখ্তে পায় নি।

শ্রীবৎস। এই বিশাল রাজ্যের সব কাজ কি নিজের চোখে দেখে বা নিজের কানে শুনে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, মা? পিতার কথা স্বতন্ত্র—তিনি যে দেবতা, মা! দেবতার কি কিছু ভুল হয়, মা? আর আমি যে তোমার অধম সন্তান! আমার পক্ষে যে, এই গুরুভার বহন করাই শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

উমা। কে বলেছে—তুই আমার অধম সন্তান, বাবা? কর্ত্তা বলেছেন, রাজকাজে তোর কোন চুক্ ফাঁক্ নেই। কিন্তু ভায়ের দিকে একবার তাকাস্! কারও কথা শুনে তার ওপর যেন রাগ করিস্ নে। তুই রাগ করলে, সে দাঁড়াবে কোথায়, বাবা? [চিন্তার প্রতি] আর—মা! তুমিও শ্রীবৎসকে মাঝে মাঝে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ো। নানা কাজের ভিড়ে হয় ত মাথাটা সব সময়ে ঠিক্ থাকে না; সে সময়ে তোমাকেই চাইতে হয়, তোমাকেই দেখ্তে হয়। রাণী হয়েছ ব'লে অহঙ্কারে যেন এ সব ভুলে যেয়ো না, মা! রাজার অনেক কাজ রাণীকেই

চালিয়ে নিতে হয়, মা! তবে আসি, বাবা! ভাল—আর একটা কথা! সবই কি ছাই সব সময় মনে থাকে? এ মেয়েটার জন্ম ত একবারটী ভাব্‌ছিস্‌ নে, তোরা! তুমিই বা কেমন ধারা মা! এ কি তোমার মেয়ে নয়? আর কতদিন এমন আইবুড়ো মেয়ে ঘরে পুষ্‌বে? শীগ্‌গীরই মেয়েটার একটা কিনারা ক'রে ফেল। আমরা বেঁচে থাকৃতে থাকৃতে মাধুর একটী রাঙা বর দেখে যেতে পার্‌লেই বাঁচি। আয়, বুড়ী আয়!

[লজ্জিতা মাধুরী উমাদেবীর হাত ধরিয়া প্রস্থান করিল।

শ্রীবৎস। শ্রীকণ্ঠের হৃদয়ে কি এতটা নীচতা এসেছে যে, মায়ের কাছে পর্য্যন্ত আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ করতেও দ্বিধাবোধ কর্‌লে না! যথার্থ, চিন্তা! শ্রীকণ্ঠের এরূপ অধঃপতন দেখে দুই চক্ষু ফেটে জল আসে। আহা—ভাই—সহোদর ভাই—একই মাতৃ-স্তন্যে পরিপুষ্ট শরীর! তার অধঃপতন দেখ্‌লে প্রাণে বড় আঘাত লাগে—বড় ব্যথা লাগে!

চিন্তা। কি যে হবে, কি যে ঘট্‌বে, তাই ভাব্‌ছি। হে ঠাকুর! হে নারায়ণ! তুমিই সবদিক্‌ বজায় রেখো। এমন শান্তির সংসারে যেন আগুন জ্বেলে দিয়ো না।

শ্রীবৎস। কর, চিন্তা—ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনাই কর! এ ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।

রতনচাঁদ দূর হইতে গাহিল।

রতন।—

গান।

এবার ঘরের ভিতর আগুন জ্বলেছে।
সেই আগুন শেষে জ্বলবে দ্বিগুণ
তারই সুরু হয়েছে॥
সামাল্‌ সামাল্‌ সামাল্‌ এবার
প্রাণ নিয়ে সব পালা,

সব ছারখার ক'রে দিয়ে যাবে
ভাঙ্‌বে সাধের মেলা,
সে যে বিষম রিষ্টি শনির দৃষ্টি
এবার সৃষ্টি সমেত ধরেছে।

চিন্তা। ঐ শোন—মহারাজ, কি বলে!

রতন।— [পূর্ব্বগীতাংশ]

আমি বল্‌ছি খাঁটি, তোরা করবি মাটি
কথা মোর না শুন্‌লে,
কি কর্‌ব হায়, মোর নিরুপায়
বুঝেও নাহি বুঝ্‌লে,
তোদের দুধকলা দিয়ে পোষা সাপ
ওই বিষের ফণা তুলেছে॥

চিন্তা। এ সব ত সত্য-সত্যই পাগলের কথা নয়, মহারাজ!

রতন।— [গীতাবশেষ]

পাগল ব'লেই গোল বেধেছে
নইলে কথা শুন্‌তো,
সত্য ব'লে ধ'রে নিয়ে তখন
আপনার ভাল বুঝ্‌তো,
আমার হ'ক্ না কেন যতই পা-গোল
তোদের মাথায় গোলেই খেয়েছে॥

[প্রস্থান।

শ্রীবৎস। ও সব যতই শুন্‌বে, ততই দুশ্চিন্তাকে ডেকে এনে কষ্ট পাবে, চিন্তা! ঐ রতন পূর্ব্বেই ত একবার ব'লে গেছে যে, যা ঘটবার তা ঘট্‌বেই। তবে আর অনর্থক ভাব্‌লে কি হবে? এখন তুমি যাও, শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা কর গে। আমিও নিজ কার্য্যে যাই। জান, চিন্তা! আজ আমি কি মহাসমস্যায় পড়েছি? শ্রীকণ্ঠ-সম্বন্ধে আজই কোন ব্যবস্থা

করতে হবে। আগে ঘরের আগুন নিবাতে না পারলে কোন কাজই হবে না। কিন্তু এইমাত্র মা ব'লে গেলেন—ছোট ভায়ের শত দোষ মার্জ্জনা করিস্। হায়, চিন্তা! রাজত্ব-পালন কী দুরূহ—কী কঠোর! একদিকে স্নেহ—অন্যদিকে কঠোর-কর্ত্তব্য ; একদিকে ভাই—অন্যদিকে শাসন-দণ্ড। যাই, চিন্তা! [বিচলিত চিত্তে প্রস্থান।

চিন্তা। হায়! যদি সাধ্য থাকৃত—যদি ভগবানের কাছে বর পেতাম, তা' হ'লে, মহারাজ—আজ তোমার চিন্তার লাঘব করতে অভাগিনী চিন্তা বুঝি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হ'ত না।

বেগে হাঁপাইতে হাঁপাইতে সুকণ্ঠের প্রবেশ।

সুকণ্ঠ। জ্যেঠাই-মা! জ্যেঠাই-মা! জ্যেঠামশায় কোথায়? জ্যেঠামশায় কোথায়?

চিন্তা। এই যে, এইমাত্র চ'লে গেলেন। কি হয়েছে, বাবা?

সুকণ্ঠ। [বেগে ছুটিয়া যাইতে যাইতে] মামা—মামা—প্রজাদের ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। [বেগে প্রস্থান।

শশব্যস্তে কল্যাণের প্রবেশ।

কল্যাণ। মা! মা! সুকণ্ঠ কোন্ দিকে গেল?

চিন্তা। মহারাজের খোঁজে গেল। কেন, কল্যাণ—কি হয়েছে, বাবা?

কল্যাণ। সে অনেক কথা, মা! ফিরে এসে বলছি।

[বেগে প্রস্থান।

চিন্তা। কি কাণ্ড হচ্ছে, কি ব্যাপার ঘটেছে, কিছুই বুঝতে পারছি না! চারিদিকেই যেন একটা অশান্তির সাড়া প'ড়ে গেছে। স্থির হ'য়ে থাকতে পারছি না! কি হয়েছে সন্ধান নিতে হচ্ছে। হে জগদীশ্বর! হে দয়াময়! তুমিই মঙ্গল ক'রো—তুমিই রক্ষা ক'রো! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নগর-পথ।

গীতকণ্ঠে নগরবাসিগণের প্রবেশ।

নগরবাসিগণ।—

গান।

এবার শনি ঢুকেছে, শনি ঢুকেছে, শনি ঢুকেছে দেশে।
দেশের মায়া ছেড়ে দিয়ে সব, চল এবার পালাই অপর দেশে॥
ছিলাম রাম-রাজত্বে মোরা,
শালা ঢুকে করলে রে সারা,
ও-ই শনি ব্যাটা বুঝি রে ভাই, ঢুকেছে ঘরে শালার বেশে॥
ঘরবাড়ী সব পুড়িয়ে দিলে,
ধনদৌলৎ সব লুটে নিলে,
ওই মুখপোড়া যমপোড়া এসে নাকাল করলে শেষে॥

[প্রস্থান

বেগে সংগ্রামকেতুর প্রবেশ।

সংগ্রাম। অত্যাচার—অত্যাচার—ঘোর অত্যাচার!
হাহাকার ওঠে চারিদিকে ;
প্রতীকার কি করি এখন ?
গৃহ-শত্রু বিভীষণ—
ক্রমেই ভীষণ কাণ্ড করিছে সাধন।
রাজ্যময় ঘোর অরাজক,
মারাত্মক গৃহ-শত্রু হায়!

এখনো কি মহারাজ—
না উপাড়ি গৃহের কণ্টক,
নিষ্কণ্টকে র'বেন নীরবে ?
কি সাধ্য মোদের ?
না পাইলে রাজ-আজ্ঞা—
আজ্ঞাধীন ভৃত্য মোরা
কি করিতে পারি ?

বেগে সুকণ্ঠের প্রবেশ।

সুকণ্ঠ। কি করিতে পার ?
হায় সেনাপতি—মূর্খ তুমি !
এখনো নিশ্চেষ্ট থেকে
বলিতেছ—কি করিতে পার ?
পার যদি—সাধ্য থাকে যদি—
নিরাপদ্ করিতে স্বদেশ,
নিষ্কণ্টক করিতে রাজত্ব,
পাপ-গ্রাস হ'তে
বাঁচাইতে জনম-ভূমিরে,
তিলমাত্র ইচ্ছা থাকে যদি—
তবে রাজ-আজ্ঞা প্রতীক্ষায় ছাড়ি অবসর,
ধর, বীর—তীক্ষ্ণ তরবারি !
কাটি অরি-শির পাড় ভূমিতলে।
ওই শোন, চারিদিকে ওঠে হাহাকার !
আর না তিষ্ঠিতে পারি, এস ত্বরা করি।

[সংগ্রামকেতু সহ বেগে প্রস্থান।

বেগে ব্রহ্মানন্দের প্রবেশ।

ব্রহ্মা। সর্ব্বনাশ! মহা সর্ব্বনাশ! অত্যাচারের স্রোত ক্রমেই প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছে। কে কোন্ দিক্ হ'তে কার ধন-রত্ন লুটে নিচ্ছে, কে কোন্ পথে কাকে গুপ্তহত্যা ক'রে পালাচ্ছে, কে কখন্ কোন্ নারীর উপর পাশবশক্তি প্রকাশ কর্‌ছে, এ অন্ধকারে কিছুই স্থির করা যাচ্ছে না। ঐ—ঐ চারিদিকে ভীষণ হাহাকার! ভীষণ আর্ত্তনাদ! কী কর্‌ব? সেনাপতি কোন্‌দিকে গেলেন? ঐ যে, ভীষণ অনল দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ছে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে লক্ লক্ শিখায় চারিদিক্ ছেয়ে ফেল্‌লে! উপায়? উপায়? ছুটে যাই—ছুটে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নিভৃত-কক্ষ।

শ্রীকণ্ঠ চিন্তা করিতে করিতে আসিতেছিলেন এবং পশ্চাতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ে কিঞ্চিৎ অপ্রকটভাবে প্রবেশ করিতেছিলেন।

শ্রীকণ্ঠ। গভীর যামিনী—
গভীর ভাবনা ল'য়ে যাপিতেছি বিনিদ্র নয়নে।
ভাবনার নাহি অন্ত—নাহি সীমা—নাহি অবসান,
অনন্ত অসীম মম গভীর ভাবনা।
যে পথ ধরেছি—যে পথে চলেছি,
পরিণাম কিবা তার?

ধর যদি রাজ্যলাভ,
সে লাভের তুলনায়
কতটুকু ক্ষতিভোগ হইবে করিতে ?
কতটুকু মনুষ্যত্ব হবে বিসর্জ্জন ?
কতটুকু নিন্দা গ্লানি করিব অর্জ্জন ?
তুলা দণ্ডে করিলে তুলন
কোন্ দিক্ ভারি হবে তার ?

নিবৃত্তি।—

গান।

শান্তি সুখ চাও যদি সুপথ ধরি নিরবধি,
কু-পথ কুটিল অতি, অশান্তি তার পরিণাম।

শ্রীকণ্ঠ। কুপথের পরিণাম অশান্তি অপার,
সুপথের পরিশেষে শান্তি পারাবার !

প্রবৃত্তি।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

ওই রে সিংহাসন, কি সুন্দর কি শোভন,
সুখের ভাণ্ডার খোলা, চেয়ে দেখ গুণধাম॥

শ্রীকণ্ঠ। কিন্তু সিংহাসন—
হীরকখচিত ওই সুবর্ণ আসন !
প্রভুত্ব-গৌরব সাম্রাজ্য বিভব,
কত রাজ-শিরোমণি চরণে লুণ্ঠন,
জ্যোতির্ম্ময় মহামূল্য মুকুট ভূষণ,
বড় প্রলোভন কিন্তু বড় প্রলোভন !

নিবৃত্তি।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

রাজত্ব সম্পদ্ ভবে, কতদিন বল র'বে,
জলবিম্ব জলে ফুটে জলেতে মিশায় যেমন।

প্রবৃত্তি ।—

কতদিন বা এ জীবন—তবে কেন এ জীবন
জনমিবার পরে জীবে করে না'ক বিসর্জ্জন।

নিবৃত্তি ।—

এ জীবনের এই শেষ, নহে কভু জেনো বেশ,
পাপপুণ্য ফলভোগী জীবাত্মার নাই পরিশেষ !

প্রবৃত্তি ।—

ত্যজিয়ে এ ইহকালে কেন খোঁজ পরকালে,
কে জানে তায় অন্ধকারে পাবে কিনা পরকালে।

শ্রীকণ্ঠ । নিবৃত্তির পরকাল ঘোর অন্ধকার।
কিন্তু প্রবৃত্তির ইহকাল—
সম্মুখে খুলিয়ে দেয় ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার।
নিবৃত্তির পরকাল ঘোর প্রহেলিকা !
কিন্তু প্রবৃত্তির ইহকাল—
সম্মুখে সাজায় স্বর্ণ-অট্টালিকা।
তবে তাই হোক্ আজি—প্রবৃত্তির জয় !
যাক্ ধর্ম্ম—চাই রাজ্য,
যাক্ স্বর্গ—চাই আজি প্রভুত্ব-গৌরব।
যাক্—তাই যাক্ সহোদর,
চাই রাজ্য—চাই রাজ্য সুখের আকর।

[প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অদৃশ্য হইল]

দুর্ম্মদকেতনের প্রবেশ।

দুর্ম্মদ । এই যে তুমি—এখনও জেগে ?

শ্রীকণ্ঠ । হাঁ, তাই আজ একটা স্থির-সিদ্ধান্ত হ'য়ে গেল।

দুর্ম্মদ। কিসের?

শ্রীকণ্ঠ। একমাত্র রাজ্যই চাই।

দুর্ম্মদ। কেন, এতদিন কি মনে দ্বিধা ছিল নাকি?

শ্রীকণ্ঠ। ছিল, দুর্ম্মদকেতন! বেশ একটু ছিল—সেটা তোমাদের জান্‌তে দিই নাই; মনের নিভৃত কোণে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তোমা-দের নিকট হ'তে যখনই অন্তরালে এসেছি, তখনই অন্তরের ভিতর প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ভয়ানক দ্বন্দ্ব লেগে গেছে। কিন্তু আজ আমি নিশ্চিন্ত—প্রবৃত্তিই জয়লাভ করেছে। এখন বল আমাকে কি কর্‌তে হবে? রাজ্যের জন্য তুমি আমাকে যা বল্‌বে, আমি তাই কর্‌ব—কেন না রাজ্য আমার চাই-ই।

দুর্ম্মদ। যাই হোক্, তুমি নিশ্চিন্ত হ'লে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।

শ্রীকণ্ঠ। না; আর কোন সংশয়ের কারণ নাই! এখন কি সংবাদ বল।

দুর্ম্মদ। সংবাদ শুভ। নগরস্থ অধিকাংশ প্রজার গৃহ ভস্মসাৎ ক'রে দিয়েছি।

শ্রীকণ্ঠ। তাতে আমাদের লাভ কি হবে?

দুর্ম্মদ। রাজার উপর প্রজারা চ'টে যাবে।

শ্রীকণ্ঠ। গৃহ-দাহ কর্‌লাম আমরা—তাতে রাজার উপর প্রজারা চ'টে যাবে কেন?

দুর্ম্মদ। ঐটুকুই ত মজা! এইরূপ নিত্য নূতন উপদ্রব কর্‌তে থাক্‌লে, প্রজারা তার প্রতীকারের জন্য রাজার কাছে নিশ্চয়ই তোমার নামে ও আমার নামে অভিযোগ কর্‌তে থাক্‌বে, অথচ আমি জানি—সহসা রাজা এর কোন প্রতীকার কর্‌তে পার্‌বে না।

শ্রীকণ্ঠ। কেন ?

দুর্ম্মদ। তুমি বেশ জেনো—তোমার দাদা শ্রীবৎস ভ্রাতৃ-স্নেহে নিতান্ত অন্ধ ; সেই স্নেহান্ধতার জন্যই তোমার উপর ও তোমারই আত্মীয় ব'লে আমার উপরেও কোন দণ্ডবিধান করতে পারবে না। কাজেই প্রজারা সুবিচার না পেয়ে দিন দিন রাজার উপর বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌বে—এরই মধ্যে অনেক প্রজা রাজ্য ছেড়ে চ'লে যেতে সুরু করেছে ; এইরূপে রাজ্যটাকে কিছুদিনের মধ্যে বিশৃঙ্খল ক'রে তুল্‌তে পারলে সহজেই কার্য্য সিদ্ধির উপায় হ'য়ে যাবে। শুধু কেবল গৃহ-দাহ করিয়েই ছাড়ি নি, প্রত্যেক পুকুরে—প্রত্যেক কূপে—প্রত্যেক সরোবরে বিষাক্ত চূর্ণ নিক্ষেপেরও ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি।

শ্রীকণ্ঠ। সকলেই যদি ম'রে যায়, তবে শেষে রাজ্য করবে কাকে নিয়ে ?

দুর্ম্মদ। সকলেই কি ম'রে থাকে, কতক মরবে—কতক ধুকবে—কতক পালাবে—কতক সে বিষাক্ত পানীয় পান করবে না—মোটের উপর একটা অরাজকতা লাগিয়ে দেওয়া আর কি ?

শ্রীকণ্ঠ। এই সব দুর্ঘটনা হ'তে থাকলে, মহারাজ কি তার কোন প্রতীকারেরই চেষ্টা না ক'রে ব'সে থাকবেন ?

দুর্ম্মদ। করলেও ততদিনে আমাদের মগধরাজও সসৈন্যে এসে উপস্থিত হবেন।

শ্রীকণ্ঠ। হাঁ, তা হ'তে পারে। আচ্ছা, ব্রহ্মানন্দ, সেনাপতি এরা যে নিঃশব্দে রয়েছে ?

দুর্ম্মদ। কি করবে ? রাজার হুকুম না পেলে এরা কি করবে ? কেবল প্রজাদের অবস্থা দেখে বেড়াচ্ছে, আর আমাদের বাবাজীটী খুব লম্ফ ঝম্ফ দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

শ্রীকণ্ঠ। সুকণ্ঠ বুঝি? সে তোমাদের উপর হাড়ে হাড়ে চটা! হতভাগাটাকে আয়ত্তে রাখা গেল না—বড়ই লজ্জার কথা কিন্তু।

দুর্ম্মদ। ও সব সেরে যাবে—করুক না দিন-কতক লম্ফ ঝম্ফ!

শ্রীকণ্ঠ। আচ্ছা, এই সব অত্যাচার যে, আমাদের দ্বারাই হচ্ছে, সেটা কি সকলেই বুঝ্‌তে পেরেছে?

দুর্ম্মদ। বুঝ্‌তে পার্‌লেও ধর্‌তে পার্‌ছে না—কি-না এমন কৌশলে কাজ চালাচ্ছি যে, কোনরূপ ধরা-ছোঁয়ার যো নাই! সেই ত হয়েছে ও পক্ষের আরও অসুবিধা। অভিযোগ কর্‌লে তার সাক্ষী প্রমাণ চাই। মিথ্যে সাক্ষী দিতে এখনও এ রাজ্যে কেউ শেখে নি ত।

শ্রীকণ্ঠ। যা হোক্, দুর্ম্মদকেতন—তোমার বাহাদুরি আছে বটে!

দুর্ম্মদ। [হাসিয়া] রাজা হ'লে, ভাল ক'রে পুরস্কার ক'রো।

শ্রীকণ্ঠ। পুরস্কারের ভার তোমার ভগিনীর উপরেই দিয়ে দোব।

দুর্ম্মদ। সে বোঝা যাবে। চল, এখন রাত্রি অনেক হ'য়ে গেছে। আবার সকালে উঠে অনেক কাজ হাতে আছে।

শ্রীকণ্ঠ। চল যাই—আজ একটু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমানো যাক্ গে।

দুর্ম্মদ। হাঁ, তোমাকে যা বল্‌তে এসেছিলুম—আচ্ছা, চল আরও একটু গোপনে গিয়ে বল্‌ব এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্তঃপুর-পথ।

অগ্রে ক্রুদ্ধ দুর্জ্জয়া, পশ্চাৎ বিষণ্নমূর্ত্তি সুকণ্ঠ প্রবেশ করিল।

দুর্জ্জয়া। [প্রবেশ পথ হইতে] কাপুরুষ পুত্র! কুলাঙ্গার পুত্র! অধম সন্তান! আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ'য়ে যা।

সুকণ্ঠ। শত তিরস্কার কর—সহস্র ধিক্কার দাও—তবুও বলি, মা! এ পথ হ'তে এখনও নিরস্ত হও। এ পাপ পথে পদার্পণ করা তোমার ন্যায় সদ্বংশীয়া রমণীর পক্ষে কিছুতেই উচিত হচ্ছে না, মা! তুমি প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ শ্রীবৎসের কনিষ্ঠ সহোদর-পত্নী—তোমার সেই আভিজাত্য, তোমার সেই সম্মান—তোমার সেই মর্য্যাদা—তোমার সেই রমণীসুলভ সারল্য, স্নেহ, দয়া, ব্রীড়া এ সমস্তের মস্তকে পদাঘাত ক'রে, দূরে সরিয়ে ফেলে একটা ভয়ঙ্করী তেজ—গর্ব্ব—নির্ভীকতা—দুঃসাহসকে সাদরে টেনে এনে হৃদয়ে পোষণ ক'রো না। তোমার পথ ত এ নয়, মা! তোমার যে পথ—সে পথ যে শ্রদ্ধা ভক্তির কুসুম-স্তবক দিয়ে চির সজ্জিত রয়েছে, মা! তোমার যে পথ—সে পথ যে শত মন্দাকিনীর পবিত্রতা দিয়ে ঘেরা রয়েছে, মা! তোমার সে পথ যে, শত পতিব্রতার পদ-চিহ্নে চিহ্নিত হ'য়ে রয়েছে! তোমার সে পথ যে, মা—মাতৃত্বের অমর গরিমা দিয়ে মাখান রয়েছে! সে কুসুমাস্তৃত পথ ত এ নয়, মা! এ কণ্টকাকীর্ণ পথে যে, দানবীর দীপ্র গর্ব্বে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে! এ পথ যে রাক্ষসীর নিষ্ঠুরতা ও হিংসা দিয়ে কলুষিত ক'রে রেখেছে! তবে তুমি সেই ভীষণ নরকের পথে যাবে কেন, মা?

দুর্জ্জয়া। বটে! বটে! এতদূর গিয়ে দাঁড়িয়েছ—এতদূর ধর্ম্মজ্ঞান হ'য়ে উঠেছে? মূর্খ পুত্র! কাকে তুই ধর্ম্মোপদেশ দিতে এসেছিস্? কাপুরুষ পুত্র! ক্ষত্রিয় রমণীর ধর্ম্ম কি, তা তুই জানিস্? প্রয়োজন হ'লে ক্ষত্রিয় রমণী কেমন ক'রে অস্ত্র ধ'রে যুদ্ধ করে তা তুই শুনেছিস্? প্রয়োজন হ'লে ক্ষত্রিয় নারী তার দীপ্ত তেজে জ্ব'লে উঠে একটা কক্ষভ্রষ্ট, ক্ষিপ্ত গ্রহের মত—একটা প্রদীপ্ত উল্কাপিণ্ডের মত সংসারের একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে জ্বলন্ত মূর্ত্তিতে ছুটে চ'লে যেতে পারে, তা তুই শুনেছিস্? সেখানে লজ্জা ভয়, স্নেহ মমতা এই সব হীন বৃত্তি লজ্জায় মাটির নীচে সেঁধিয়ে যায়। সেখানে নারীর বীরত্বে—নারীর তেজস্বিতায়—নারীর স্বাধীনতায় বীরাঙ্গনাকুল উজ্জ্বল গরিমায় স্ফীত হ'য়ে ওঠে—সেখানে সমস্ত বীরাঙ্গনা-সমাজ প্রোজ্জ্বল মহিমায় মহিমান্বিত হ'য়ে ওঠে, তা জানিস্?

সুকণ্ঠ। কিন্তু জননি! সে প্রয়োজন ত তোমার হয় নি—সে দুঃসময় ত তোমার এখনও আসে নি!

দুর্জ্জয়া। আসে নি? এ যদি না দুঃসময়, তবে আর দুঃসময় বল্‌ব কাকে? যেখানে দুই পুত্র একই পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে, একই মাতৃ-গর্ভে স্থান পেয়েছে, সেখানে এক পুত্র রাজমুকুট প'রে রাজ-সিংহাসনে ব'সে রাজদণ্ড চালনা কর্‌বে, আর এক পুত্র তার নিজত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, নীচত্ব ল'য়ে নিতান্ত অনুগ্রহ-ভাজন হ'য়ে সেই জ্যেষ্ঠের কৃপা ও তার শাসনদণ্ডের দিকে সভয় দৃষ্টিতে চেয়ে থাক্‌বে, কেমন?

সুকণ্ঠ। জ্যেষ্ঠই যে, পিতৃ-সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী, মা! কনিষ্ঠের তাতে লোভ করাই যে, নিতান্ত অন্যায়!

দুর্জ্জয়া। তোর মত দুর্ব্বল হীনবীর্য্যের মুখেই ও কথা সাজে! সিংহাসন কার অধিকার অনধিকার, এ কথা মানুষ তৈরী করেছে না ঈশ্বর ক'রে

দিয়েছেন? এ অধিকার নির্ব্বাচন যে, রাজ্যলোভী চতুর জ্যেষ্ঠেরাই একদিন ক'রে দেয় নি, তারই বা প্রমাণ কি? তাই সেই অন্ধ নিয়ম—তাই সেই নীচ দাসত্বকে কনিষ্ঠেরা এতদিন ধর্ম্ম ব'লে মেনে নিয়ে চ'লে আস্‌ছে। কিন্তু যদি কেউ সেই স্বার্থপর জ্যেষ্ঠের অন্যায় নিয়ম মান্‌তে না চায়, তা' হ'লে কি তাকে অধার্ম্মিক বল্‌বে? যদি কেউ কখনও নিজের শক্তি পরিচালনা ক'রে, কৌশলে কিংবা বাহুবলে সেই জ্যেষ্ঠকে তার অন্যায় নিরবচ্ছিন্ন অধিকার হ'তে বিচ্যুত কর্‌তে চেষ্টা করে, তা' হ'লে কি তাকে অধার্ম্মিক বল্‌বে? না প্রকৃত শক্তিশালী বীর বল্‌বে?

সুকণ্ঠ। যে কারণেই হোক্, সেই রাজত্ব-পদ পূর্ব্ব হ'তেই যিনি অধিকার ক'রে ব'সে আছেন, তাঁকে সেই অধিকার হ'তে বিচ্যুত কর্‌বার চেষ্টা কি হিংসা নয়? আর সেই হিংসাই কি মহাপাপ ব'লে গণ্য হবে না?

দুর্জ্জয়া। না, তা হবে না। বাহুবলে অপর রাজ্য আক্রমণ, বাহুবলে দিগ্বিজয় ক'রে রাজধর্ম্ম পালন, এ সব ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অন্যায়—না অধর্ম্ম? কোন্ সসাগরা ধরার অধীশ্বর পর-রাজ্য জয় না ক'রে পৃথিবীশ্বর সম্রাট্ হ'তে পেরেছেন? কে—কবে স্ব-ইচ্ছায় নিজে হাতে ক'রে এনে নিজ রাজ্যকে অপর রাজার পদে উপঢৌকন দিয়ে গিয়েছে? এর প্রমাণের জন্য আর অধিক দূরে যেতে হবে না; এই যে সাম্রাজ্য—যে সাম্রাজ্য নিয়ে এত কথা বল্‌তে হচ্ছে—জিজ্ঞাসা করি, এ সাম্রাজ্য-পদ তোর আদিপুরুষ কি ভাবে লাভ করেছিলেন? ভিক্ষা ক'রে না বাহুবলে? না অন্যান্য রাজারা এসে দান ক'রে গিয়েছিল?

সুকণ্ঠ। কিন্তু এ ত তা নয়, মা! এ ত পর-রাজ্য নয়, মা! এ যে নিজ জ্যেষ্ঠের রাজ্য—এ যে ভাইয়ে ভাইয়ে সঙ্ঘর্ষ—এ যে গৃহ-বিদ্বেষ—এ যে প্রবল হিংসা-স্রোত!

দুর্জ্জয়া। পিতা-পুত্র পর্য্যন্ত যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অন্যায় হয় না, সে কথা শুনেছিস্?

সুকণ্ঠ। এ যুদ্ধই বা কোথায়? এ যে ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র—এ যে বিষম কূটকৌশল—এ যে ভয়ানক প্রতারণা—এ যে নিষ্ঠুর দস্যুতা; এর মত দুর্ব্বলতা আর কি আছে? এ হ'তে ক্ষত্রিয়ের কলঙ্কের কথা আর কি আছে?

দুর্জ্জয়া। কৌশলে যদি রাজ্য উদ্ধার হয়, তবে কে সেই নর-হত্যা ক'রে রক্তস্রোত বৃদ্ধি করতে যায়? যখন দেখ্‌ব, কৌশলে কার্য্যোদ্ধার হ'ল না, তখন অস্ত্র ধারণ করা যাবে।

সুকণ্ঠ। তবুও রাজ্য চাই?

দুর্জ্জয়া। হাঁ—তবুও রাজ্য চাই।

সুকণ্ঠ। কী দুর্জ্জয় প্রলোভন! কী দুর্দ্দমনীয় দুরাশা! রাজ্য কি এতই মূল্যবান্—যার কাছে সহোদর-জ্যেষ্ঠকে পর্য্যন্ত শত্রু ব'লে ভাব্‌তে পারে? যার কাছে ন্যায়, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য, বিবেক সবই পদতলে দলিত ক'রে ফেল্‌তে পারে? কিন্তু মা! কিন্তু জননি! পিতাকে আমি এ সম্বন্ধে আর কিছুই বল্‌তে চাই নে; কেন না, অনেক ব'লে—অনেক অনুনয় ক'রে তাঁকে ফেরাতে পারি নি, তখন আর পিতাকে কিছুই বল্‌ব না।

দুর্জ্জয়া। আমাকেও তোর আর কিছু বল্‌তে হবে না। তোর মাতৃভক্তি আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। তোর মত হেয় অপদার্থ পুত্রকে পুত্র ব'লে ভাব্‌তেও, দুর্জ্জয়া লজ্জাবোধ করে।

সুকণ্ঠ। কর, তাতে আপত্তি কর্‌ব না। সে ব্যথা—সে দুঃখ সুকণ্ঠ অম্লানবদনে সহ্য কর্‌তে পার্‌বে। কিন্তু মা আমার! কিন্তু জননী আমার! কিন্তু গর্ভধারিণী দেবী আমার! আমাকে ন্যায্য অধিকার হ'তে বঞ্চিত ক'রে ফেলো না। আমি যাতে তোমাকে আমার মা ব'লে

াবতে পারি—আমি তোমাকে যা'তে দেবী ব'লে পূজা করতে পারি—আমি যা'তে তোমাকে আদর্শ জননী ব'লে পরিচয় দিতে পারি, সে পথ আমার রুদ্ধ ক'রে দিয়ো না ; তা' হ'লে নরকে যাব—তা' হ'লে কুম্ভী-াকে ডুব্‌ব। অধম পুত্রের এই প্রার্থনাটী কেবল রক্ষা ক'রো, মা !

দুর্জ্জয়া। কি তোর ইচ্ছা, বল্‌।

সুকণ্ঠ। ইচ্ছা আর কিছুই নয়, মা ! আমি চাই আমার মাকে—ঠিক্ মায়ের মত দেখ্‌তে ; আমি চাই আমার মাকে—ঠিক স্নেহময়ী জননীরূপে ভাব্‌তে। যতদূর আমাকে মাতৃভক্তির অধিকার হ'তে বিচ্যুত ক'রে ফেলেছ, যতদূর আমাকে মাতৃ-স্নেহ-সিন্ধুর পীযূষ ধারা পানে বঞ্চিত ক'রে রেখেছ, তা হ'তে আর বঞ্চিত ক'রো না ! তোমাকে হারালে—তোমাকে ভুল্‌লে আর আমার কোন ধর্ম্মই থাক্‌বে না। তাই বলি, জননি ! অধম সন্তানের কাতর প্রার্থনা রাখ—এ পাপ ষড়্‌যন্ত্র হ'তে দূরে স'রে দাঁড়াও। তুমি স'রে দাঁড়ালে, পিতাও ক্ষান্ত হবেন—মাতুলও ান্ত হবেন।

রতনচাঁদ দূর হইতে গাহিল।

রতন।—

গান।

ও তোর মা নয় রে,
　　　　ভীষণ গোখ্‌রো সাপ।
ওযে কালনাগিনী ঘোর ডাকিনী,
　　　　দেখ্‌লে প্রাণে লাগে কাঁপ॥
কার কাছে চাস্ স্নেহ-সুধা
　　　　ও পাবে কোথা বল্‌,
সুধা থাকে কি সাপের কাছে,
　　　　থাকে বিষম হলাহল,

ওই ভীষণ ফণা তুল্‌বে যখন,
দেখ্‌বি তখন কি প্রতাপ ॥
এই সোনার সংসার কর্‌তে ছারখার,
এসেছে সাপিনী ওই,
চারদিক্ হ'তে দিনে রেতে
উঠ্‌ছে রে তাই হৈ-চৈ,
ওত মানবী নয় বল্‌ছি নিশ্চয়,
ওযে দারুণ একটা অভিশাপ ॥

[প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। শুন্‌লে, মা—শুন্‌লে! তোমার উপর সকলের ধারণা কি, তা শুন্‌লে? তোমাকে সকলে কি ভীষণা সাপিনীরূপে কল্পনা কর্‌ছে, তা শুন্‌লে? আর শুনিয়ো না, জননি! পায়ে ধরি, মা! আর তোমার নিন্দাগ্লানি অধম সন্তানকে শুনিয়ো না, তা' হ'লে আমি সইতে পার্‌ব না—বুকে ছুরি বসাব—আত্মহত্যা কর্‌ব—পুত্রশোকে তোমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্‌ব।

দুর্জ্জয়া। তা না হ'লে কাপুরুষের আর কর্‌বার আছে কি? মাতৃ-ভক্তি তারে বলে না—রে মূর্খ, যে তার নিজের মাকে নিজের প্রকৃতি অনুসারে গ'ড়ে নিতে চেষ্টা করে, মাতৃ-পূজা তারে বলে না—রে অধম, যে একটা উন্মত্তের মুখের প্রলাপ শুনে তার মায়ের উপর থেকে তার সব শ্রদ্ধা, সব পূজার অর্ঘ-পাত্রকে সরিয়ে নিতে পারে। তাকেই বলে মাতৃভক্তি—যে পুত্র তার নিজ মায়ের দোষগুণ বিচার না ক'রে কেবল ভক্তির প্রাবল্যে, শ্রদ্ধার আতিশয্যে, আনন্দে, গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, তাকেই বলে যথার্থ সন্তান। তাকেই বলে যথার্থ সার্থক সন্তান—যে সন্তান তার মাতৃত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে, মাতৃনিন্দাকারীর উচ্চ কণ্ঠ তখনই নিঃশব্দে স্কন্ধচ্যুত করতে পারে। আর তুই কী পুত্র—কী সন্তান?

তুই নিয়ত কেবল মাতৃ-দোষ পিতৃ-দোষ অনুসন্ধান ক'রে নিজের দুর্ব্বল মনকে কলুষিত ক'রে রাখ্‌ছিস্! তুই কেবল সেই মাতাপিতার বিরুদ্ধে হৃদয়ের সব ভাবগুলিকে উত্তেজিত ক'রে অশান্তির আগুনে জ্ব'লে পুড়ে মরছিস্। হীন পুত্র! অধম সন্তান! তোর লজ্জা কর্‌ছে না? তোর কাপুরুষতা—তোর ভীরুতা দেখে—তোর নীচতা দেখে—তোর দুর্ব্বলতা দেখে আমি আমাকেও যেন লজ্জায়, ঘৃণায় অঞ্চলে মুখ ঢেকে রাখ্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে! ধিক্ তোকে—ধিক্ তোর জন্মগ্রহণে! এখনও বল্‌ছি, যদি পুত্র হ'স্—যদি দুর্জ্জয়া রাণীর গর্ভজ-সন্তান ব'লে পরিচয় দিতে চাস্, তা' হ'লে অম্লানবদনে, অবনতমস্তকে, আমার কার্য্যে যোগদান কর্; নতুবা যে মৃত্যুবাসনা কর্‌ছিস্—যে আত্মহত্যার কল্পনা কর্‌ছিস্, তুই তাই কর্; তাই তোর শ্রেয়ঃ—তাই তোর মঙ্গল!

সুকণ্ঠ। [বিবর্ণ মুখে] য়্যাঁ! এ কী মা? এ কী রাক্ষসী মা? এ কী ভীষণা ডাকিনী মা? মা হ'য়ে পুত্রের মৃত্যুকামনা করে? এত পাষাণে গড়া এই মায়ের প্রাণ—এত নিষ্ঠুরতার কঠিন বজ্র দিয়ে গঠিত এই মাতৃ-হৃদয়—এত কঠোর দানবী ভাষা এই মাযের মুখে? এত তীব্র বিষের ঝলক এই কাল ভুজঙ্গিনী মাযের রসনায? এত তীব্রতা এই মায়ের হিংস্র দৃষ্টিতে? বিস্মিত হযেছি! স্তম্ভিত হয়েছি! ক্ষোভে দুঃখে ম্রিয়মান হ'য়ে গেছি! উঃ—সংসার! তুই এ কী মাতৃ-মূর্ত্তি এনে আমার চক্ষুর উপর ধ'রেছিস্? ভগবন্! এ তোমার কোন্ দানবী-সৃষ্টি? কোন্ রাক্ষসী-কল্পনা? কোন্ পিশাচী—না থাক্—আর কাজ নাই, যথেষ্ট হয়েছে! সংসার—তোর কাছে চির বিদায! জন্মভূমি—তোর কাছে আজ অন্তিম বিদায়! [সরোদনে] আর, মা—দেহে স্পন্দন থাক্‌তে আর একবার বলি, মা! চল্‌লেম তোমার অবাধ্য হ'যে—তোমার চক্ষুঃশূল হ'য়ে; আর তোমার নিন্দাগ্লানি শুনে আর সংসারে থাক্‌তে

চাই না। তাই চল্‌লেম—যেখানে মা নাই—মায়ের নাম নাই—মায়ে
অস্তিত্ব নাই—সেই মাতৃহীন দেশে চ'লে যাব; মায়ের স্নেহধারা যেখা
এমন বাড়বানল হ'য়ে জ'লে ওঠে না—দাবাগ্নি হ'য়ে লক্ লক্ শি
বিস্তার ক'রে গ্রাস করতে আসে না—কালসর্পী হ'য়ে গর্জ্জিত ফণা তু
দংশন করতে আসে না, সেই দেশে চ'লে যাব। উঃ—উঃ—কী
জ্বালা—কী যে বৃশ্চিক-দংশন—কী যে মর্ম্মদাহ, কাকে বলব? ে
বুঝ্‌বে? এই পিতৃ-পরিত্যক্ত, মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হতভাগ্য সুকণ্ঠের ব্য
আজ কে বুঝ্‌বে? কেউ না—কেউ না! উঃ! যাই—যাই—
জ্বালাময় অগ্নিকুণ্ড হ'তে ছুটে পালাই—

[ছুটিয়া পলাইতেছিলেন; কল্যাণ আসিয়া সম্মুখ হইতে জড়াইয়া ধরিল।]

কল্যাণ। সুকণ্ঠ! সুকণ্ঠ! ভাই আমার! কোথায় যাচ্ছ? f
হয়েছে?

সুকণ্ঠ। [উচ্ছ্বাসের সহিত সরোদনে] দাদা! দাদা! ছে
দাও—ছেড়ে দাও—

কল্যাণ। শান্ত হও—শান্ত হও, ভাই! চল, আমার সঙ্গে চল-
তোমাকে ছেড়ে দেবো না!

[সুকণ্ঠ কল্যাণের স্কন্ধে মস্তক রাখিলেন; কল্যাণ সুকণ্ঠকে ধরি
লইয়া প্রস্থান করিল

দুর্জ্জয়া। [কিছুক্ষণ অপলক-নেত্রে স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া সজো
একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া] না যাক্—যা খুসী তাই করুক গে। দুর্জ্জ
সব ছাড়্‌তে পারে—সব বিসর্জ্জন দিতে পারে, কিন্তু দুর্জ্জয়া রাজ
আশা—রাণীত্বের লোভ ছাড়্‌তে পার্‌বে না। দুর্জ্জয়া রাজ্য চায়—
রাজ্য চায়।   [প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যান।

মাধুরী একাকী গাহিতেছিল।

মাধুরী।—

গান।

আমায় ভাসিয়ে নে যায় কোন্ দিকে।
বড় হয়েছি আকুল, নাহি দেখি কূল,
আমার অকূল পাথার চারিদিকে।
আমি প্রবাহের পথে চলেছি ভাসিয়া,
কতদূরে যাব—কে ক'বে আসিয়া,
আমার হাত ধ'রে তীরে কে নেবে তুলিয়া,
কেহ ত চাহে না বারেক এদিকে।
আমার শূন্যময় প্রাণে শূন্যময় আশা,
আমার অপূর্ণ হৃদয়ে অপূর্ণ পিয়াসা,
তবে এ ভাঙা কপালে দুরাশার দশা।
কেন বল বিধি দিয়েছ লিখে॥

তবুও আশা, মুমূর্ষু জীবনের ক্ষণিক স্পন্দনের ন্যায়—ভিক্ষুকের প্রাণে রাজ্যসুখের ন্যায় তবুও আশা! এ আশা ত যায় না—দুরাশা ত ফুরায় না! এ স্বপ্ন ত ভাঙে না! এ যেন কেমন একটা মদিরা—এ যেন কেমন একটা অমিয় নেশা—এ যেন কেমন একটা মধুময়ী যামিনীর অলস জ্যোৎস্না-বিধৌত তরঙ্গিণীর অস্ফুট কুলু কুলু ধ্বনি! এ যেন কেমন একটা বিষাদমাখা বেহাগ রাগিণীর আবেশময়—স্বপ্নময় ঘুমন্ত সঙ্গীত। এ যেন হৃদয়কে ফুটিয়ে তোলে—জীবনকে নূতন ক'রে গড়ে—প্রাণকে সুরার

নেশায় বিভোর ক'রে ফেলে! এ যেন দুঃখের সঙ্গে সুখ মেখে দেয়—বিষাদের সঙ্গে হর্ষ মিশিয়ে দেয়—অশ্রুর সঙ্গে মন্দাকিনী এনে সৃষ্টি করে! বুঝি না—এর পূরণে সুখ, না অভাবে সুখ! জানি না—এ উপাসনার মুক্তিতে সুখ, না বন্ধনে সুখ! জানি না—এ কামনার ভোগে সুখ, না ত্যাগে সুখ? এ যেন কী এক অমিয়া! কী এক মাধুরী! কী এক তন্দ্রা! কী এক সুষুপ্তি!

গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ।—

গান।

কেন লো শুকায়ে গিয়েছে বিধুমুখে সুধা হাসিটী।
ক'র না ছলনা, কেনলো বল না
বিষাদ ভরা মুখ-শশীটী।
কেন ফুলকলি শুকাল মুকুলে,
কেন আঁখিজল ঝরিছে দুকূলে,
বল, কারে প্রাণ মন দিলে বিনামূলে,
শুনিয়া কাহার বাঁশীটী॥
কাহার ভাবনা ভাব লো সজনি,
বল এনে দিব সেই গুণমণি,
কার তরে আছ হ'য়ে বিষাদিনী
কেন উড়ু উড়ু প্রাণ-পাখীটী॥

মাধুরী। এখন যা তোরা, ভাল লাগ্‌ছে না!

[সখীগণের মুখে কাপড় দিয়া চাপাহাসি হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

অদূরে সংগ্রামকেতুর প্রবেশ।

সংগ্রাম। মাধুরি!

মাধুরী। [চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া] আমায় ডাক্‌লেন? দাদাকে খুঁজ্‌ছেন বুঝি?

সংগ্রাম। [সহাস্যে] কি ক'রে বুঝ্‌লে, মাধুরি?

মাধুরী। [নতমুখে] আপনি ত বিনা প্রয়োজনে আসেন না; যখনই আসেন, দাদাকে খোঁজেন। তাই বল্‌ছিলাম।

[পায়ে মাটি খুঁড়িতে লাগিল।

সংগ্রাম। ঠিক ধরেছ ত, মাধুরি! আমি তোমার দাদাকেই খুজ্‌ছি।

মাধুরী। তবে বসুন আপনি, আমি ডেকে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

সংগ্রাম। [কিঞ্চিৎ চিন্তার পর স্বগত] এ জীবনে আমার কাছে মাধুরী একটা মস্ত প্রহেলিকা—চিরদিন দুর্জ্জেয় থেকেই গেল, কোনদিন কোনরূপে মাধুরীকে বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। যখনই কাছে এসেছি, তখনই একটা সূত্র ধ'রে স্বর্গের সুষমার মত—অন্ধকারে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত আমার তৃষিত নয়ন দুটী ঝল্‌সে দিয়ে চ'লে যায়। মনে হয়—ও ছবি যেন জগতের চোখে দেখ্‌বার জিনিষ নয; ও ছবি যেন স্বর্গের একটা গরিমা নিয়ে—ত্রিদিবের একটা সৌন্দর্য্য নিয়ে—নন্দনের একটা আনন্দ-রূপে পূতমন্দাকিনীর শীকর-সিক্ত শীতল একটা পবিত্রতা মেখে সংসারের চক্ষুকে মুগ্ধ কর্‌তে নেমে এসেছে! পূর্ব্বাকাশে উষার কনকঘটার ন্যায় ও সৌন্দর্য্য যেন উপভোগের জন্য নয়—শুধু কেবল দূর থেকে অনিমেষ-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌বার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। নদীবক্ষে সূর্য্যকরোজ্জ্বলা লহরীলীলার ন্যায় ঐ সৌন্দর্য্য কেবল দেখে তৃপ্ত হও—ধ'রে রাখ্‌বার নয়। ও যেন স্বর্গের একটা অনাঘ্রাত পারিজাত কলিকাকে কে যেন তুলে এনে এই সংসার-উদ্যানে ফুটিয়ে রেখেছে! সে সৌকুমার্য্যে যেন সংসারের

তাপ লাগে নি—সে লাবণ্যে যেন সংসারের কোন কঠোরতাই স্থানলাভ করতে পারে নাই। কী অনাবিল, স্বচ্ছ, সুন্দর, সরল স্নিগ্ধ মুখখানি! কী প্রীতি-তৃপ্তির পূত নির্ঝর যেন ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে পতিত হ'য়ে সংসারের মরু হৃদযগুলিকে সরস শীতল ক'রে দিচ্ছে! কে জানে এমন পারিজাত-হার কোন্ ভাগ্যবানের কণ্ঠের শোভা হ'য়ে তার জীবন সার্থক ক'রে তুল্‌বে! [একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিযা] যাক্, এ সব কবিত্বের আলোচনা সৈনিক-পুরুষের কঠোর চিন্তার বিষয় নয। ঐ যে, যুবরাজ আস্‌ছেন।

কল্যাণের প্রবেশ।

কল্যাণ। ডেকেছ, সেনাপতি?

সংগ্রাম। হাঁ, কুমার! শুন্‌লুম—মগধরাজ পুরঞ্জয সসৈন্যে গুপ্ত-পথে এইদিকে আস্‌ছেন। এ সংবাদ মহারাজকে রাজগুরু জানিযেছেন, কিন্তু এখনও মহারাজ কোন অভিমত প্রকাশ করেন নি। ছোটরাজা যদি মগধেশ্বরের সাহায্য নিয়ে এই রাজ্য আক্রমণ করেন, তা' হ'লে ত আমাদের এখন হতেই প্রস্তুত হওযা দরকার; আর ত অপেক্ষা বা উপেক্ষা করা চলে না। যাতে মহারাজ এ বিষয়ের শীঘ্র প্রতীকার করেন, আপনি সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করুন, এই কথা বল্‌তেই এসেছি।

কল্যাণ। পিতা কি ভাব্‌ছেন না? খুবই ভাব্‌ছেন; কিন্তু পিতৃব্যদেব এই ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় সহজে কোন কিছু ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছেন না। পিতা যে কী গভীর সমস্যার মধ্যে পড়েছেন, সে আমরা হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌ছি না।

সংগ্রাম। এদিকে রাজ্যমধ্যে উপদ্রব অত্যাচারের স্রোত ক্রমশই বেড়ে উঠ্‌ছে। বোধ হয়, অনেক প্রজাই তাদের উপর অত্যাচারের কোন প্রতীকার না পেয়ে—অথবা অন্য কারণেই হোক্, ছোট রাজার পক্ষে

যোগদান কর্‌বে ব'লে মনে হচ্ছে। মোটের উপর, কুমার! আমাদের রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা খুব শোচনীয় হ'য়ে উঠেছে!

কল্যাণ। পিতা আগামী কল্য রাজসভাতেই পিতৃব্য সম্বন্ধে শেষ মন্তব্য প্রকাশ কর্‌বেন, এই কথা গুরুদেবের মুখে কিছু পূর্ব্বেই শুন্‌তে পেলুম।

সংগ্রাম। যাক্‌, তা' হ'লে কালই ও সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা হ'য়ে যাবে বড়ই সুখের কথা!

কল্যাণ। কিন্তু পিতার মুখের দিকে তাকালে বোধ হয়, যেন তিনি বড়ই বিষণ্ণ ও চিন্তিত। বোধ হয়, যেন পিতৃব্য-সম্বন্ধে কোন একটা স্থির মীমাংসা করেছেন, আর সেই মীমাংসা সম্ভবতঃ পিতৃব্য পক্ষে বেশ একটা কঠোর হ'য়েই দাঁড়াবে; তাই বোধ হয়, ভ্রাতৃবৎসল পিতার মনের মধ্যে একটা ভয়ানক তোল্‌পাড় আরম্ভ হয়েছে! জননীর মুখে শুন্‌লুম, গতকল্য সমস্ত রাত্রি পিতৃদেব বিনিদ্রচক্ষে কি এক গভীর চিন্তায় বিভোর হ'য়ে ছিলেন। যেন তিনি কত বিপন্ন—কত বিষণ্ণ! কে জানে, সেনাপতি! ভবিষ্যতের গর্ভে কোন্ দুর্ঘটনা অপেক্ষা কর্‌ছে। কে জানে, সেনাপতি! ভবিষ্যতের অদৃশ্য যবনিকার অন্তরালে কোন্ অমঙ্গল নিঃশব্দে লুকিয়ে আছে।

সংগ্রাম। সে দৃষ্টি যখন মানুষের নাই, তখন সে অন্ধকারের অনিশ্চিত অমঙ্গল চিন্তা ক'রে কি হবে, যুবরাজ?

কল্যাণ। এ একদিকের চিন্তা। অন্যদিকে আবার সুকণ্ঠকে নিয়ে আরও দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছি! সুকণ্ঠের মনের বেগ কিছুতেই ফেরাতে পার্‌ছি নে। হয় সে রাজ্য ছেড়ে চ'লে যেতে চায়, না হয় সে তার পিতামাতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্‌তে চায়; মহা সমস্যা!

সংগ্রাম। হাঁ, মহাসমস্যা বৈ কি! তবে আসি আমি!

কল্যাণ। এক সঙ্গেই যাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পল্লী-সভা।

বাবাঠাকুর হুঁকা টানিতেছিলেন এবং অন্য প্রজাগণ তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

১ম প্রজা। বলি, হাঁ বাবাঠাকুর! তুমি ত একজন এ গাঁয়ের মাথা; তোমার ত পেটপোরা বুদ্ধি, তা আমাদের এই সমিশ্যেটা ভেঙে দাও দেখি। আমাদের চাষার মাথায় ত কিছুই সেঁধুচ্ছে না। এদিকে ত মহা মুস্কিল কাণ্ড বেধে উঠেছে!

বাবাঠাকুর। [হাসিতে হাসিতে] কি মুস্কিল আবার বেধে গেল? সদ্দারের পো, কথাটা বুঝেছ কি না খুলে ব'লে ফেল দেখি?

১ম প্রজা। আমাদের রাজ্যিতে নাকি শনি ঢুকেছে। যার দিকে নাকি একবার সেই দেবতা মশাই নিরক্ষণ কত্তেছে, অমনি তার নাকি মুণ্ডুটো ধড় থেকে ছিটুকে প'ড়ে যাচ্ছে। ওঃ, বাপ্ রে! এই দেখ, বাবা-ঠাকুর! বল্‌লে পেত্তয় যাবেন না—নাম কর্‌বার মাত্তরই গায়ের রোঁযাগুলো কদম ফুলের মতন খাড়া হ'য়ে উঠেছে। ভারি বেজায় দেবতা, বাবাঠাকুর!

২য় প্রজা। আমি শুনমু, বাবাঠাকুর! পদ্দীপিসী বল্‌লে যে, যেমন সেই দেবতা নাকি তার ঠুলিটে খুলে কারু পানে চাইছে, অমনি নাকি, বাবাঠাকুর! তার ঘাড়ে আর মুণ্ডুটী নাই—খালি একরাশ ছাই নাকি বাতাসের সঙ্গে উড়ে বেড়াচ্ছে!

৩য় প্রজা। আর, বাবাঠাকুর! আরও তাজ্জব কথা শুনমু। যার কাছে শুনমু তাও, বাবাঠাকুর—তোমাকে পেত্তক্ষে ব'লে দিচ্ছি—এই

আমার শ্বশুর বাড়ীর গাঁয়ের ধারে যে একটা বিল আছে, তার ও-পাশে যে একটা ছোট-খাটো ময়দান আছে, তারই পাঁচকোশ দূরেতে আমার বড় সম্বন্ধীর মাস্‌তুতো পিসীর স্বোয়ামীর ছেলে রাজবাড়ীতে মশালচীর কাজ করে; খুব বড় চাকর, বাবাঠাকুর! সে আমার পরিবারের কাছে নাকি বলেছে যে, তার আপনার চক্ষু দিয়ে পেত্তক্ষ করার কথা।

বাবাঠাকুর। আরে বুঝেছ কিনা—কি বলেছে ব'লেই ফেল না।

৩য় প্রজা। বলেছে—এক বামুনঠাকুর নাকি যজ্‌মান-বাড়ী থেকে চালকলার নৈবিদ্যি নিয়ে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যেতে যেমন সেই দেবতাটী এসে তার পানে চেয়েছে, অমনি, বাবাঠাকুর! আর কিছুই নাই—একেবারে বেমালুম! খালি একটা চুলবাঁধা চৈতন সেই রাস্তার উপরে হাওয়া লেগে দুল্‌তে দুল্‌তে উড়ে বেড়াচ্ছে! সে বামুন—সে নৈবিদ্যি টৈবিদ্যি কিছুই নেই; খালি চৈতন—খালি চৈতন!

১ম প্রজা। আরে ও কথাই নয় রে—ও কথাই নয়! আমি যা বল্‌ছি, সেইটাই আসল খাঁটি কথা!

২য় প্রজা। আরে, আমার পদ্দীপিসী কি মিথ্যে কইলে রে? তোমাদের ও সব কথাই ভুয়ো!

৩য় প্রজা। আরে, পাগলটা বলে কি রে? আমার সম্বন্ধীর মাস্‌তুতো পিসীর স্বোয়ামীর ব্যাটার কথা কি মিথ্যে হ'তে পারে রে?

১ম প্রজা। কী এত বড় কথা! আমার কথা কিছু নয়? শোন, বাবাঠাকুর!

২য় প্রজা। মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্, বুড়ো! আমার পদ্দীপিসীর কথা—

৩য় প্রজা। এক থাপ্পড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবো না ত—আমার বড় সম্বন্ধীর মাস্‌তুতো পিসীর—

১ম প্রজা। আমার কথা—

২য় প্রজা। আমার পদ্মীপিসীর—

৩য় প্রজা। আমার বড় সম্বন্ধীর—

[বারংবার সকলের এইরূপে চীৎকার করণ]

বাবাঠাকুর। আরে—আরে—বুঝেছ কিনা, চেঁচাও কেন ?

১ম প্রজা। না, বাবাঠাকুর ! শোন দেখি ?

২য় প্রজা। না, বাবাঠাকুর ! দেখ দেখি ?

৩য় প্রজা। না, বাবাঠাকুর ! বল দেখি ?

বাবাঠাকুর। বুঝেছ কি না—

১ম প্রজা। না, বাবাঠাকুর !

২য় প্রজা। হাঁ, বাবাঠাকুর !

৩য় প্রজা। সত্যি, বাবাঠাকুর !

বাবাঠাকুর। আরে বুঝেছ কি না—

১ম প্রজা। না, বাবাঠাকুর !

বাবাঠাকুর। আরে বুঝেছ কি না—

৩য় প্রজা। শোন, বাবাঠাকুর !

বাবাঠাকুর। আরে ম'লো ! বুঝেছ কি না—

[সকলে একসঙ্গে বাবাঠাকুরের কাচা কোঁচা ধরিয়া আকর্ষণ এবং "শোন, বাবাঠাকুর !" বলিয়া চীৎকার করণ ; এবং বাবাঠাকুর—"আরে বুঝেছ কি না।" বলিতে বলিতে প্রজাগণ সহ প্রস্থান করিল।]

সপ্তম দৃশ্য।

নগর-পথ।

গীতকণ্ঠে নাগরিকাগণের প্রবেশ।

নাগরিকাগণ।—

গান।

আমরা গড় করি গো শনি ঠাকুর
তোমার দুটী রাঙা পায়।
এই ক'রো গো শনি ঠাকুর,
যেন শনির দৃষ্টি কেটে যায়॥
কর্‌ব তোমার পূজা মোরা,
শীর্ণি দিব মাল্‌সা ভরা,
মোণ্ডা দিব গণ্ডা গণ্ডা,
হবে মোদের পেট্‌টা ঠাণ্ডা,
শনিবারে শনির কথা শুন্‌ব সবাই—
ওগো ঠাকুর ঘুচাও মোদের দায়॥
সৃষ্টিনাশা দৃষ্টি তোমার,
শুন্‌লে চোখে দেখি আঁধার,
তোমার দৃষ্টি পড়্‌লে পরে, বাস্তু ভিটেয় ঘুঘু চরে,
তোমার চোখের ঠুলি চোখে প'রে,
এ বাড়ি ছেড়ে হও গো বিদায়॥

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাগ্‌দেশ—রাজসভা।

শ্রীবৎস, ব্রহ্মানন্দ, সংগ্রামকেতু, কল্যাণ,
প্রতিহারী ও বৈতালিকগণ।

বৈতালিকগণ।—

গান।

জয়তি জয়তি প্রাগ্‌দেশ-অধিপতি,
হে মহামতি শ্রীবৎস রাজন্।
যশোধবলিত দিগন্তপূরিত
যার গুণ সতত গাহে ত্রিভুবন॥
হে করুণাময় তব করুণা অশেষ,
দীন দুঃখী জনে হের নির্ব্বিশেষ,
ব্যথিত কাতরে লভে অকাতরে
তব কৃপা-বারি, মরি কিবা সমদরশন॥
তব গুণে সম্প্রতি পরিহরি অপ্রীতি,
কমলা সরস্বতী করিয়াছে সম্প্রীতি,
তুমি শান্ত দান্ত মতি, প্রশান্ত প্রকৃতি,
পাল প্রজাসম সন্ততি—
হে আসমুদ্র-ক্ষিতিপতি অরিকুল-শাসক:

অখণ্ড প্রতাপ তব হে ভূখণ্ড-পালক,
হবে ধন্য ধন্য হে বদান্যবর,
যার সুখে সদা প্রজা সুরঞ্জন।

শ্রীবৎস। [ব্রহ্মানন্দের প্রতি] দ্বিজোত্তম! শ্রীকণ্ঠকে সসম্ভ্রমে আনবার জন্য সুব্যবস্থা করা হয়েছে ?

ব্রহ্মা। হাঁ, মহারাজ! সংবাদ পেয়েছি, তিনি শীঘ্রই এসে রাজ-দর্শন কর্‌বেন।

শ্রীবৎস। সেনাপতি সংগ্রামকেতু! শ্রীকণ্ঠ সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ক'রে, তার পর সৈন্যসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থা করা যাবে। আমি কুমার কল্যাণের মুখে তোমার সমস্ত আবেদনই শুনেছি।

সংগ্রাম। যে আজ্ঞা!

শ্রীবৎস। প্রতিহারি! দ্বারদেশে সমাগত প্রজাগণের মধ্যে কে কে অভিযোক্তা আছে, তাদিগে সভামধ্যে নিয়ে এস।

[প্রতিহারী অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

ব্রহ্মা। মহারাজ! দুষ্ট দুর্ম্মদকেতন সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা কর্‌বেন না কি ?

শ্রীবৎস। নিষ্প্রয়োজন। একমাত্র শ্রীকণ্ঠের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা হ'লেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

প্রতিহারী সহ রক্তাক্ত কলেবরা ছিন্নবস্ত্রা ছদ্ম যুবতী বেশে রঙ্গিণীর প্রবেশ।

রঙ্গিণী। [কৃত্রিম রোদনে] মহারাজ! মহারাজ! দেখুন, আমার কী সর্ব্বনাশ করেছে! উ-হু-হু, গেলুম গো—গেলুম!

শ্রীবৎস। একি! স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার! কী সর্ব্বনাশ! বল, রমণি! কে তুমি ? তোমার সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন; কে

তোমার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করেছে বল, আমি এখনই তার সমুচিত দণ্ডবিধান কর্‌ব।

রঙ্গিণী। মহারাজ! আমি আপনার রাজ্যে বাস করি। আমি আপনার একজন দরিদ্র প্রজার দুঃখিনী পত্নী। আমার স্বামী এখন প্রবাসে। আমি অসহায়া নারী; আমার রক্ষক এখানে কেউ নাই। কেবল রামরাজত্বের গুণে এতদিন এখানে নির্ভয়ে বাস কর্‌ছিলুম; কিন্তু গত রাত্রিতে আমাকে—না, মহারাজ! আমি বল্‌তে পার্‌ব না—আমার ভয় কর্‌ছে—তাঁর নাম কর্‌তে জিভ্ আমার কেঁপে উঠ্‌ছে।

শ্রীবৎস। কোন ভয় নাই, তুমি নির্ভয়ে সেই দস্যুর নাম প্রকাশ ক'রে বল।

রঙ্গিণী। না, মহারাজ! তিনি দস্যু নন্—তিনি দস্যু নন্; তিনি—[বলিয়া থামিয়া গেল]

শ্রীবৎস। তিনি কে তা বল? ভয় কি তোমার? এটা রাজসভা, আমি স্বয়ং এখানে বর্ত্তমান; কোন ভয় নাই, মা! বল।

রঙ্গিণী। [ভয়ের অভিনয় দেখাইয়া অঙ্গুলী দ্বারা কুমার কল্যাণকে নির্দ্দেশ করিয়া] উনি—উনি, মহারাজ! ঐ রাজকুমার—উনি আমার—বড় ভয় কর্‌ছে, মহারাজ!

[সকলে কল্যাণের দিকে স্তম্ভিতভাবে চাহিয়া রহিলেন, কল্যাণ বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন]

শ্রীবৎস। তার পর কি করেছে, বিস্তার ক'রে বল।

রঙ্গিণী। গত রাত্রিতে আমি—আমি, মহারাজ, যখন একাকিনী ঘরের মধ্যে ব'সেছিলুম, তখন—তখন, মহারাজ! ঐ রাজ-পুত্র গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন।

শ্রীবৎস। তখন রাত্রি কত?

রঙ্গিণী। ঠিক বল্‌তে পার্‌ছি না, মহারাজ! বোধ হয়, দুপুর রাত্রি হবে, মহারাজ!

শ্রীবৎস। এতরাত্রি পর্য্যন্ত তুমি জেগে ব'সেছিলে কেন?

রঙ্গিণী। আজ্ঞে, মহারাজ! আমি স্বামীর কোন সংবাদ না পেয়ে ক'দিন থেকে সারারাত্রি তাঁর চিন্তা করি, ঘুম হয় না।

শ্রীবৎস। তার পর?

রঙ্গিণী। তার পর উনি দরজায় ধাক্কা মার্‌ছে, আমি তখন স্বামী এসেছে মনে ক'রে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলুম। এ রাজ্যে বাস ক'রে ত কোন ভয় কোন দিন ছিল না, তাই কোন সন্দেহই তখন আসে নি।

শ্রীবৎস। বেশ, ব'লে যাও।

রঙ্গিণী। তার পর বল্‌তে লজ্জা করে, মহারাজ! উনি আমার সতীত্ব নাশ কর্‌তে উদ্যত হ'য়ে আমার হাত ধর্‌লেন।

শ্রীবৎস। উঃ, কী ভীষণ পাষণ্ড! [কল্যাণের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন] তার পর?

রঙ্গিণী। তার পর, মহারাজ! আমি ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ওঁর দুখানি পা জড়িয়ে ধর্‌লুম, আর কেঁদে কেঁদে বল্‌লুম—রাজকুমার, আপনি আমার বাবা, আমি মেয়ে, আপনি আমার উপর অত্যাচার কর্‌বেন না।

কল্যাণ। [একটু বিচলিত হইয়া] ভগবান্‌!

শ্রীবৎস। পাষণ্ড! স্থির হ'য়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাক্‌।

সংগ্রাম। [ব্রহ্মানন্দের প্রতি জনান্তিকে] এ কি ব্যাপার!

ব্রহ্ম। [জনান্তিকে] ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র! উঃ, সংসারটা এতদূর নরকের পথে এগিয়ে এসেছে! এ কখনও কল্পনাও কর্‌তে পারি নি।

শ্রীবৎস। তার পর বল তুমি।

রঙ্গিণী। তার পর, মহারাজ! কিছুতেই যখন উনি আমার কথা

শুন্‌লেন না, তখন আমি নিরুপায় হ'য়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লুম। অমনি, মহারাজ! উনি আমার মুখ বেঁধে, ঐ তরবারি দিয়ে আমার মাথায় ও সর্ব্বশরীরে আঘাত করতে লাগ্‌লেন। এই দেখুন, মহারাজ! সেই সব চিহ্ন। তার পর আমি যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে, অজ্ঞান হ'যে মাটিতে প'ড়ে গেলুম; তার পর অজ্ঞান অবস্থায় আমার আর কি হ'ল বল্‌তে পারি না। আজ সকালে যখন জ্ঞান হ'ল, তখনই দেখি আমার স্বামী এসেছেন; শেষে তিনিই আমাকে সঙ্গে ক'রে বিচারের জন্ম মহারাজের কাছে নিয়ে এসে-ছেন। তিনি ঐ দরজার আড়ালে আছেন, লজ্জায় এই রাজসভাতে আস্‌ছেন না। এখন ধর্ম্মাবতার, আপনি সুবিচার করুন। আমরা গরীব দুঃখী লোক, আমাদের উপর এরূপ অন্যায় অত্যাচার হ'লে কোথায় দাঁড়াব, বলুন?

শ্রীবৎস। থাক্, আর কিছু বল্‌তে হবে না; আমি এখনই এর সদ্বিচার কর্‌ছি, তুমি দাঁড়িয়ে দেখ। গুরুদেব! সব স্বকর্ণে শুন্‌লেন? বর্ব্বর পাষণ্ড কল্যাণ! বল এ অভিযোগ সত্য কি না?

প্রবেশ পথ হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে
সুকণ্ঠ প্রবেশ করিল।

সুকণ্ঠ। না, মহারাজ! মিথ্যা—সম্পূর্ণ মিথ্যা। পাপিষ্ঠ দুর্ম্মদকেতনের এ পাপ ষড়্‌যন্ত্র!

শ্রীবৎস। মিথ্যা—প্রমাণ কর্‌তে পার?

সুকণ্ঠ। প্রমাণ? প্রমাণ আমার মন আর দাদার চিরদিনের সর্ব্ব-বিদিত নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। এ ভিন্ন অন্য প্রমাণ জানি না, মহারাজ!

শ্রীবৎস। অপর ব্যক্তি যদি এইরূপ ঘৃণিত অভিযোগে অভিযুক্ত হ'ত, তা' হ'লে কি তার সম্বন্ধেও তুমি এইরূপ প্রমাণ দিয়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা

করতে, সুকণ্ঠ? বোধ হয়—না। কিন্তু এ রাজ-পুত্র—তোমার দাদা; বিশেষতঃ তুমি ওকে যথেষ্টই ভালবাস ও শ্রদ্ধা কর, তাই এইরূপ বিনা প্রমাণে দাদাকে তুমি অন্যায়রূপে রাজদণ্ডের হাত হ'তে রক্ষা করতে এসেছ। কিন্তু বালক তুমি; নতুবা তোমার জানা উচিত ছিল—বোঝা উচিত ছিল যে, এটা ধর্ম্মাধিকরণ, যে ধর্ম্মাধিকরণে স্বয়ং শ্রীবৎস রাজা অপক্ষপাত ন্যায়দণ্ড ধারণ ক'রে উপবিষ্ট, সেখানে কোন পুত্রত্বের দাবী ও কোন মর্য্যাদার দাবীর আশা করা নিতান্ত অসম্ভব! আরও বিশেষ কথা—যদি ঐ পাষণ্ড, ঐ রমণী সম্বন্ধে নিষ্পাপ, নির্দ্দোষই হ'ত, তা' হ'লে ও কুলাঙ্গার কখনই অমন নিঃশব্দে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকৃত না; নিশ্চযই আত্ম-দোষ স্খালনের জন্য বিশিষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করৃত।

সুকণ্ঠ। তার কারণ অন্য কিছুই নয়, মহারাজ! কেবল লজ্জায় ঘৃণায়, ক্ষোভে দুঃখে আর অভিমানে। আমি জানি যে, প্রাণ গেলেও দাদা কখনও আত্ম-দোষ স্খালনের জন্য কোন প্রমাণ প্রদর্শন করবেন না।

ব্রহ্মা। মহারাজ!

শ্রীবৎস। কোন অনুরোধ কব্বেন না, ব্রাহ্মণ! রাখ্‌তে পারব না। তার জন্য করযোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

সুকণ্ঠ। মহারাজ! যদি কোন নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তি বিনা কারণে শত্রু-কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হ'য়ে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করতে না পারে, তা' হ'লে কি ধর্ম্মাধিকরণ ধর্ম্মের চক্ষে অন্যায়কারী ব'লে প্রতিপন্ন হবেন?

শ্রীবৎস। বালক সুকণ্ঠ! রাজ-নৈতিক ব্যাপার বড় জটিল—বড় সমস্যাপূর্ণ। এখানে ধর্ম্মাধিকরণ কেবলমাত্র বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন আনুমানিক প্রমাণ গ্রাহ্য করতে পারে না। এই নীতি ও এই নিয়মের অনুসরণ করাই প্রকৃত রাজধর্ম্ম। বিচারক রাজা এখানে যন্ত্র-পুত্তলী—তার কোন স্বাধীনতাই নাই।

সুকণ্ঠ। এর পর আর আমার মহারাজকে বল্‌বার কিছুই নাই। তবে আমি মুক্তকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে এই ধর্ম্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে মহারাজ শ্রীবৎসের সম্মুখে এই কথা বল্‌তে পারি যে, যুবরাজ কল্যাণ এ সম্বন্ধে নিষ্পাপ—নিষ্কলঙ্ক—নির্দ্দোষ !

শ্রীবৎস। যাক্‌, সুকণ্ঠ! এখন নিরস্ত হ'য়ে কল্যাণ সম্বন্ধে আমার শেষ আদেশ শোন। এই নৃশংস ও ঘৃণিত অভিযোগের উপযুক্ত দণ্ডস্বরূপ এই সভামধ্যেই পাপিষ্ঠ পুত্রের শিরশ্ছেদ—

সকলে। [কথায় বাধা দিয়া] দোহাই, মহারাজ! সর্ব্বনাশ কর্‌বেন না—সর্ব্বনাশ কর্‌বেন না!

শ্রীবৎস। পাপিষ্ঠ পুত্রের শিরশ্ছেদ করা কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু সকলে অনুরোধে ও অভিযোক্তৃতার স্বপক্ষে দ্বিতীয় প্রমাণ না থাকায় আপাতত সেই শিরশ্ছেদ-দণ্ডের পরিবর্ত্তে পাষণ্ড পুত্রের প্রতি সপ্তাহকাল কঠো কারা-দণ্ডের আদেশ প্রদান কর্‌লেম। এই সপ্তাহকাল মধ্যে যদি নিঃ ...র প্রমাণ যোগ্য কারণ প্রদর্শন কর্‌তে পারে, তবে তৎক্ষণা তার মুক্তিলাভ হবে; নতুবা সপ্তাহশেষে নিষ্ঠুর ঘাতক দ্বারা পাপিষ্ঠে শিরশ্ছেদ হবে, এই আমার আদেশ। যাও, প্রতিহারি! কুমারকে বন্দ ক'রে কারা-গৃহে নিয়ে যাও। যেমন সাধারণ বন্দীকে কারাগারে রা হয়, সেই ভাবেই রাখ্‌বে। আর যাও, রমণি! তুমিও তোমার স্বামী সহিত স্বগৃহে প্রস্থান কর।

রঙ্গিণী। ধর্ম্মের জয় হোক্‌—ধর্ম্মের জয় হোক্‌!

[বলিতে বলিতে প্রস্থান

[ইত্যবসরে কল্যাণ নিজ কোষস্থিত তরবারি লইয়া নিজ ব ছেদনে উদ্যত হইলে তৎক্ষণাৎ—"কর কি—কর কি, দাদা বলিয়া সুকণ্ঠ তরবারি ধারণ করিলেন।]

শ্রীবৎস। প্রতিহারি! এখনই বেঁধে নিয়ে যাও।

[প্রতিহারী কর্ত্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নতমুখে ক্ষোভে অভিমানে মুখ আরক্ত করিয়া সজল চক্ষে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন।]

সুকণ্ঠ। যাও, দাদা—রাজাদেশে আজ স্ব-ইচ্ছায় কারাবরণ ক'রে নাও গে! কোন দুঃখ—কোন ক্ষোভ ক'রো না; একমাত্র ধর্ম্মকে লক্ষ্য ক'রে চ'লে যাও। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জেনো—সেই ধর্ম্মই তোমাকে শীঘ্রই মুক্তি দেবেন। তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টির নিকটে তুমি নিষ্পাপ—নিষ্কলঙ্ক; তাঁর কাছে তোমাকে কোন প্রমাণই দিতে হবে না। যাও—বীরের মত চ'লে যাও।

[প্রতিহারী সহ কল্যাণের প্রস্থান।

নেপথ্যে রতনচাঁদ গাহিল।

রতনচাঁদ।—

গান।

হায় রে এবার শনির দৃষ্টি পড়েছে।
নইলে পরে কেন এমন রাজার মাথা বিগ্‌ড়েছে ॥
একটা কুলটা কামিনী এসে,
দেখা দিয়ে ছদ্মবেশে,
কি সর্ব্বনাশ কর্‌লে শেষে (হায় রে)
এমন সাধুকে চোর করেছে।
কিন্তু যারা আড়াল থেকে কল ঘুরুচ্ছে,
তাদের ফন্দী কেউ না বুঝ্‌ছে,
তাদের মজা বেড়ে যাচ্ছে,
এবার শনি তার চোখের ঠুলি খুলেছে।

[প্রস্থান।

শ্রীবৎস। [স্বগত] হায় রতন! যদি তুমি না পাগল হ'তে! এই ত রাজত্ব—এই ত রাজত্বের সুখ? আজ অক্লেশে অম্লানবদনে নিজের প্রাণাধিক পুত্রকে কঠোর কারাগারে পাঠাতে হ'ল। হায়, শ্রীকণ্ঠ! তুমি এই রাজত্বের লোভে—এই সাম্রাজ্যের প্রলোভনে উন্মত্ত হ'যে উঠেছ! কিন্তু একদিন মাত্র যদি এই রত্ন-সিংহাসনে ব'সে এই হীরক-মুকুট মস্তকে প'রে কঠোর ন্যায়-দণ্ড হাতে ক'রে রাজদণ্ড চালনা কর, তা' হ'লে বুঝ্‌বে—এ রত্ন-সিংহাসনে তখন কী তীক্ষ্ণ সূচী সকল বিদ্ধ হ'য়ে রয়েছে; তা' হ'লে বুঝ্‌বে—এই রাজ-মুকুটে কী ভীষণ অগ্নি দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে! যাক্, কর্ত্তব্যে মন দি। [প্রকাশ্যে] কৈ? এখনও ত শ্রীকণ্ঠ এসে উপস্থিত হ'ল না। [স্বগত] ঐ যে শ্রীকণ্ঠ আস্‌ছে। এইবার শ্রীবৎস্—তোমার কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা—প্রস্তুত হও!

গম্ভীরভাবে শ্রীকণ্ঠের প্রবেশ।

শ্রীকণ্ঠ। [অভিবাদনান্তে] মহারাজ! ডেকে পাঠিয়েছেন?

শ্রীবৎস। হাঁ, শ্রীকণ্ঠ! তোমার বিরুদ্ধে ভীষণ রাজদ্রোহিতার অভিযোগ উপস্থিত। তারই বিচার কর্‌ব।

শ্রীকণ্ঠ। প্রমাণে? না অপ্রমাণে?

শ্রীবৎস। সে জিজ্ঞাস্য এখন অপরাধীর মুখে শোভা পায় না।

শ্রীকণ্ঠ। তবে নীরবেই থাক্‌লুম; রাজার যা বিচারে হয় করুন।

শ্রীবৎস। শোন, শ্রীকণ্ঠ! বিচারের পূর্ব্বে তোমায় কয়েকটা কথা ব'লে রাখি।

শ্রীকণ্ঠ। বল্‌তে পারেন।

শ্রীবৎস। বল দেখি, তুমি মনুষ্যত্ব চাও না রাজত্ব চাও? ধর্ম্ম চাও না সাম্রাজ্য চাও?

শ্রীকণ্ঠ। এ ক্ষেত্রে আমি আপনার কথার কোন উত্তরই কর্‌ব না।

শ্রীবৎস। আচ্ছা, বুঝেছি। দেখ, শ্রীকণ্ঠ! এখন আমি যা বল্‌ব, যদিও ধর্ম্মাধিকরণের কথা তা নয়, তবুও না ব'লে পার্‌ছি নে। এই যে রাজ্যের প্রলোভন—যে প্রলোভন তোমার কাছে এমন অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ পর্য্যন্ত বিষাক্ত ক'রে দিয়েছে—যে প্রলোভন তোমাকে মনুষ্যত্ব ভুলিয়ে, মর্য্যাদা ভুলিয়ে—ধর্ম্ম বিশ্বাস, ভক্তি শ্রদ্ধা এ সমস্ত তোমার চিত্ত হ'তে মুছে ফেলে দিয়ে একটা অন্যায় অত্যাচার, বিপ্লব সংঘর্ষের প্রবল আবর্ত্তের দিকে সবেগে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি একবার বেশ ক'রে বিবেক-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ দেখি—সে পঙ্কিল দুর্গন্ধময় ঘৃণিত পন্থার অনুসরণ করা তোমার পক্ষে উচিত হচ্ছে কি না? যে কূটবুদ্ধি দুর্ম্মদকেতনের দুষ্ট মন্ত্রণায় তুমি এমন রাজদ্রোহী—সমাজদ্রোহী—ভ্রাতৃদ্রোহী হ'য়ে উঠেছ, একবার মনে মনে চিন্তা ক'রে দেখ দেখি—তুমি কি অপরিণামদর্শিতার কাজ কর্‌তে বসেছ? রাজ্য—রাজ্য কি এতই সুখের—এতই শান্তির যে, যার জন্য তোমাকে আজ রাজদ্রোহিতার ভীষণ কারাদণ্ড মাথা পেতে নিতে হয়েছে? যার জন্য আজ তোমাকে একজন সামান্য বন্দীর ন্যায় রাজদণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হ'তে হয়েছে? ছিঃ—ছিঃ—শ্রীকণ্ঠ! ছিঃ—ছিঃ—ভাই! তুমি এতদূর অধঃপতিত হয়েছ? কোন্ স্বর্গে ছিলে আর কোন্ নরকের অন্তস্তলে নেমে পড়েছ? এর জন্য অনুতাপ আসে না? যে দাদাকে দেবতার ন্যায় পূজা কর্‌তে, আজ সেই দাদাকে তুমি কি চক্ষে দেখ্‌ছ বল ত? সেই স্নেহময় দাদার সম্মুখে আজ তোমাকে কি ভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হচ্ছে, ভাব দেখি? যদি রাজত্ব তোমার এতই প্রিয় হয়েছিল, যদি রাজত্বের প্রলোভন তোমাকে এতই উন্মত্ত ক'রে তুলেছিল, তা' হ'লে—তা' হ'লে তুমি কেন একবার মাত্র তোমার ইচ্ছা ব্যক্ত কর্‌লে না? তা' হ'লে তোমার এই দাদা, তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে এই সিংহাসন তোমাকে হাস্‌তে হাস্‌তে ছেড়ে দিত। কেন, এ বিশ্বাস কি হয় না? তোমার দাদার হৃদয়

কি তুমি চেন না? তোমার দাদার হৃদয়-রাজ্যের কতখানি তুমি অধিকার ক'রে ব'সে আছ, তা কি জান না, ভাই? সে হৃদয়-রাজ্যের কাছে এ রাজ্য—এ সিংহাসন অতি তুচ্ছ—অতি হেয—অতি অকিঞ্চিৎকর!

শ্রীকণ্ঠ। আপনি আর কিছু আমাকে বল্‌বেন না। আমি আপনার কোন কথারই উত্তর দিতে যখন সম্মত নই, তখন কেন আর বৃথা আমাকে সভা মধ্যে ডেকে এনে সকলের সাম্‌নে অপমানিত করাচ্ছেন? আপনার যে দণ্ড দিতে ইচ্ছা হয, দিন্।

শ্রীবৎস। [গম্ভীর ভাবে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া] আচ্ছা, তবে তাই হোক্, শ্রীকণ্ঠ! তুমি দণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও। হে সভাস্থ বাল-বৃদ্ধ-যুবাগণ! আমি আজ এই রাজসভা মধ্যে সকলের সমক্ষে ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রে শ্রীকণ্ঠের এই কঠোর দণ্ড প্রদান কর্‌ছি; এ কঠোর দণ্ড হ'তে আর কোন দণ্ডই শ্রীকণ্ঠকে প্রদান করা উচিত ব'লে মনে করি না। তবে এস, শ্রীকণ্ঠ! আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াও।

[শ্রীকণ্ঠ সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন]

[নিজ রাজমুকুট খুলিয়া লইয়া] এই নাও, শ্রীকণ্ঠ! তোমার উপযুক্ত দণ্ড, এই নাও। [রাজমুকুট শ্রীকণ্ঠের মস্তকে পরাইয়া দিলেন।]

সকলে। হায়—হায়! কি কর্‌লেন, মহারাজ—কি কর্‌লেন?

শ্রীবৎস। আমি ঠিক করেছি।

শ্রীকণ্ঠ। [থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সবিস্ময়ে] এ কি! এ কি! এ কোন্ দেবতা? কোন্ দেবতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি? ও যে স্বর্গ—আমি যে নরকে! ও যে বৈকুণ্ঠ—আমি যে রসাতলে [সোচ্ছ্বাসে] দাদা! দাদা! রক্ষা কর—ক্ষমা কর—দয়া কর আমাকে ভাই ব'লে বুকের মধ্যে টেনে নাও—আমি শীতল হই—আমি ঠাণ্ডা হই!

[উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনে বদ্ধ রহিলেন]

সহসা মহানন্দ আসিয়া গাহিলেন।

মহা।—

গান।

দেখ্‌রে কি উদার—কি মহান্।

এমন আত্ম-ত্যাগের শান্তিভর,
ওই দেখ্‌ মর্ত্ত্যে মূর্ত্তিমান্॥
কেমন ভ্রাতৃ-প্রেমের সিন্ধুধারা
ওই দেখ্‌ ব'যে যায়,
এই মরুভূমি শীতল ক'রে
দিয়েছে ধরায়,
বল ধরার মাঝে এমন ধারা
কে আছে মহীয়ান্॥
জয় হোক্ রাজা জয় হোক্ তোমার
তুমিই বটে রাজা,
সবাই মহানন্দে উচ্চনাদে
বিজয়-ডঙ্কা বাজা,
তুমি হৃদয়জয়ী মহাযোগী
উড়্‌ল তোমার বিজয়-নিশান॥

[প্রস্থান।

শ্রীবৎস। [আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া] এখন যাও, শ্রীকণ্ঠ! যাও, ভাই! ঐ সিংহাসনে উপবেশন কর গে। কোন চিন্তা ক'রো না—কোন দ্বিধা ক'রো না। আজ আমি মহানন্দে তোমাকে অর্পণ ক'রে জীবনের মত অবসর নিলাম। আজ আমার কত আনন্দ—কত তৃপ্তি, তা তুমি বুঝ্‌তে পারবে না। তুচ্ছ রাজ্যের জন্য আমি আমার ভাইকে হারাতে বসেছিলাম! আজ সেই তুচ্ছ রাজ্যের বিনিময়ে আবার আমার ভাইকে ফিরে পেয়েছি।

শ্রীকণ্ঠ। দাও, রাজা—আমাকে দণ্ড দাও! আমি এ দণ্ড হ'তে

সে দণ্ড সাদরে মাথা পেতে নেবো। আর আমাকে অধম ক'রো না। আমি যথার্থ রাজদ্রোহী—আমি যথার্থ ভ্রাতৃদ্রোহী, আমাকে সেই মহা-পাপের শাস্তি দাও। [মুকুট লইয়া] এই নাও—তোমার মুকুট তুমিই নাও ; ও জ্বলন্ত আগুনের তেজ আমি মাথায় ক'রে সইতে পার্‌ব না। পায়ে ধরি, দাদা! আমাকে ক্ষমা কর। আমি পাপে ডুবে ছিলাম—নরকে প'চে ছিলাম ; আজ আমাকে তুমিই বাঁচিয়েছ—তুমিই রক্ষা করেছ। তুমি দেবতা! তোমার পুণ্যস্পর্শে আমার অন্ধ চক্ষু খুলে গিয়েছে। তোমার সিংহাসন তুমি নাও, দাদা!

শ্রীবৎস। না, আর এখন তা হয় না, শ্রীকণ্ঠ! ভাই! আমার কথা শোন। আমি যে ঐ সিংহাসনের বিনিময়ে তোমাকে ক্রয় করেছি। আর ত আমার ও সিংহাসনে কোন অধিকার নাই, ভাই! আমি সিংহা-সনে ব'সে আজ পুত্রকে দণ্ড দিয়েছি, কিন্তু ভাইকে তা দিতে পার্‌লাম না, ভাই! তোমার মুকুট তুমিই পর—তোমার সিংহাসনে তুমিই ব'স। আজ হ'তে তুমিই প্রাগ্‌দেশের রাজা, আমি তোমার প্রজা ; রাজ্যে স্থান দাও—বাস কর্‌ব, না দাও—যেখানে বল্‌বে চ'লে যাব।

[মুকুট পুনরায় পরাইয়া দিতে গেলেন]

শ্রীকণ্ঠ। [হস্ত দ্বারা বাধা দিয়া] আমি রাজ্য চাই না—আমি রাজ্য চাই না! আমায় তুমি রক্ষা কর, দাদা! আমায় বাঁচাও, দাদা!

অদূরে ক্রুদ্ধা দুর্জ্জয়ার প্রবেশ।

দুর্জ্জয়া। চাই না কি, রাজা! রাজ্য চাই না কি? নিশ্চয়ই চাই। বিবাহের সময় কি প্রতিজ্ঞা ক'রে আমার পাণিগ্রহণ করেছিলে? তুমি না ক্ষত্রিয়? তুমি না ক্ষত্রিয় ব'লে জনসমাজে পরিচয় দাও? তবে আজ রাজ্য চাই না কি? একেবারে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেমে গ'লে গেলে? নাও—রাজ্য নাও—রাজমুকুট পর—সিংহাসনে চেপে ব'স। বিনা ক্লেশে

নিষ্কণ্টকে পেয়েছ, ছাড়্‌বে কেন? ছাড়্‌তে তোমাকে দোব কেন? তুমি দুর্জ্জয়াকে ত চেনো—দুর্জ্জয়াকে ত জান? ও কি! জড়ের মত দাঁড়িয়ে রইলে যে? সুযোগ পেয়েছ, প্রতিজ্ঞা পালন কর?

শ্রীবৎস। আর দ্বিধা ক'র না, ভাই! সিংহাসনে উপবেশন কর—নিজ প্রতিজ্ঞা পালন কর। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ যে মহাপাপ, শ্রীকণ্ঠ! এস, শ্রীকণ্ঠ—এস! [হস্ত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইলেন এবং মুকুট পরাইয়া দিলেন ; শ্রীকণ্ঠ নীরবে অধোমুখ হইয়া রহিলেন] বল, সভ্যগণ! সমস্বরে বল—জয় মহারাজ শ্রীকণ্ঠের জয়!

[সভাস্থ সকলে নীরব থাকিলেন]

দুর্জ্জয়া। বটে! বটে! সকলেই নীরব! আচ্ছা, এ নীরবতার প্রতিফল একদিন লাভ কর্‌তে হবে।

সুকণ্ঠ। রাক্ষসি! কুহকিনি! কী কুহক-মন্ত্র তোর ঐ পাপ রসনায়! কী যাদুবিদ্যা তুই শিক্ষা করেছিস্‌, মায়াবিনি? কী তড়িৎ-শক্তি তোর ঐ হিংস্র চক্ষু দুটীতে—যে দৃষ্টিমাত্রই পিতাকে পুনরায় জয় ক'রে ফেল্‌লি? ওঃ কী বল্‌ব—তোর মত বিষধরী সর্পীকে হত্যা না কর্‌তে পার্‌লে কিছু-তেই এ রাজ্যের শান্তি-বিধান হবে না।

শ্রীবৎস। সুকণ্ঠ! উদ্ধত বালক! চুপ্‌ কর ; মাতৃনিন্দা ক'রো না।

সুকণ্ঠ। ওঃ, ভগবান্! একটা বজ্র—একটা মহাপ্রলয়—একটা ভূমি-কম্প এনে দাও, তা' হ'লে বুঝ্‌ব—তুমি আছ ; তা' হ'লে বুঝ্‌ব—তুমি ভগবান্! যাই, এখান থেকে পালাই—এ আগুনের মধ্যে আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না। [বেগে প্রস্থান।

দুর্জ্জয়া। থাক্, হতভাগ্য পুত্র—কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে থাক্।

শ্রীবৎস। যাও, মা! এখন অন্তঃপুরে যাও! আর কোন চিন্তা নাই।

[দুর্জ্জয়ার দম্ভভরে প্রস্থান।

ব্রহ্মা। মহারাজ শ্রীবৎস!

শ্রীবৎস। আজ হ'তে শ্রীকণ্ঠই মহারাজ।

ব্রহ্মা। আচ্ছা, তাই হোক্। তুমি মহারাজ না হ'লেও, তুমি রাজর্ষিপদ প্রাপ্ত হ'লে। শুধু রাজর্ষি কেন, শ্রীবৎস! তোমাকে যে আমি কী ভাব্‌ব—কী বুঝ্‌ব—কী বল্‌ব, কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌ছি না। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছি! আমি ব্রাহ্মণ—তোমার গুরু বটে, কিন্তু আজ আমার সমস্ত গর্ব্ব—সমস্ত দর্প—সমস্ত ব্রাহ্মণত্ব তোমার অসাধারণত্বের কাছে—তোমার ত্যাগের কাছে—তোমার মহত্ত্বের কাছে চূর্ণ হ'য়ে গেল! আজ তুমি কত উচ্চ—কত উদার—কত মহান্, সে কথা আমি কল্পনায়ও আন্‌তে পার্‌ছি না। আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি—তোমার এই ত্যাগ—তোমার এই আত্মবলি—তোমার এই ভ্রাতৃ-প্রেমের কাহিনী অনন্তকাল পর্য্যন্ত অতি উজ্জ্বলভাবে অক্ষরে অক্ষরে জগতের স্মৃতিপটে জ্বলন্ত ভাষায় অঙ্কিত হ'য়ে থাক্‌বে। আজ দেখ, শ্রীকণ্ঠ! সংসার-সংগ্রামে যথার্থ জয়লাভ কর্‌লে কে? মহারাজ তুমি—না রাজ্যত্যাগী রাজর্ষি শ্রীবৎস? আজ জগতে যথার্থ ভ্রাতৃস্নেহের প্রোজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা কর্‌লে কে? মহারাজ শ্রীকণ্ঠ তুমি—না স্বার্থত্যাগী রাজর্ষি শ্রীবৎস? বল একবার সকলে মুক্তকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে—জয় রাজর্ষি শ্রীবৎসের জয়!

সকলে। জয় রাজর্ষি শ্রীবৎসের জয়!

[শ্রীবৎস ব্রহ্মানন্দের পদধূলি লইলেন]

সংগ্রাম। এ একটা যুগান্তর—এ একটা মহাপ্রলয়—এ একটা নূতন সৃষ্টি!

শ্রীবৎস। এখন সকলে চলুন—শ্রীকণ্ঠের নব রাজ্যপ্রাপ্তির উৎসব-ক্রিয়া সম্পাদন করি গে।

শ্রীকণ্ঠ। [স্বগত] জানি না, ভগবান্! এ কোথায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছ। [মস্তক অবনত করন] [নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

গীতকণ্ঠে নগরবাসী বাল-বৃদ্ধ-বালিকা কাঙালিনীগণ।

সকলে।—

গান।

ওরে ঢেঁড়া দিয়েছে, ঢেঁড়া দিয়েছে,
আয় ছুটে আয় যাব রাজবাড়ী।
নতুন রাজার উৎসবেতে আজ
মোরা খাব কাঁড়ি কাঁড়ি॥
কত খাব, কত নেবো, কত পাব, কত দেবো,
মোণ্ডা খেয়ে গণ্ডা গণ্ডা আওবাচ্ছা যাবি গড়াগড়ি॥
ধন-দৌলৎ পাব কত, ভাণ্ডারেতে আছে যত,
লুঠ্‌ব বাঁধ্‌ব মনের মত, চল্‌ চ'লে চল তাড়াতাড়ি॥

অপর পথ দিয়া জনৈক অর্দ্ধ-কালাব্রাহ্মণের ছাতা বগলে প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। কি আপদ! একটু কানে খাটো ব'লে দেশের লোকগুলো যেন একেবারে পাগল ক'রে ছাড়ে। রাস্তায় বেরুলেই হতভাগা ঠ্যাঁদড় ছোঁড়াগুলো যেন পেয়ে বসে। কত রকম মুখভঙ্গী, কত রকম দাঁত খেঁচুনি জুড়ে দেয়। মনে হয় তখন, ঐ মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো কিষ্কিন্ধ্যার ফেরৎগুলোকে আচ্ছা ক'রে থাপ্‌ড়ে দি। আছি আমি কালা, তাতে তোদের কি রে গুয়োটারা? তাই মানুষ যে পথে যায়, সে পথে না গিয়ে

আমি একেবারে অপর পথ ধরেছি। কিন্তু অদৃষ্টের দোষ, আজ যেন নগরে কি হয়েছে। কেন ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপালের মত সব মানুষগুলো কোথায় ছুটেছে। কি যে ব্যাপার হচ্ছে, সেটা কাউকে জিজ্ঞেস্ কর্‌তে পার্‌ছি না। বল্‌লে হয় ত শুন্‌তে পাব না, লাভে হ'তে ব্যাটারা পেছু লাগ্‌বে ; তার চেয়ে আপন মনে চ'লে যাই, কাকেও কিছু শুধাবো না।

একটী বালকের হাত ধরিয়া জনৈক অন্ধের প্রবেশ।

অন্ধ। কাউকে শুধানা, বাবা! অনেকটা যে এসে পড়েছি ; এখনও কি রাজবাড়ী দেখা যাচ্ছে না?

বালক। [ব্রাহ্মণের প্রতি] হাঁ, ঠাকুরমশাই! বল্‌তে পার, রাজ বাড়ী আর কদ্দূরে? [ব্রাহ্মণের নিকটে গমন]

ব্রাহ্মণ। [স্বগত] এই মরেছে! আবার ঐ মানুষ দেখা দিয়েছে। একেবারে যে গায়ের উপর এসে পড়ে।

বালক। কৈ, ঠাকুরমশাই! আপনি বল্‌লেন না, রাজবাড়ীটা কদ্দূরে?

ব্রাহ্মণ। রদ্দূরে ঘুরিস্ কেন, বাপু? বুড়োকে নিয়ে ঘরে যা না।

অন্ধ। কে কি বল্‌ছে, হেবো?

ব্রাহ্মণ। হেগো—হেগো বাপের মুখে গিয়ে হেগো। এখানে নয়, এটা সদর রাস্তা।

বালক। ওগো, আমরা রাজবাড়ীতে যাব।

ব্রাহ্মণ কার মাথায় বাজ্ পড়্‌বে, রে হতভাগা? কলাপোড়া খেগে যা! [বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন]

অন্ধ। হয়েছে, এও একটা কালা! ওর কাছে হবে না, অপর কাউকে আস্‌তে দেখ্‌ছিস্ কি না দেখ্।

ব্রাহ্মণ। আস্ত থাক্ কি পুড়িয়ে থাক্, তা তোরা দেখ্।

বালক। [হাসিয়া] তোমার মুণ্ডু খাব।

ব্রাহ্মণ। চণ্ডু খাবি? আড্ডায় যা, আমার কাছে কেন, রে পাজি!

বালক। [হাসিয়া] ঠাকুর মশাই! রাজবাড়ী যাবে? এমনি এমনি মোণ্ডা, এমনি এমনি পান্‌তো!

ব্রাহ্মণ। পান্তা পচা পেচ্‌কো, সে তোরা খেগে যা।

অন্ধ। হেবো! তুইও দেখ্‌ছি মজা পেযে বস্‌লি। এখন যাই চল্‌, এতক্ষণে হয় ত কাঙালী বিদেয় হ'য়ে গেল!

ব্রাহ্মণ। ওঃ, ক্ষিধেয় ম'রে গেলে ত আমি তার কি কর্‌ব, রে ব্যাটা? চোখ না থাক্‌লে তার অনেক ল্যাঠা!

অন্ধ। হাঁ, মশাই! আপনার কানের দশা আর কি!

ব্রাহ্মণ। কানে মশা তোর—তোর চোদ্দপুরুষের! পালা—পালা—নইলে মজা দেখিয়ে ছাড়্‌ব!

অন্ধ। [বালককে ধাক্কা দিয়া] চ' রে চ'—ও কালাটার সাথে ব'কে কি হবে?

[বালক সহ প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ। গেল এক আপদ্‌! ঐ দেখ, ও মাগী আবার কে আসে?

জনৈক শুচিবেয়ে স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

স্ত্রী। [প্রবেশ পথ হইতে পা উঁচু করিয়া ফেলিয়া আসিতে আসিতে] ঐ যা, আবার বুঝি কি মাড়ালুম! গোবর না গু, চেন্‌বার যো আছে কি? এ পোড়া দেশে মানুষ গরু সবই সমান! গন্ধটা না শুঁকে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। [একহাতে পা উঁচু করিয়া ঘ্রাণ লইয়া মুখ বিকৃত করিয়া] এ যে একেবারে মানুষের গোবর গো! থু—থু—থু! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! আমার অধর্ম্মের ভোগ, তাই রাজবাড়ীতে যাচ্ছিলুম। আবার ও বামুনটা আমার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে

কেন? বলি, ঠাকুর! দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও না—বামুনভোজন যে হ'য়ে গেল।

ব্রাহ্মণ। কিসের ওজন হ'য়ে গেল গা?

স্ত্রী। এই আবার কি একটা পায়ের তলায় খচ্ ক'রে উঠ্‌লো; নিশ্চয়ই গো-হাড় হবে!

ব্রাহ্মণ। কিসের পাহাড় বল্‌লে?

স্ত্রী। যাও—যাও, বক্‌তে পারি না! আমি বাঁচি না আমার জ্বালায়, তাতে আবার কালা মড়াটা এসে কোত্থেকে জুট্‌ল!

ব্রাহ্মণ। কালু ময়রা বল্‌ছ কাকে? আমি যে, ব্রাহ্মণ।

স্ত্রী। তবেই স্বর্গে গেলুম আর কি! এই আবার কিসের স্থাক্‌ড়াটা যেন মাড়ালুম!

ব্রাহ্মণ। কী, ড্যাক্‌রা ব'লে গাল্ দিচ্ছিস্? এত বড় যোগ্যতা!

স্ত্রী। ওমা, দেখ—এ দিক্ নাই, ওদিক্ আছে!

ব্রাহ্মণ। কিসে দেখ্‌লি বে, মাগি—আমার দিক্-বিদিক্ জ্ঞান নাই? আমি কি তোর গায়ে পড়েছি? [ক্রোধে অগ্রসর হইল]

স্ত্রী। স'রে যা—স'রে যা, মিন্‌সে! ছুঁস্ নে—ছুঁস্ নে।

ব্রাহ্মণ। তবুও বলে হুঁস্ নেই! আমি কি মাতাল, রে মাগি?

স্ত্রী। [হঠাৎ মাথায় হাত দিয়া] ওঃ, রাধামাধব—রাধামাধব; পোড়া কাগে বুঝি মাথায় ফোঁটা ছড়িয়ে গেল?

ব্রাহ্মণ। মাথার বোঁটা ছিঁড়্‌বি কী, রে হারামজাদি? বামুনে টিকিতে হাত দিতে চাস্ এত বড় আস্পর্দ্ধা! তবে দেখ্—[ছাতা লইয়া মারিতে উদ্যত] ব্রাহ্মণের টিকি নিয়ে ঠাট্টা, রে মাগি?

স্ত্রী। ওমা গো! ওমা গো! এই মেরে ফেল্‌লে—মেরে ফেল্‌লে

[পা উঠাইতে উঠাইতে প্রস্থান, ব্রাহ্মণও ছাতা উঠাইয়া অনুসরণ।]

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

একাকিনী দুর্জ্জয়া কূট চিন্তা করিতে করিতে প্রবেশ করিল।

দুর্জ্জয়া। আজ আমি মহারাণী—প্রাগ্‌দেশের মহারাণী—ভারতের একচ্ছত্রী সম্রাজ্ঞী! আজ আমার একটীমাত্র কৃপাকটাক্ষ লাভের আশায় কত শত শত সামন্ত—কত কোটি কোটি প্রজাবৃন্দ নিয়ত পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় রাজদ্বারে সমবেত হচ্ছে। রাজ্যবাসীর জীবন-মরণ সম্বন্ধ এখন একমাত্র আমারই হাতে! ছোট রাজাকে ত নাম মাত্র রাজা ক'রে রেখেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য পুত্র সুকণ্ঠ—সে তার নিজের দোষে আজ পথের ভিখারী! কি কর্‌ব? বুঝালেম—বুঝ্‌লে না, সে তার ভাগ্যের দোষ; আমার কি? যাক্, অধম পুত্রের কথা মনে কর্‌লে একটা অশান্তি এসে উপস্থিত হয়! এখনও আমাকে অনেক কাজ কর্‌তে হবে, এখন আমি সম্পূর্ণ শান্তিলাভ কর্‌তে পারি নি। এখনও গৃহমধ্যে কণ্টকের ঝাড় পুষে রেখেছি। বিশ্বাস কি? না, কিছুতেই বিশ্বাস করা চলে না—বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ব না! ও কাঁটা ঝাড়-সমেত তুলে ফেল্‌তে হবে; নতুবা শান্তি পাব না। ইচ্ছা কর্‌লে এই মুহূর্ত্তেই একটী ইঙ্গিতে ঘাতক-হস্তেই ও উৎপাতের শাস্তি কর্‌তে পারি; কিন্তু আপাততঃ নয়—প্রজারা বিদ্রোহী হ'তে পারে। তবে? [কিঞ্চিৎ ভাবিয়া] হাঁ, তবে চির নির্ব্বাসন। হাঁ, আপাততঃ এই পর্য্যন্ত। বোধ হচ্ছে, ছোট রাজার এতে মত হবে না। হা-হা-হা! তার মতামতে কি আসে যায়? একবার জিজ্ঞাসা করা মাত্র! আর তাই বা কেন? আমার মতের

বিরুদ্ধে ছোটরাজাকে চল্‌তেই বা দোষ কেন? নিশ্চয়ই আমার মতে তাকে চল্‌তে হবে—নিশ্চয়ই আমার বাক্য বেদবাক্য ব'লে তাকে মেনে নিতে হবে। তা যদি না পারি, তবে দুর্জ্জয়া কিসের রাণী? কিসের সম্রাজ্ঞী? দুর্জ্জয়া চিন্তা রাণী নয় যে, স্বামীর পায়ের তলায় তার মাথা দিয়ে প'ড়ে থাক্‌বে। এর নাম দুর্জ্জয়া রাণী! এ তার গর্ব্বিত মস্তক কারও কাছে নোয়াতে জানে না। ঐ যে ছোট রাজা, এখনই একটা মীমাংসা ক'রে ফেল্‌তে হবে।

শ্রীকণ্ঠের প্রবেশ।

শ্রীকণ্ঠ। [সহাস্যে] কি ভাব্‌ছ, দুর্জ্জয়ারাণী?

দুর্জ্জয়া। এখন রসালাপের সময় নয়, রাজা! এখনও আমাদের অনেক কাজ বাকী।

শ্রীকণ্ঠ। [গম্ভীর ভাবে] কি?

দুর্জ্জয়া। গৃহের কাঁটা দূর কর্‌তে হবে। প্রথম ও প্রধান কাজ এখন আমাদের তাই।

শ্রীকণ্ঠ। কৈ, গৃহে ত কোন কাঁটাই দেখ্‌তে পাই না, দুর্জ্জয়া?

দুর্জ্জয়া। তুমি না দেখ্‌তে পাও, কিন্তু আমি পাচ্ছি। একটা আধটা নয়, অনেকগুলি।

শ্রীকণ্ঠ। তাই ত, ভাবিয়ে দিলে যে!

দুর্জ্জয়া। প্রধান কাঁটা, বড় রাজা আর তার রাণী। ওকি! চম্‌কে উঠ্‌লে যে? আর তার আনুষঙ্গিক কল্যাণ, সুষেণ, ব্রহ্মানন্দ আর সেনাপতি সংগ্রামকেতু। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লে? ওকি! সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলে যে?

শ্রীকণ্ঠ। হাঁ, বিস্ময়ের কথাই যে, দুর্জ্জয়া! যে বড় রাজার কৃপায় আজ আমরা সাম্রাজ্য লাভ করেছি, যে উদারচেতা-মহাত্মা শ্রীবৎস স্ব-ইচ্ছায়

অম্লানবদনে এই সসাগরা ধরার অধিকার ছেড়ে দিয়ে স্বহস্তে আমার মস্তকে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছেন!

দুর্জ্জয়া। [ক্রুদ্ধভাবে] হুঁ—ব'লে যাও—ব'লে যাও—তার পর?

শ্রীকণ্ঠ। যে মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মময়প্রাণ শ্রীবৎস আজ সামান্য প্রজার ন্যায় আমার অধীনতা স্বীকার ক'রে আমারই গৃহে নিঃশব্দে বাস করছেন—

দুর্জ্জয়া। আরও কিছু বল্‌বার আছে? থাকে ত ব'লে ফেল।

শ্রীকণ্ঠ। সেই উদার মহান্, প্রশান্ত সরলহৃদয় দাদাকে তুমি গৃহ-কণ্টক ব'লে নির্দ্দেশ কর্‌ছ?

দুর্জ্জয়া। শুধু নির্দ্দেশ করা নয়, যত শীঘ্র হয় সে কণ্টক উৎপাটিত ক'রে ফেল্‌তেও বল্‌ছি। কেমন, তুমি এতে সম্মত আছ?

শ্রীকণ্ঠ। দুর্জ্জয়া, তুমি কী! চিরদিনই কি এইরূপ কঠোরতার পথেই চল্‌বে?

দুর্জ্জয়া। হাঁ, রাজা! দুর্জ্জয়াকে যদি কিছুমাত্র বুঝে থাক, তবে দুর্জ্জয়া তাই। এ প্রলয়-ঝঞ্ঝা চিরদিনই এইরূপে সংসারকে একটা তোল্‌পাড়ের মধ্যে ফেলে রাখ্‌বে।

শ্রীকণ্ঠ। তাতে লাভ?

দুর্জ্জয়া। সেই দুর্জ্জয়ার সুখ—সেই দুর্জ্জয়ার শান্তি!

শ্রীকণ্ঠ। বড় ভুল ক'রে ফেলছ, দুর্জ্জয়া! শান্তির নামে অশান্তিকে নিমন্ত্রণ ক'রে আন্‌ছ; সুখের নামে দুঃখের অনল জ্বেলে রাখ্‌ছ, দুর্জ্জয়া!

দুর্জ্জয়া। যাক্, সে কথায় সময় নষ্ট কর্‌তে চাই নে, রাজা! এখন আমার মতে মত দিতে চাও কিনা বল?

শ্রীকণ্ঠ। তুমি কি বল্‌তে চাও?

দুর্জ্জয়া। হাঁ, তাই শোন। আমি বল্‌তে চাই—বড় রাজা ও রাণী আজই এই রাজ্য ছেড়ে দূরে গিয়ে বাস করুন। ধন-রত্ন এমন কি দ্বিতীয়

বস্ত্র পর্য্যন্ত সঙ্গে নেওয়া নিষেধ। কেঁপো না—তার পর শোন! কারারুদ্ধ কল্যাণের নৃশংস ভাবে গুপ্ত হত্যা—দেখো প'ড়ে যাবে; স্থির হ'য়ে শোন। আর সুষেণ—তাকে—

শ্রীকণ্ঠ। [কম্পিত ভাবে] থাক্—থাক্, আর শুন্‌তে চাই নে—শুনতে পার্‌ব না। ওহো—হো [মস্তকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।]

দুর্জ্জয়া। আচ্ছা, শেষটুকু এখন শোনাতে চাই না। এখন যতটুকু শুনেছ, তা কর্‌তে হবে; মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লে চল্‌বে না, রাজা! তোমাকেই এই সব কার্য্য নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সমাধা কর্‌তে হবে।

শ্রীকণ্ঠ। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] না, আমি পার্‌ব না! যতদূর পেরেছি—যতদূর করেছি—তারই অনুশোচনা আমাকে নিয়ত দগ্ধ কর্‌ছে। তবে বিবাহের সময় না বুঝে যে অঙ্গীকার করেছিলাম, সে অঙ্গীকার আমি পালন করেছি; তার বেশি আর আমার দ্বারা হবে না।

দুর্জ্জয়া। [ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে] হবে না? তোমার দ্বারা হবে না? বটে—বটে! এতদূর সাহস তোমার কবে হ'ল, রাজা যে, দুর্জ্জয়ার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অবলীলাক্রমে ব'লে দিলে যে, হবে না?

শ্রীকণ্ঠ। আমি চল্‌লাম, দুর্জ্জয়া! আমার মস্তিষ্কের অবস্থা ভাল নয়। [যাইতে উদ্যত]

দুর্জ্জয়া। দাঁড়াও, রাজা—যেয়ো না, দুর্জ্জয়ার ক্রোধ আর বাড়িয়ো না। জান না যে—এই তীব্র বিষধরী যদি তার ভীম ফণা উত্তোলন ক'রে একবার গর্জ্জে ওঠে; তুমি জান না যে—এই প্রলয় শিখা একবার যদি দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠে, তা' হ'লে সে তোমার এই সাম্রাজ্যকে একেবারে শ্মশান ক'রে দিয়ে যাবে? তুমি জান না যে, এই সাম্রাজ্য তুমি কার কৌশলে লাভ করেছ? তোমার উদার, মহান্, সরল দাদা তোমাকে ভ্রাতৃ-স্নেহে অন্ধ হ'য়ে এই সাম্রাজ্য দান করেন নি। সে আমারই

কৌশলে—আমারই চক্রান্তে; সে আমারই ভয়ে আমারই ভ্রাতা আমারই আদেশে আমারই জন্য প্রাণপাত ক'রে ষড়্‌যন্ত্র চালনা করেছে। এক কথায়—আমিই রাজ্য তোমাকে দিয়ে তোমারই অঙ্গীকার রক্ষা ক'রে দিয়েছি, আবার ইচ্ছা হ'লে এই মুহূর্ত্তে এই সাম্রাজ্য ভেঙে চুর্‌মার্ ক'রে দিয়ে যেতে পারি। ইচ্ছা কর্‌লে একটী চক্ষের পলক ফেল্‌তে-না-ফেল্‌তে এই সাম্রাজ্যকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে যেতে পারি। তুমি কী চিনেছ দুর্জ্জয়াকে? কতটুকু বুঝেছ দুর্জ্জয়াকে? থাক, রাজা—থাক জড়—থাক কাপুরুষ—একা দুর্জ্জয়া রাণী কি কর্‌তে পারে, তাই দেখ। আজ তোমার বড় রাজাকে তার স্ত্রী পুত্র সমেত স্বহস্তে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে ফেল্‌তে পারি কি না? সাধ্য থাকে—এস—বাধা দাও।

[বেগে দুর্জ্জয়া ছুটিযা যাইতেছিল, সহসা দুর্ম্মদকেতন আসিযা হাত ধরিলে, শ্রীকণ্ঠ অন্যদিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইযা রহিলেন।]

নেপথ্যে রতনচাঁদ গাহিল।

রতন।—

গান।

এই ত হ'ল সুরু কেবল।
এখন হয়েছে কি, দেখ্‌ছ বা কি—
দেখ্‌তে বাকী শেষের সে ফল॥
ও যে কালসাপিনী ফণা তুলেছে,
ফণা তুলে এতো সবে গ'র্জ্জে উঠেছে,
দেখ্‌বি তখন ও কেমন ভীষণ
চাল্‌বে যখন ঘোর হলাহল॥

[প্রস্থান।

দুর্জ্জয়া। হাঁ, ঐ পাগলের কথা দুর্জ্জয়া অক্ষরে অক্ষরে সার্থক করবে। দাও, দাদা! আমাকে ছেড়ে দাও। কার্য্যে বাধা দিয়ো না, দিয়ে রাখ্তে পারবে না। ফুৎকারে ধূলির মত সব বাধা উড়িয়ে দিয়ে চ'লে যাব।

দুর্মদ। তা যেয়ো, কোনও বাধা দোব না; কিন্তু শুনি—হঠাৎ ক্রোধের কারণ কি হ'ল শুনি।

দুর্জ্জয়া। শুনে আর কি হবে? আমি কাপুরুষের অধীন হ'য়ে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে নষ্ট করতে পারব না। আমি আমার লক্ষ্যের দিকে হিংস্র ব্যাঘ্রীর মত ছুটে যাব; আমি আমার গন্তব্য পথে রক্তের তরঙ্গিণী বইয়ে দিয়ে চ'লে যাব—আমি আমার প্রবল ইচ্ছাকে রজ্জুহীন অশ্বের মত ছুটিয়ে দেবো। যদি পার—সাহস থাকে—শক্তিতে কুলায়, তবে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে আমার সঙ্গে চ'লে এস।

দুর্মদ। আচ্ছা, তাই হবে—তাই হবে। কিন্তু লক্ষ্মীদিদি আমার! একবারটী কি হয়েছে বল্। তুই ত আমার কাছে কোন কথাই লুকাস্ নে।

শ্রীকণ্ঠ। শোন দুর্মদকেতন! আমারই কাছে সেই ভীষণ কাহিনী শোন। মহারাজ শ্রীবৎস ও মহাদেবী চিন্তাকে আজই রাজ্য হ'তে বিতাড়িত ক'রে বনবাসে নির্ব্বাসন ও নিষ্ঠুরভাবে যুবরাজ কল্যাণের গুপ্ত-হত্যা সাধন, প্রথমতঃ এই ব্যবস্থাই তোমার ভগিনীর প্রধান সঙ্কল্প ও সেই সঙ্কল্প সিদ্ধি আমাকেই করতে হবে। কিন্তু এই ভীষণ কার্য্য সম্পাদনে আমি অসম্মত, তাই তোমার ভগিনীর বর্ত্তমান ক্রোধের কারণ।

দুর্জ্জয়া। কি অন্যায় সঙ্কল্প করা হয়েছে? ঘরে সাপ পুষে কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে?

শ্রীকণ্ঠ। এমন দাদাকে সাপ ব'লে মনে করাই ত প্রথম একটা মহাভুল!

দুর্জ্জয়া। নিজের সহোদর-কনিষ্ঠ হ'য়ে যে দুদিন আগে ঐ দাদা-কেই পরম শক্রজ্ঞানে তার রাজ্য নেবার জন্য এমন মহাপাপ নাই যে, যা করতে প্রস্তুত হই নি, তার মুখে আজ জ্যেষ্ঠভক্তি চমৎকার শোনাচ্ছে বটে! সে ক্ষেত্রে ছোট ভাই যদি সাপ হ'যে দাদাকে দংশন করতে বিষের ফণা তুলতে পারে, সে ক্ষেত্রে সেই একই শোণিতে পরিপুষ্ট জ্যেষ্ঠ যে আবার কেন সেই কনিষ্ঠকে দংশন করতে দুদিন পবে তার বিষের ফণা তুলে দাঁড়াবে না, কে বললে?

দুর্ম্মদ। হাঁ, এ কথা আমার ভগিনী সত্যই বলেছে, মহারাজ! বড় রাজা যে কেন তোমাকে সেদিন এক কথায় রাজত্বটা ছেড়ে দিলে, তার কি গূঢ় কারণ আমবা বুঝি নি? কেবল আমাদের কূট ষড়যন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী বিপদের আশঙ্কা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়, এ কথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, মহাবাজ!

দুর্জ্জযা। আর তার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ গুরু ঠাকুর ব্রহ্মানন্দ ও সংগ্রাম-কেতু? এবা কি এখনও আমাদের বশ্যতা স্বীকার করেছে? তাদের দুজনের প্রত্যেক দৃষ্টিতেই যেন বিদ্বেষেব বহ্নি ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে জলছে, তারা কি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে আছে মনে করেছ, দাদা?

দুর্ম্মদ। কখনই না। তারা নিয়তই সময ও সুযোগ অনুসন্ধানের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে বেড়াচ্ছে। আব শীঘ্রই যে তারা রাজাকে নিযে মাথা তুলে দাঁড়াবে, তাতে আর কোন সন্দেহই নাই!

দুর্জ্জয়া। সেইজন্যই ত আমি ঐ দুজনকে সংসার থেকে চির বিদায় করতে চেয়েছি। ঐ ব্রহ্মানন্দ স্বামী কি কম ধূর্ত্ত! আর ঐ সংগ্রামকেতু কি কম বীর! যেদিন বড় রাজা রাজ্য ছেড়ে দেয়, সেদিন ঐ দুজনের চোখের দিকে কি কেউ চেয়ে দেখেছিলে?

দুর্ম্মদ। এ সব কথা ত দুর্জ্জয়া ন্যায্যই বলেছে, মহারাজ! তবে

ভগিনী আমার একটু বেশি রকম উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে বটে, সেটা ওর চিরকেলে স্বভাব; সে ত তুমি জানই, শ্রীকণ্ঠ!

শ্রীকণ্ঠ। তুমিও কি বল্‌তে চাও, দুর্ম্মদকেতন যে, আমি আমার সহোদর-জ্যেষ্ঠকে নিজ গৃহ হ'তে বিতাড়িত ক'রে দোব?

দুর্ম্মদ। দেখ, কথাটা শুন্‌তে গেলে একটু রূঢ় শোনায় বটে, কিন্তু তার মধ্যে খুঁজ্‌লে অন্যায় ত কিছুই নাই, ভাই! বিশেষতঃ তুমি এখন নূতন রাজত্ব লাভ করেছ; তোমার কর্ত্তব্য—তোমার দায়িত্ব কত বড়, তা'ত তুমি জান, শ্রীকণ্ঠ। যদি তোমাকে তোমার রাজত্ব রক্ষা করতে হয়—যদি তোমাকে তোমার সাম্রাজ্যকে নিরাপদ্ ক'রে প্রকৃত শান্তি স্থাপন করতে চাও, তা' হ'লে তোমাকে নিশ্চয়ই কঠোর হ'তে হবে—নিশ্চয়ই তা' হ'লে তোমাকে কর্ত্তব্যের বাধ্য হ'য়ে চল্‌তে হবে। কর্ত্তব্যের কাছে ভ্রাতৃ-স্নেহ, পুত্রস্নেহ এ সব কিছুই দেখ্‌লে চল্‌বে না। কেন, সেদিন দেখ্‌তে পেলে না—বড় রাজা নিজের পুত্র কল্যাণকে পর্য্যন্ত কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর্‌লেন! অতএব মহারাজ! তুমি এ ক্ষেত্রে এক কাজ কর, নিজ মুখে কিছু বল্‌তে দ্বিধা বোধ কর, একখানা আদেশ-পত্র নিজে স্বাক্ষর ক'রে বড় রাজার কাছে পাঠিয়ে দাও, তা' হ'লে কার্য্যসিদ্ধি হবে।

শ্রীকণ্ঠ। আর কল্যাণকে হত্যা কর্‌বার উদ্দেশ্য কি?

দুর্ম্মদ। ভবিষ্যতের কণ্টক দূর ক'রে ফেলা। বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছ—ভবিষ্যতে তোমার অবর্ত্তমানে সুকণ্ঠকে বঞ্চিত ক'রে, বড় রাজকুমার নিজেই রাজ্য লাভের চেষ্টা করতে পারে। সুকণ্ঠ যদিও এখন অবাধ্য, কিন্তু চিরদিনই ত সে অবাধ্যতা তার থাকবে না; তখন ভাব দেখি, ভাই! সুকণ্ঠ তখন কোথায় দাঁড়াবে? মাথা রাখ্‌বার সামান্য একটু জায়গা কোথায় তখন সে পাবে?

দুর্জ্জয়া। কাকে ও সব কথা বোঝাচ্ছ, দাদা! সে বুদ্ধি—সে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি থাক্‌লে কি এতদিন দাদার মুখের দিকে চেয়ে সে ব'সে থাক্‌তে পারে?

শ্রীকণ্ঠ। আর বালক সুষেণ সম্বন্ধে?

দুর্ম্মদ। [দুর্জ্জয়ার মুখের দিকে চাহিল]

দুর্জ্জয়া। প্রয়োজন হ'লে তাকেও সংসার থেকে বিদায় কর্‌তে হবে। তবে সেটা আপাততঃ প্রয়োজন বোধ কর্‌ছি না।

[শ্রীকণ্ঠ উভয় করতল অবমর্ষণ করিতে করিতে নতমুখে ভাবিতে লাগিলেন।]

দুর্ম্মদ। এর মধ্যে আর ভাব্‌নার কিছু নাই, শ্রীকণ্ঠ!

শ্রীকণ্ঠ। ওঃ—রাজ্য পালন এত দুরূহ! এত কঠোর! আজ বুঝ্‌লাম—দাদা আমাকে রাজত্বদান করেন নি—ভীষণ গুরুদণ্ড প্রদান করেছেন।

দুর্জ্জয়া। ও সব কিছু হবে না, দাদা! তুমি বৃথা আমাকে বাধা দিয়ে কাজ নষ্ট ক'রে দিচ্ছ। রাজত্ব পালন যার পক্ষে এত কঠোরই বোধ হ'যে থাকে, তার মত দুর্ব্বল—তার মত কাপুরুষ কখনই সে সিংহাসনের উপযুক্ত নয়। তুমি রাজ্যমধ্যে এখনই ঘোষণা ক'রে দাও গে যে, আজ হ'তে মহারাণী দুর্জ্জয়াই এই রাজ্যের শাসন-দণ্ড গ্রহণ ক'রে রাজ্য পালন কর্‌বেন। আজ থেকে যা কিছু হবে, তার অনুমতি ক্রমেই হ'তে থাক্‌বে; দেখি, কে তা'তে বাধা দিতে আসে? তার পর আমি ঐ রাজাকে সপরিবারে নির্ব্বাসন, না হয় ভীষণ নৃশংস ভাবে হত্যা কর্‌ব। শেষ কথা আমার এখনও বল্‌ছি, যদি আদেশ-পত্রে স্বাক্ষর কর্‌তে ছোটরাজা এখনও প্রস্তুত হন্, ভালই; নতুবা আমার প্রতিজ্ঞা, অচল অটল। [পত্র বাহির করিয়া] এই আদেশ-পত্র—ইচ্ছা হয় ত এই মুহূর্ত্তে উনি স্বাক্ষর করুন।

দুর্ম্মদ। মহারাজ! আর দ্বিধা ক'রো না। বড় রাজার নির্ব্বাসন-দণ্ডের আদেশ-পত্রে স্বাক্ষর কর! দাও, দুর্জ্জয়া! পত্র আমার কাছে দাও। [পত্র লইয়া] কর, মহারাজ! স্বাক্ষর কর—বিলম্বে নানা বিঘ্ন আস্‌তে পারে।

শ্রীকণ্ঠ। [পত্র বাম হস্তে ধরিয়া কম্পিত দক্ষিণ হস্তে লেখনী ধরিয়া স্বগত] ভগবন্‌! ভবিষ্যৎ তোমার হাতে। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, এর নামই কি রাজত্ব পালন?

দুর্জ্জয়া। এখনও চিন্তা! এখনও ভাবনা! দাদা, আদেশ-পত্রখানা আমাকে এখনি ফিরিয়ে দাও!

শ্রীকণ্ঠ। রাখ—আর একটু ভাব্‌তে দাও—বুকের স্পন্দনটা আর একটু থাম্‌তে দাও। নৈলে লিখ্‌তে হাত কাঁপ্‌বে—মনে হচ্ছে, হয় ত সেই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীখানাও কেঁপে উঠ্‌বে—রসাতলে যাবে—তুমি আমি সব সেই সঙ্গে সেই রসাতলে ওঃ—

দুর্ম্মদ। আচ্ছা, দুর্জ্জয়া! একটু অপেক্ষাই কর না। দেখ্‌ছ না, হাত কাঁপ্‌ছে; স্বাক্ষরটা ঠিক হওয়াও চাই ত?

শ্রীকণ্ঠ। [দৃঢ় ভাবে দন্তে অধর চাপিয়া ধরিয়া] না, আর কাঁপ্‌বে না—এইবার ঠিক স্বাক্ষর ক'রে দিচ্ছি। [স্বাক্ষর করিয়া] এই নাও, দুর্জ্জয়া! আর কি কি আছে? কল্যাণের হত্যা—সুষেণের হত্যা—আর যা যা বল্‌বে, দাও আদেশ-পত্র লিখে দাও—এখনই স্বাক্ষর ক'রে দিচ্ছি। এই মাহেন্দ্রক্ষণ—এর পর হয় ত আর হবে না! কি জানি—এর পর হয় ত আর হবে না।

দুর্জ্জয়া। সে সব এর পরে হবে।

শ্রীকণ্ঠ। ব্যস্, তা' হ'লে যেতে পারি?

[নিঃশব্দে প্রস্থান।

দুর্ম্মদ। ঠিক হয়েছে, সময় দিলে আর হওয়া কঠিন হ'ত!

দুর্জ্জয়া। দুর্জ্জয়ার কার্য্য-পদ্ধতি এইরূপ জেনে রেখো, দাদা!

দুর্ম্মদ। ও স্বাক্ষর ক'টা একবারে ক'রে নিলেই হ'ত।

দুর্জ্জয়া। না, বিশেষ কারণ আছে। দেখি, এই রাজারাণীর বনবাস প্রজাপুঞ্জ কি ভাবে মেনে নেয়। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ ও সেনাপতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই কর্‌তে হবে। সে গূঢ় মন্ত্রণা তোমাতে আমাতে আজ রাত্রি মধ্যেই শেষ ক'রে রাখ্‌তে হবে। চল যাই—এখন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা এই আদেশ-লিপি বড় রাজার কাছে পাঠাই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কুটিরাঙ্গন—গভীর রাত্রি।

একাকী ব্রহ্মানন্দ গভীর চিন্তামগ্নাবস্থায় আকাশের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। ঐ অনন্ত অসীম বিরাট্ নীল আকাশ! অনন্ত তারকাখচিত নভস্তলে যেন হীরকহারমণ্ডিত রত্নহার বিরাজমান। কী সুন্দর—কী স্নিগ্ধ ওর অনন্ত সৌন্দর্য্য! আবার যখন মনে হয়, কত কোটি কোটি সূর্য্য-মহাসূর্য্য ভীষণ জ্বালাময় অগ্নি-গোলকের ন্যায় ভৈরব-মূর্ত্তিতে ঐ অনন্ত নীলিমার কোন্ অনন্ত অদৃশ্যপথ জ্বালাময় ক'রে প্রকাশ পাচ্ছে, তখন মনে হয়, ও কী বিরাট্—কী ভীষণ—কী রুদ্র! বিশ্ববিধাতার কী অদ্ভুত বিরাট্ অথচ সুন্দর সরল ঐ অনন্ত আকাশ সৃষ্টি—যার একদিকে

প্রভাত, একদিকে সন্ধ্যা; যার একদিকে উষা,—একদিকে গোধূলি; যার একদিকে সূর্য্য—একদিকে চন্দ্র! কী সেই বৈষম্যে সাম্যে মধুর সম্মিলন! যার একদিকে তাপ—একদিকে শৈত্য; কী সেই ভেদের অভেদ সমন্বয়—যার একদিকে উদয়, একদিকে অস্ত—কী সেই উত্থান-পতনের চরম আদর্শ সৃষ্টি! কিন্তু মূর্খ মানুষ তবুও বোঝে না—তবুও মানে না যে. উত্থানের পর আবার পতন আছে। অন্ধ মানুষ তারা—সেই উত্থানের উৎসবে মত্ত হ'যে পতনের বিষাদ অশ্রুর কথা একবার মনেও কর্‌তে পারে না, তাই মানুষ এত পদে পদে ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্ঘাতে চূর্ণ হ'য়ে হ'য়ে যায়।

সংগ্রামকেতু ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন।

সংগ্রাম। প্রণাম করি, গুরুদেব!

ব্রহ্মা। জয়োঽস্তু। [দেখিয়া] ও কে? সংগ্রামকেতু? দেখ, একবার ঊর্দ্ধে ঐ অনন্ত নীল আকাশের দিকে চেয়ে দেখ।. দেখ, কী সুন্দর ওর নীলিমা—কী সুন্দর ওর জ্যোতিষ্কমালা—কী সুন্দর ওর উজ্জ্বল শশীটি! হাঁ, তুমি বোধ হয়, বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য—আচ্ছা, তবুও একবার ঐ অসীমের অসীমত্বের মাঝে—তোমার অসীমত্বকে ডুবিয়ে দেখ। কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ?

সংগ্রাম। অতি সুন্দর—অতি চমৎকার—অতি গভীর—অতি মহান্!

ব্রহ্মা। কিন্তু—না, কি বিশেষ প্রয়োজন বল্‌ছিলে না?

[তন্ময় হইয়া দাঁড়াইলেন]

সংগ্রাম। আজ্ঞে, বল্‌ছিলাম—

ব্রহ্মা। কিন্তু—ঐ দূরে—অতি দূরে—আরও দূরে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ কি? .

সংগ্রাম। হাঁ, দেখ্‌তে পাচ্ছি—অতি ক্ষুদ্র একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ।

ব্রহ্মা। না, না, ও অতি ক্ষুদ্র নয়—অতি বৃহৎ—অতি বিশাল! ঐ ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে হয় ত একটা মহাপ্রলয় লুকানো রয়েছে। দেখ নাই কি? ক্ষুদ্র একটা বীজের মধ্যে কত বৃহৎ একটা বটবৃক্ষ লুকিয়ে থাকে? একটা স্ফুলিঙ্গ হ'তে কী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হয়? হাঁ, তার পর কি বল্‌ছিলে, বল শুনি?

সংগ্রাম। গুপ্তচরের মুখে শুন্‌লুম যে, ছোট রাজা নাকি—

ব্রহ্মা। —মহারাজকে হত্যার আদেশ দিয়েছেন, কেমন?

সংগ্রাম। আজ্ঞে না, মহারাজা ও মহারাণীকে বনবাসে দেবার আদেশ-লিপি মহারাজের নিকটে প্রেরণ করেছেন।

ব্রহ্মা। এতটা কমিয়ে নিলে কেন? আমার সিদ্ধান্ত ত তা ছিল না, সেনাপতি! একেবারে হত্যাব আদেশই শুন্‌ব ব'লে উৎকর্ণ হ'য়েছিলাম। তা' হ'লে খুবই একটা চাল্ চেলেছে ত দেখ্‌ছি! আচ্ছা, এখন একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখ দেখি, কি দেখ্‌তে পাও?

সংগ্রাম। সেই ক্ষুদ্র মেঘ ক্রমেই বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে।

ব্রহ্মা। শুধু বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে নয়—সঙ্গে সঙ্গে ঘনায়মান হ'য়েও উঠেছে। আচ্ছা, তার পর?

সংগ্রাম। এই সংবাদ শুনেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

ব্রহ্মা। উপায় চাই?

সংগ্রাম। তা ভিন্ন আর কি?

ব্রহ্মা। যদি নির্ব্বাসন দেওয়াই স্থির হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে তার উপায় ত আমাদের হাতে কিছু নাই, সেনাপতি; কারণ মহারাজ সেই আদেশ-পত্র প্রাপ্তিমাত্রেই হয় ত এতক্ষণ মহারাণীকে সঙ্গে ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত আমাদের কোন কথাই টিক্‌বে না; বরং যদি হত্যার আদেশ দেওয়াই হ'ত, তা' হ'লে তার প্রতী-

কারের উপায় আমরা প্রাণপণে করতে পারতেম। কিন্তু—দেখছ, ঐ আকাশের অবস্থা দেখছ? কোথায় সেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলী—কোথায় বা সেই চন্দ্রমার সুধাময় কৌমুদী—আর কোথায় সেই জ্যোৎস্নার তরল-প্রকৃতি হাসি? কেমন দেখছ না? একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত সেই বিশাল মেঘমালা একেবারে সব আকাশটা ছেয়ে ফেলেছে! কী ভীষণ—কী রুদ্র—কী প্রচণ্ড ঐ দৃশ্য! তার পর শোন, সংগ্রামকেতু! ঐ নির্ব্বাসন দণ্ডই শেষ নয়!

সংগ্রাম। আর কি?

ব্রহ্মা। তার পর যুবরাজ কল্যাণ আছে, শিশু সুষেণ আছে, আর তুমি আছ আর আমিও আছি; এইবার শোণিতের তরঙ্গ-লীলা দেখতে পাবে।

সংগ্রাম। বলেন কি!

ব্রহ্মা। দেখছ না, আকাশের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে! ঘন ঘন দামিনী-শিখা মৃত্যুর বিভীষিকার মত—দূরবর্ত্তী শ্মশানের বহ্নি-শিখার মত কেমন নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে!

সংগ্রাম। এইবার তা' হ'লে ঝড় উঠছে বোধ হয়!

ব্রহ্মা। [হাসিয়া] আর বোধ হয় নাই, নিশ্চয়ই জেনে রেখো। কিন্তু আর ভাবলে চলবে না—অলস পঙ্গুর মত আর ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না—আসন্ন-মৃত্যু রোগীর মত শয্যাতলে অসাড় হ'য়ে প'ড়ে থাকলে চলবে না। ঐ দেখ মেঘ গর্জ্জাতে সুরু করেছে—সোঁ-সোঁ রবে ঝড় উঠেছে! এই বেলা প্রস্তুত হও—এই বেলা দৃঢ় হও—এই বেলা বহ্নির মত জ্ব'লে ওঠ—মহামারীর মত ধ্বংস-মূর্ত্তি ধর—রাজার শত্রু, দশের শত্রু, দেশের শত্রু সংহার কর—সংহার কর—

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রঙ্গিণীর গৃহ।

সুসজ্জিতা রঙ্গিণীর প্রবেশ।

রঙ্গিণী। তা বড়লোকের কথার ঠিক থাকে। ভেবেছিলুম যে, একে বড়লোক, তাতে ছোটরাজার সম্বন্ধী, পাছে কাজ হাসিল ক'রে নিয়ে শেষে কলা দেখায়। দেখালেও ত পারত? দেখালেই বা কি করতুম? কিন্তু সেদিকে কোন গোল করে নি। দেওয়াটাও ত সে রকম দেওয়া নয—খালি সোনার মোহর! সিন্ধুক বাক্স একেবারে ভর্তি; ফুর্তি কি রঙ্গিণীর সাধে বাড়ছে? পাড়ার মাগীগুলো বলে যে, রঙ্গিণীর মাথা খারাপ হয়েছে, নইলে দিনরাত অমন নেচে-গেয়ে বেড়ায় কেন? আরে, আসল কথাটা ত আর কেউ জানে না। রঙ্গিণী যে কেন নেচে-গেয়ে বেড়ায়, তা জানতে পেলে কি হারামজাদী মাগীগুলো আমার হিংসায় বাঁচত? তা ভালই হয়েছে, যত না জানে—ততই রঙ্গিণীর ভাল বই মন্দ নয়! তবে তাও বলি, যে ভাবে প্রাণটা হাতের ভেতর ক'রে সেদিন রাজসভাতে গিয়ে রাজার সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যার বস্তা খুলে দিয়েছিলুম, তাতে যে ধরা প'ড়ে গর্দ্দান দিতে হয় নি, সেই আমার চোদ্দ-পুরুষের ভাগ্যি! যে সময়টা রাজকুমারের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দি, তখন সেই ব্রহ্মানন্দঠাকুরের চোক দুটো দেখি, আগুনের মতন জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বলছে! সাধ্যি কি যে, সেদিক্ পানে চেয়ে থাকি! রঙ্গিণী ব'লেই এ কাজ হাসিল করতে পেরেছে! সাধে কি আর সোনার কাঁড়ি এসে রঙ্গিণীর ঘরে ঢেলেছে? সম্বন্ধী মশায় আবার ব'লে গেছেন—

"রঙ্গিণি, যদি দরকার হয়, তবে আবার তোমাকে চাই।" তা আমিও সত্যিপীরের কাছে মানত্ ক'রে বল্ছি, দরকার হোক্—খুব দরকার হোক্! এখন ভাব্না হচ্ছে, ম'রে না যাই! দোহাই বাবা বৈদ্যনাথ! রঙ্গিণীকে আর কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখ। গাই—একখানা গান, না গেয়ে আর থাক্তে পার্ছি না।

নৃত্যগীত।

মাইরি কেমন থাক্তে পারি না।
আমার যখন খুসী গাইব তখন,
আর আমি কার ধার ধারি না॥
কেমন হাঁকোচ-প্যাঁকচ করে গো প্রাণ,
গেয়ে মরি তাই এত গান,
আমার গান পোরা পেট ফেঁপে ওঠে,
করে গো আন্‌চান্;
পাছে গানের খ'দে-ঢেকুর মারে,
তাই আমি গান চেপে রাখি না॥

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ।

ঘুমন্ত সুষেণকে ক্রোড়ে লইয়া চিন্তার প্রবেশ।

চিন্তা। এই এতক্ষণে সুষেণ আমার ঘুমিয়েছে। এত রাত্রি হয়েছে, সুষেণ আমার সমান ভাবে জেগেছিল। এমন দুরন্ত যে, রাত্রিতে আর কারও কাছে স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পারে না। দিনের বেলায় ওর ঠাকুর-দাদার কাছ ছাড়া থাক্‌বে না, আবার রাত্রি হ'লেই মায়ের কোল। এখন আস্তে আস্তে শুইয়ে দিই। [সুষেণকে শোয়াইয়া] মহারাজ ত এখনও আস্‌ছেন না। সেই কে এসে কিসের জন্য ডেকে নিয়ে গেল, বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। সর্ব্বদাই যেন একটা কিসের আতঙ্ক—কিসের ভয় আমার মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারে! কিসের যেন একটা অমঙ্গলের ছায়া—কেমন যেন একটা বিপদের ছায়া আমার চারিদিক্ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর স্বপ্নকে মিথ্যা ব'লে মনকে বুঝিয়ে রাখা যায় না। মহা-রাজের সেই দুঃস্বপ্ন দেখ্‌বার পর থেকেই ত রাজ্যে বিপ্লব আরম্ভ হ'ল। বাবা কল্যাণ আমার কারাগারে গেল—মহারাজ রাজ্য হারালেন। হায়, কল্যাণ—পুত্র আমার! বিনা দোষে পাপ-চক্রান্তে আজ তুমি ভীষণ কারা-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছ। আমি মা—তাও সহ্য ক'রে আছি। হে ঠাকুর! কেন এমন কর্‌লে? কি পাপে এ পাপিনীর এমন কঠোর শাস্তি বিধান কর্‌লে? কেন এমন আমার সাজানো সংসার ভেঙে দিলে? আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না, শান্তি দাও, ঠাকুর—শান্তি দাও—[অঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জন]

একখানি পত্রহস্তে ম্লান হাস্যমুখে শ্রীবৎসের প্রবেশ।

শ্রীবৎস। চিন্তা! আর কেন? প্রস্তুত?

চিন্তা। প্রস্তুত ত হ'য়েই আছি; মহারাজ; কোথায় যেতে হবে বল?

শ্রীবৎস। বনবাসে, চিন্তা!

চিন্তা। চল। কিন্তু কারণ কি, জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি?

শ্রীবৎস। রাজ-আদেশ। এই মহারাজ শ্রীকণ্ঠের স্বাক্ষরিত আদেশ-লিপি। এখনই—এই মুহূর্ত্তেই নগর ত্যাগ কর্‌তে হবে।

চিন্তা। হঠাৎ এরূপ আদেশের কারণ কি? জান্‌তে পেরেছ কি?

শ্রীবৎস। না চিন্তা, জান্‌বার ইচ্ছাও হয় নি। সম্ভবতঃ আমরা রাজ্যে থাকায় রাজকার্য্যের কোনও বিশেষ অসুবিধা হ'য়ে থাক্‌বে।

চিন্তা। বাহিরে যে বড় দুর্যোগ।

শ্রীবৎস। এই দুর্যোগই আমাদের পক্ষে পরম সুযোগ হয়েছে। কেউ দেখ্‌তে পাবে না—কেউ জান্‌তে পাবে না; সেনাপতি ও ব্রহ্মানন্দ আর বাধা দেবার কোন অবকাশ পাবেন না—বৃদ্ধ পিতামাতাও এখন নিদ্রিত; অন্য সময় হ'লে প্রজাগণও হয় ত একটা গোলযোগ ক'রে বস্‌ত, সে গোলযোগ অশান্তি নিবারণ করাও হয় ত শ্রীকণ্ঠের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হ'য়ে দাঁড়াত, তাই এই দুর্যোগই এখন আমার পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বল্‌তে হবে।

চিন্তা। যাবার পূর্ব্বে আর কি কর্‌তে হবে?

শ্রীবৎস। কৈ, আর ত কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না; তবে হাঁ আমাদের এ বেশ ছেড়ে ফেলে—তোমার অলঙ্কারাদিও—মাত্র দুইজনে দুইখানি বস্ত্র পরিধান ক'রে নিঃসম্বল অবস্থায় গৃহ ত্যাগ কর্‌তে হবে। খুব শীঘ্র আমাদিগে এই কাজটা সেরে নিতে হবে।

চিন্তা। কল্যাণের দশা কি হবে, মহারাজ ?

শ্রীবৎস। সে হাত ত আর আমার নাই, চিন্তা ! রাজ বিচারে যা স্থির হবে, তাই হবে।

চিন্তা। তবে সুষেণকে তুলি ?

শ্রীবৎস। না, তাও তুলো না; সুষেণ যেমন এখন ঘুমুচ্ছে তেমনই ঘুমুক।

চিন্তা। আগে থেকে জাগিয়ে শান্ত না কর্‌লে, নিয়ে যাবার সময় হয় ত খুব চেঁচিয়ে উঠ্‌বে।

শ্রীবৎস। সুষেণকে কোথা নিয়ে যাবে, চিন্তা ?

চিন্তা। [বিস্ময়ে চাহিয়া] কেন, আমাদের সঙ্গে ?

শ্রীবৎস। আমরা যে, বনবাসে যাচ্ছি, চিন্তা ! সে শ্বাপদ্-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে সুষেণকে নিয়ে যাবে, কেমন ক'রে ?

চিন্তা। কেন ? তুমি আছ, শ্বাপদে তার ভয় কি ?

শ্রীবৎস। সেখানে খাদ্যের অভাব হ'তে পারে, চিন্তা !

চিন্তা। কেন, বনে ত ফল মূল আছে ? যে বনে ফল মূল মিল্‌বে, সেই বনে গিয়ে আমরা পাতার কুঁড়ে বেঁধে বাস কর্‌ব।

শ্রীবৎস। না, চিন্তা ! তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না—সুষেণকে নিয়ে যাওয়া হবে না।

চিন্তা। কি কথা বল্‌ছ, মহারাজ ! আমি যে মা—সুষেণ যে এখন আমার কোল ছাড়া ঘুমুতে পারে না ! আমাকে ছেড়ে সুষেণ কি থাক্‌তে পারে, মহারাজ ?

শ্রীবৎস। সে কথা তুমি মা হ'য়ে বল্‌তে পার্‌ছ, আর পিতা হ'য়ে আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, চিন্তা !

চিন্তা। তবে কেন দাসীর প্রতি নিদয় হচ্ছ, মহারাজ ?

শ্রীবৎস। নিদয় আমি হচ্ছি না, চিন্তা! নিদয় হচ্ছেন—তোমার আমার ভাগ্যবিধাতা!

চিন্তা। তবে কি সুষেণকে সঙ্গে নিতে ছোট রাজার কোন নিষেধ আছে?

শ্রীবৎস। [মুখ নত করিয়া নিম্নস্বরে] হাঁ, চিন্তা!

[শ্রবণমাত্র চিন্তা অঞ্চল দিয়া চক্ষু ঢাকিলেন]

[স্বগত] ভগবান্! মহাপরীক্ষা। [কিঞ্চিৎ ভাবিয়া প্রকাশ্যে] এক কাজ কর, চিন্তা! আমি জানি, তুমি সুষেণকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না; অতএব তুমি সুষেণকে সঙ্গে ক'রে নিজের পিত্রালয়ে চ'লে যাও, আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। এরূপ ব্যবস্থা কর্‌তে ছোটরাজাব নিষেধ নাই।

চিন্তা। [চক্ষু হইতে অঞ্চল খুলিয়া] আর কোন দিন ত এমন আঘাত আমাকে দেন্ নি, মহারাজ! দাসী আজ কি অপরাধ করেছে যে, শেষে তাকে তোমায ছেড়ে পিত্রালযে যেতে বল্‌ছ?

শ্রীবৎস। এ আঘাতের কথা নয়, চিন্তা! এ অতি সত্য কথা। তুমি সুষেণকে সঙ্গে নিয়ে তোমার পিত্রালয়ে গিয়ে বাস কর্‌লে, আমি একাকী নিশ্চিন্ত মনে বনবাসে কাটাতে পার্‌ব।

চিন্তা। তুমি যদিও পার, আমি ত তা পার্‌ব না, মহারাজ! দাসী ত জীবনে কখনও চরণ-ছাড়া হ'য়ে একদিনও থাকে নি, তা কি তুমি জান না, মহারাজ?

শ্রীবৎস। জানি, চিন্তা—সবই জানি! কিন্তু—কিন্তু এ ভিন্ন যে আর কোন উপায়ই নাই। কেন, চিন্তা! তুমি সুষেণের মা, আর আমি তার পিতা, পুত্রস্নেহে ভগবান্ পিতাকেও বঞ্চিত করেন নি; মায়ের ন্যায় পিতার বক্ষেও শোণিত আছে, সে শোণিতের প্রত্যেক বিন্দু সেই অগাধ

পুত্রস্নেহে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আছে, সে পিতৃ-হৃদয়ের পরতে পরতে পুত্রস্নেহ-ধারা নদীর ন্যায় অনন্ত লহরীলীলা ভঙ্গে প্রবাহিত হ'য়ে আছে। চিন্তা! পাষাণেও প্রবাহ থাকে ; কিন্তু ভাগ্যবিধাতা পিতার ভাগ্য অন্য উপাদানে গড়েছেন, তাই সেই দুর্ভাগা পিতাকে কঠোর কর্ত্তব্যের বজ্র দিয়ে হৃদয় গ'ড়ে রাখ্‌তে হয় ; তাই বাধ্য হ'য়ে কঠিন নিষ্ঠুরতার বর্ম্ম দিয়ে হৃদয় আবৃত ক'রে রাখ্‌তে হয়। নতুবা দেখ্‌লে না, চিন্তা! বিনা বাক্য-ব্যয়ে কল্যাণের মত পুত্রকে কেমন ক'রে কঠোর কারাদণ্ড প্রদান কর্‌লেম! যাই হোক্, এখন আমি মহা সন্ধিক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ; আর সময় নাই, চিন্তা! রাজাদেশ লঙ্ঘন কর্‌তে পার্‌ব না, শীঘ্র ব্যবস্থা কর। [চিন্তা ইতিমধ্যে বসন-ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া সময়োচিত বেশ পরিধান করিয়াছিলেন।]

চিন্তা। ব্যবস্থা ক'রেই দাঁড়িয়ে আছি। এখন চল, মহারাজ!

শ্রীবৎস। পার্‌বে ?

চিন্তা। পার্‌ব।

শ্রীবৎস। এখনও বোঝ—সুষেণ তোমা ভিন্ন জানে না!

চিন্তা। তার ঠাকুর দাদা আছেন।

শ্রীবৎস। সকলের উপরে আছেন ভগবান্। চিন্তা! আজ এস আমরা আমাদের পুত্রকন্যার জীবন মরণ সর্ব্বস্ব সেই মঙ্গলময় জগদীশ্বরের চরণে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত মনে চ'লে যাই। এ নির্ভরের মত আর কোন নির্ভরতা মানুষের নাই। তাঁরই গচ্ছিত রত্ন আজ তাঁরই করে সঁপে দিয়ে সকল চিন্তা—সকল ভাবনা হ'তে অবসর গ্রহণ করি। এখন তুমি প্রস্তুত হয়েছ, আমি প্রস্তুত হ'য়ে নিই।

[নিজ পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, চিন্তা একদৃষ্টে সুষেণকে দেখিতে লাগিলেন।]

[নেপথ্যে রাজলক্ষ্মী গাহিলেন]

রাজলক্ষ্মী।—

গান

কোথা যাও—কোথা যাও,
আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও।
আমি তোমারি—আমি তোমারি
আমায় কেন বিদায় দাও॥
শুধু সম্পদের বেলা নহি তব সাথী,
বিপদের সাথে আমি হ'ব ব্যথার ব্যথী,
আমায় ক'রো না বঞ্চিত, হে হৃদয়-বাঞ্ছিত,
আমায় সাথের সাথী ক'রে নাও॥

শ্রীবৎস। শুন্‌ছ, চিন্তা! এই নৈশ-দুর্যোগ ভেদ ক'রে একটী করুণ সুর কোথা হ'তে যেন ভেসে আস্‌ছে। বড় বেদনাময়—বড় ব্যথাভরা—বড় সময়োচিত—কিন্তু বড় মধুর! সুষেণকে দেখ্‌ছ, চিন্তা! দেখ, প্রাণভ'রে দেখ—সমস্ত স্নেহ দিয়ে ডুবিয়ে রেখে যাও—সমস্ত মাতৃত্ব দিয়ে ঘিরে রেখে যাও।

চিন্তা। [একটু উচ্ছ্বাসের সহিত] সুষেণ! পুত্র আমার!

শ্রীবৎস। কিন্তু খুব আস্তে—যেন ঘুম ভেঙে না যায়!

চিন্তা। [সকরুণ নিম্নস্বরে] সুষেণ—থাক, বাবা! এইভাবে ঘুমিয়ে থাক। যখন ঘুম ভাঙ্‌বে, তখন যেন মা ব'লে আর কেঁদে উঠো না—সেই ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গেই তোমার রাক্ষসী মাকে ভুলে যেয়ো। না, ভুল্‌তে তোমায় বড় কষ্ট হবে! মনে ক'রো তোমার কখনও মা ছিল না, তুমি কখনও প্রকৃত মাকে পাও নি। যেদিন যাকে তুমি মা ব'লে ডেকেছ—যে তোমাকে স্তন্য দিয়েছে, সে তোমার মা নয়—সে রাক্ষসী—সে দানবী—সে ডাকিনী—সে শত্রু তোমার ম'রে গেছে!

শ্রীবৎস। [বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে] চিন্তা! আর কেন?

চিন্তা। না, আর বিলম্ব কর্‌ছি নে, একবার দেখে যাই। এই মুখ, এই চোখ, এই হাসি—হা ঈশ্বর! কর্‌লে কী? [কাঁদিয়া ফেলিলেন]

শ্রীবৎস। [কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া সজলচক্ষে সুষেণের দিকে চাহিয়াছিলেন]

চিন্তা। দেখ, মহারাজ! আর একবারটী শেষ দেখা দেখে নাও। আর ত কোথাও গিয়ে এ মুখ দেখ্‌তে পাবে না!

শ্রীবৎস। [নিম্নস্বরে] হায়, শ্রীকণ্ঠ! একটু দয়া কর্‌লি না, ভাই? তোর এই বিশাল রাজ্যের মাঝে আমাদের জন্য এতটুকু স্থানও হ'ল না! যদি চক্ষু থাকে—যদি হৃদয় থাকে—যদি মানুষ হ'স্, তা' হ'লে এই মুহূর্ত্তে একবার এসে এই করুণ দৃশ্যটী দেখে যা!

চিন্তা। থাক্, মহারাজ! আর তাকে কেন? তারা সুখে থাক্, কিন্তু দেখ, মহারাজ—দেখ, ঐ সুষেণের ওষ্ঠ দুখানি নড়্‌ছে, কি যেন আমায় বল্‌বে। তুমি অনুমতি দাও—একবারটী ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে সুষেণের শেষ কথাটী শুনে যাই।

শ্রীবৎস। চিন্তা! চ'লে এস। বেশিক্ষণ হ'লে আর ধৈর্য্য রাখ্‌তে পার্‌ব না, বোধ হয়।

চিন্তা। [জ্ঞানহারা ভাবে] একটা কাজ কর্‌ব, মহারাজ, আমি একবারটী—'তুমিময়-আমি' একবারটী গিয়ে ছোট রাজার হাত দুখানি ধ'রে সুষেণকে ভিক্ষা চেয়ে আস্‌ব? আমি কেঁদে কেঁদে তার হাত দুখানা ভিজিয়ে দিয়ে ভিক্ষা চাইলেও কি শ্রীকণ্ঠ আমায় সুষেণকে ভিক্ষা দেবে না? নিশ্চয়ই দেবে, মহারাজ! সে হয় ত এতদূর নিষ্ঠুর হবে না; আর তা না হয় একবার দৌড়ে গিয়ে দুর্জ্জয়ার পা দুখানি জড়িয়ে ধরি গে, আর বলি গে—দে, বোন্—দে, রাণি—আমার সুষেণকে ভিক্ষা দে! সে বোধ হয়,

এতদূর পাষাণী হবে না। তার যে মায়ের প্রাণ—সে মায়ের ব্যথা নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পারবে।

শ্রীবৎস। [স্বগত] হায়, চিন্তা জ্ঞানহারা উন্মাদিনী! ভগবান্—রক্ষা কর!

চিন্তা। না, তুমি রাগ কর্‌ছ, আমি যাব না—তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে পার্‌ব না। চল, মহারাজ! আর বিলম্বে কাজ নাই। কিন্তু আর একটু—এক মুহূর্ত্ত—আর কিছু নয়—শুধু একটী চুম্বন—শুধু একবারটী প্রাণ-ভ'রে সুধাপান।

[সুষেণের মুখচুম্বন এবং সুষেণ একটু নড়িয়া উঠিল ; শ্রীবৎস চিন্তার হাত ধরিয়া উঠাইয়া আনিলেন এবং সেই অবস্থায় চিন্তা উদাস-নয়নে অশ্রুধারা মোচন করিতে করিতে, সুষেণকে দেখিতে দেখিতে পশ্চাৎ ফিরিতেছিলন, শ্রীবৎসও সজলচক্ষে সুষেণকে দেখিতে দেখিতে চিন্তাকে লইয়া প্রস্থান করিতেছিলেন।]

[প্রস্থান করিতে করিতে] থাক, সুষেণ—ভয় নাই। ভগবানের কোলে রেখে গেলাম, কোন কষ্ট হবে না—কোন দুঃখ হবে না।

শ্রীবৎস। জগদীশ্বর! তুমিই দেখো—তুমিই রেখো।

চিন্তা। [প্রান্তস্থানে গিয়া] ঐ প'ড়ে রইল! উ-হু-হু, মহারাজ! একটু দাঁড়াও—দূর থেকে আর একবারটী—দূর থেকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে!

[উভয়ে কিঞ্চিৎকাল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া পরে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইলেন ; নেপথ্যে ব্রহ্মানন্দ চাপাস্বরে বলিলেন—"সেনাপতি! তুমি এই দ্বারদেশে অপেক্ষা কর, আমি এখনই আস্‌ছি।" বলিয়া ব্রহ্মানন্দ ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিলেন।]

ব্রহ্মা। [আবেগের সহিত] কৈ, মহারাজ! কোথায় মহারাজ! নাই—নাই—সমস্ত গৃহ শূন্য! যেন হাঁ ক'রে, আমাকে গ্রাস করতে আসছে—যেন প্রকাণ্ড একটা রাক্ষস এসে আমার শ্রীবৎসকে খেয়ে হো—হো ক'রে হাসছে! হায়, মহারাজ! চ'লে গেলে? যাবার সময়ে একবার দেখতেও পেলাম না। ব্রহ্মানন্দ! আজ তোর শুষ্ক চক্ষেও জল দেখা দিয়েছে। ও—হো—হো—

[সহসা সুষেণ জাগিয়া অর্দ্ধোত্থিত ভাবে ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়া সভয়ে বলিলেন]

সুষেণ। মা! মা! দেখ ত্তেয়ে, লাক্ষথ আমায় কাম্‌লাতে এথেথে।

ব্রহ্মা। য়্যাঁ! য়্যাঁ! ও কে? সুষেণ! সুষেণ! হা, মহারাজ! হা, মহারাণি! পার্‌লে কেমন ক'রে? হা, নিষ্ঠুর শ্রীকণ্ঠ! এতবড় নৃশংস তুই? এতবড় পিশাচ তুই?

সুষেণ। কৈ, আমাল্ মা কৈ? [উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া] মা! মা! কোথায় গেল, গুলুথাকুল মথাই?

ব্রহ্মা। এস, সুষেণ! আমার কোলে এস; তোমাকে তোমার ঠাকুরদাদার কাছে নিয়ে যাই।

সুষেণ। থেত্তো এখন নয়, থেত্তো থকাল বেলা দাব; লাত্তিলে মাল্ কোলে থুয়ে থাক্‌ব।

ব্রহ্মা। [স্বগত] হা, হতভাগ্য বালক! মায়ের কোলে আর শুয়েছ!

সুষেণ। আমাল্ মা কোথায়? বল না, গুলুথাকুল! আমাল্ বল ভয় কথে! আমাল্ মাকে দেকে দাও না!

ব্রহ্মা। [স্বগত] কী ব'লে উত্তর দেবো? কিন্তু তারা ত

পেরেছে! তারা ত এ ঘুম ভাঙ্‌বার কথা মনে ক'রে ফিরে আস্‌ছে না—কেমন ক'রে পাব্‌লে?

সুষেণ। কৈ, দেকে দিলে না? তবে তোমায় মাল্‌ব। [তথাকরণ] আমি কাঁদ্‌ব—আমি ধূলায় প'লে গলাগলি দেবো।

ব্রহ্মা। [সুষেণের অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠাইয়া বক্ষে ধরিয়া] কেঁদো না—কেঁদো না, সুষেণ! তোমার মা নেই—ম'রে গেছে। সে রাক্ষসী মা—ডাকিনী মা—সে পাষাণী মা! সে মা'র কথা আজ হ'তে ভুলে যাও। ওঃ, কী ক'রে গেলে, মহারাজ?

সুষেণ। [কাঁদিতে কাঁদিতে] আমাল্‌ মা ম'লে গেথে? মা! মা! তুই কোথায় ম'লে গেথিত্‌, মা? থেখানে দাবো।

ব্রহ্মা। কেঁদো না—কেঁদো না, লক্ষ্মী আমার—কেঁদো না! হোঃ, একটা ঝঞ্ঝা—একটা অট্টহাস—একটা দুঃস্বপ্ন প্রলয়ের মত এসে চ'লে গেল! এইবার বোধ হয়, আকাশ পরিষ্কার হ'ল। চমৎকার—বড় চমৎকার!

[উদাসভাবে সুষেণ সহ প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

তোরণ-দ্বার। কাল—প্রভাত।

সকরুণ গীতকণ্ঠে প্রজাগণের প্রবেশ।

প্রজাগণ।—

গান।

ওরে নাই রে—নাই রে আর
আমাদের রাজা রাণী নাই।
কোথা গেলে পাব দেখা,
চল সেখানে চ'লে যাই॥
কোথা গেলে মহারাজা, কাঁদে তোমার কাতর প্রজা,
(দুঃখে বুক ফেটে যায়)
(আজ দারুণ দুঃখে বুক ফেটে যায়)
(তোমার সোনার রাজ্য শ্মশান দেখে)
হায়, কোথা তুমি মহারাণি।
তোমা বিনে আঁধার হেরি সাধের রাজধানী,
(আমরা মা হারালাম)
(হায় রে, এতদিনে মা হারালাম)
(আর মা-মা ব'লে ডাকব কারে).
(মোরা মাতা পিতা হারা হ'যে, আজ হ'তে যে অনাথ হ'লাম)
তাই আকুল প্রাণে ব্যাকুল হ'য়ে
কেঁদে কেঁদে ধরা ভাসাই॥

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

শ্রীবৎস-কক্ষ।

চক্ষে অঞ্চল দিয়া মাধুরী অশ্রুসিক্তা উমাদেবীকে ধরিয়া আনিতেছিলেন।

উমা। [প্রবেশ পথ হইতে] শ্রীবৎস! আছ, বাবা? কৈ, আজ ত আর কেউ মা ব'লে দৌড়ে আসে না, রে মাধুরি! আমি যে প্রতিদিন লুকিয়ে প্রাতঃকালে এসে বাবাকে আমার আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই, রে মাধুরি! আজ আমি কাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ব—কার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর কর্‌ব? এই বুড়ো মাকে চোখের জলে ভাসিয়ে শ্রীবৎস আমার চ'লে গেল! এই বুড়ো মায়ের বুকের হাড়গুলো ভেঙে গুড়ো গুঁড়ো ক'রে দিয়ে বাবা আমার চ'লে গেল! দে ত, মাধুরি! আমার ভাঙা বুক্‌টায় একটু হাত বুলিয়ে দে' ত! এ যে বড় জ্ব'লে যাচ্ছে রে—বড় জ্ব'লে যাচ্ছে!

[মাধুরী উমাদেবীর বক্ষে হাত বুলাইতে লাগিলেন]

জুড়াচ্ছে না ত, রে মাধুরি! শীতল হচ্ছে না ত, রে বাছা! আজ আমার বুক-জুড়ানো ধন শ্রীবৎস আমার সাধের লক্ষ্মীকে নিয়ে কোথায় চ'লে গেছে। চল্ ত দেখি, মাধুরি! আমাকে একবার তাদের কাছে নিয়ে চল্, কতক্ষণ তাদের চাঁদ মুখ দেখি নি, রে মাধুরি!

[কাঁদিতে লাগিলেন]

মাধুরী। আর কেঁদো না, ঠাকু-মা! বাবা শীগ্‌গিরই ফিরে আস্‌বেন।

উমা। দেখ্‌ত দেখি, মাধুরি! আজ কি সূর্য্য তেমনি ক'রে আকাশে উঠেছে? শোকের আঁধারে সে ত মুখ লুকিয়ে কাঁদ্‌ছে না! পাখীগুলো কি তেমনি ক'রে ডাক্‌ছে, না শোকে তারা চুপ্ ক'রে বাসার ভিতর লুকিয়ে আছে? বাতাস কি তেমনি ক'রেই বইছে, না নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে নিঃশব্দ হ'য়ে রয়েছে?

মাধুরী। [স্বগত] হায়, ঠাকু-মা যে কেমন ধারা পাগলের মত হ'য়ে যাচ্ছে! বড় যে ভয় কর্‌ছে!

উমা। আচ্ছা, তারা দুজনে চ'লে গেল যে, তা তারা তোর একটা রাঙা বর এনে দিয়ে গেল না?

মাধুরী। চল, ঠাকু-মা! ঠাকুর-মন্দিরে প্রণাম কর্‌তে যাই।

উমা। আমি ভাব্‌ছি কি জানিস্, মাধুরি! তোর মা'টা রাক্ষসী না ডাকিনী যে, অমন পেটের ছেলেকে ফেলে পালিয়ে গেল। না রে মাধুরি! তারা দুজন কখনই মানুষ নয়—তাদের প্রাণ দুটো শক্ত পাথর দিয়ে গড়া, তাতে একবিন্দুও স্নেহ নাই, তাতে একটুও মায়া নাই, তারা দুজনই রাক্ষস! দুজনই ডাকাত! দুজনই কাল্ গোখ্‌রো।

মাধুরী। চল, ঠাকু-মা! চল। [আকর্ষণ]

উমা। রাখ, আগে দেখি আমার কল্যাণ কোথায় গেল। আজ ব'কে ব'কে ভূত-ছাড়া কর্‌ব। সে অমন যুবা পুরুষ হ'য়েও তার বাপ্, মাকে জোর ক'রে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লে না? তবে সে কিসের ছেলে?

মাধুরী। [স্বগত] আজও ঠাকু-মা জানে না যে, দাদা কারাগারে বন্দী! হায়, দাদা! তুমি কোথায়? তোমার মাধুরীর মুখের দিকে আর কে তাকাবে? [রোদন]

উমা। এই মরেছে! তুইও কাঁদ্‌ছিস্? না, রে না—তুই কাঁদিস

নে ; যত কাঁদ্‌বার ভার আমার উপর ! [মাধুরীর চক্ষু মুছাইয়া দিলেন] আর কাঁদিস্‌ নে যেন।

মাধুরী। তবে চল, ঠাকু-মা ! এখান থেকে চল।

উমা। যাব, আমি, তীর্থেই যাব। তোর ঠাকুরদাদার কথা ফলেছে, ঘরে শনি এসেছে—আর এখানে থাক্‌ব না, এখনই বুড়োরে নিয়ে তীর্থে চ'লে যাই ; কিন্তু যাবার আগে শ্রীকণ্ঠকে একবার দেখে যেতে হবে। সে কত বড় পাষণ্ড হয়েছে—সেই ডাকিনীটা তাকে কত বড় পাষণ্ড ক'রে গ'ড়ে তুলেছে—সেই সম্বন্ধী শনি ব্যাটা কত বড় ফন্দীবাজ, তাই একবার দেখে যেতে হ'বে। [সক্রোধে] এত বড় যোগ্যতা—আমার ঘরে বাস ক'রে আমার ঘরে আগুন জেলে দেয় ! আমার সোনার লঙ্কা ছারখার ক'রে দেয় ! আমার এমন চাঁদের হাট ভেঙে দিয়ে যায় ! চল্‌ ত দেখি, মাধুরি ! আমাকে একবার এখনই সেখানে নিয়ে চল্‌। আমি আজ সেই শনি ব্যাটার গলা টিপে মেরে ফেল্‌ব—তাড়কা রাক্ষসীর মত তার ঘাড় ভেঙে রক্ত খাব ! হো—হো—হো—

[মাধুরী সহ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে ত্বরিত গমনে প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

মন্দির-প্রাঙ্গণ।

সদানন্দ সহ চিত্ররথ একটু বিচলিত চিত্তে প্রবেশ করিতেছিলেন।

চিত্র। সংবাদ তা' হ'লে ঠিক্? সত্যই চ'লে গেছে? আমার গণনা তা' হ'লে ঠিকই হয়েছে, সদানন্দ! কিন্তু সুষেণকে কেমন ক'রে বনের মধ্যে বাখ্‌বে, তাই ভাব্‌ছি! সে পাগল যে আমার বড় বাধ্য হয়েছে, সদানন্দ! তবে কথা হচ্ছে, সে আমার বাধ্য—না আমি তার বাধ্য? [কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া] যাক্, জাল যত ছিঁড়ে যায়, ততই ভাল। কি বল, সদানন্দ?

সদা। ভাল কি মন্দ, সেটা বোঝা বড় শক্ত, মহারাজ!

চিত্র। কেন, শক্ত হবে কেন, সদানন্দ? এই ত এতদিন সুষেণকে নিয়ে বড়ই জড়িয়ে পড়েছিলাম; কিন্তু আজ একেবারে মুক্ত আমি।

সদা। ঐটে আরও শক্ত কথা! আপনি সত্যসত্যই মুক্ত, না সত্য সত্যই আরও জড়িত?

চিত্র। [চিন্তা করিতে করিতে] উহুঁ, না—না—আচ্ছা রাখ, ভেবে দেখি। [চিন্তা] সদানন্দ! ঠিক বলেছ, বোঝা বড় শক্ত! কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে যেন! কেন বুঝ্‌তে পারা যায় না বল দেখি?

সদা। আরও জটিল, মহারাজ!

চিত্র। আরও জটিল—য়্যাঁ! তবে কি এর কোন মীমাংসা হবে না?

সদা। ঝড়টা থেমে গেলেই তখন পরিষ্কার মীমাংসা হ'য়ে যাবে। এখনও আপনার মনের ভিতর মহা একটা ঝড় বইছে কি না?

চিত্র। বইছে না কি? কৈ? আমি ত জান্‌তে পার্‌ছি না কিছু!

সদা। জান্‌তে পার্‌ছেন; কিন্তু বল্‌তে পার্‌ছেন না; অথবা বল্‌ছেন না—খুব একটা ধৈর্য্য দিয়ে চেপে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছেন।

চিত্র। সদানন্দ! তুমি মানুষ না কী?

সদা। তা বই আর কি, মহারাজ? যখন দু' হাত, দু' পা, দু' চক্ষু, পেছনে লাঙ্গুল নাই, তখন মানুষের শ্রেণী ছাড়া আর কোন্ শ্রেণীতে ধর্‌বেন?

চিত্র। বড় চমৎকার তোমার ব্যঙ্গ অর্থগুলি—একটু নূতনত্ব, একটু বিশেষত্ব আছেই!

সদা। জানেন্ ত, মহারাজ! আমি পুরাণো এক ঘেয়ের উপর ভারি চটা, তাই একটা-আধটা নূতনত্ব বিশেষত্ব নিয়ে নাড়া-চাড়া করি।

চিত্র। মহানন্দকে ত আজ দেখা পাচ্ছি না, সদানন্দ?

সদা। আজ শোকে দুঃখে সকলেই ম্রিয়মাণ, কারও মনে স্ফূর্ত্তি নাই, তাই সকলে নীরবে নিঃশব্দে নিভৃতে ব'সে অশ্রুমোচন কর্‌ছে—তাই আর কারও কোনদিকে মন নাই।

চিত্র। কৈ, তোমার ত কোন অশান্তি দেখ্‌তে পাচ্ছি নে, সদানন্দ?

সদা। বিশেষ বিবেচনা ক'রেই পিতামাতা ঐ নামটী আমার রেখেছিলেন। এমন কি পিতামাতার মৃত্যুসময়েও আমি কখনও কাঁদি নাই।

চিত্র। য়ঁ্যা! বল কি? তুমি এত নিষ্ঠুর?

সদা। নিষ্ঠুর আমি—না তারা, মহারাজ?

চিত্র। কিসে?

সদা। তারা আমায় ফেলে স্বচ্ছন্দে মরে যেতে পার্‌লেন, তাতে

তাদের নিষ্ঠুরতা হ'ল না, আর আমি বেঁচে থাক্‌লেম—তার জন্য আমি হব নিষ্ঠুর ?

চিত্র। পিতামাতা কি কারও চিরদিন বেঁচে থাকেন ?

সদা। থাকেন না ত ?

চিত্র। তা কি থাকেন ?

সদা। একদিন মর্‌তে হবেই এই ত নিয়ম, তার আর সেজন্য কাঁদ্‌ব কেন ? নিয়ম মত কাজ চ'লে গেলে তাতে দুঃখ কিসের ? সূর্য্য চন্দ্র ত নিয়ম মত অস্তাচলে ডুবে যায়, তার জন্য কি কেউ কেঁদে থাকে, মহারাজ ?

চিত্র। কিন্তু মানুষের পক্ষে ঠিক থাকা বড় শক্ত, সদানন্দ !

সদা। সে দোষ মানুষেরই।

চিত্র। মানুষ যে পূর্ণ নয়, সদানন্দ !

সদা। সে দোষও মানুষের।

চিত্র। ভগবান্ ত সে ভাবে মানুষকে তৈরী করেন নি ?

সদা। ভগবান্ কোন্ ভাবে তৈরী করেন নি, মহারাজ ? মানুষ নিজে নিজেই তৈরী হয়।

চিত্র। মহানন্দ থাক্‌লে তোমাকে ঘোর নাস্তিক ব'লে বিদ্রূপ কর্‌ত ; এ সময়ে যদি মহানন্দ এসে আমার মনের ভাব নিয়ে একখানা গান গাইতো, তা' হ'লে বোধ হয়, মনটা একটু সুস্থ হ'ত। সুষেণের খোঁচাটাই যেন বেশি ক'রে বুকে বিঁধ্‌ছে, সদানন্দ ! পাগলটা সব সময়েই কাছে থাকৃত, আজ যেন তার অভাবটা ভাল ক'রেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

সদা। ঐ দেখ্‌লেন, মহারাজ ! মনের ভিতরের ঝড়টা কতক থেমে গেছে ব'লেই, মীমাংসাটাও এখন পরিষ্কার হ'য়ে গেল। আপনি ধৈর্য্যের হিমাচল, তবুও একটু-আধটু ন'ড়ে ওঠেন।

চিত্র। [একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব রহিলেন]

সদা। ঐ যে, মহানন্দ ভায়া আস্‌ছেন, মহারাজ !

গীতকণ্ঠে মহানন্দ প্রবেশ করিলেন।

মহা।—

গান।

ভাঙা গড়া তোর খেলা মা,
এ সব তোরই কারসাজী।
তুই ভাঙা-গড়ায় মেতে আছিস্,
কিন্তু আমরা তাতে নয় মা রাজী॥
তুই লোহার বাঁধন বেঁধে এঁটে,
তৃণ দিয়ে ফেলিস্ কেটে,
কেন এক চালেতে কিস্তি মেরে
মাত্‌ক'রে দিস্ দাবার বাজী॥
কেন চক্ষু দিয়ে অন্ধ করিস্,
বুদ্ধি দিয়ে বোকা গড়িস্,
কেন ভুবন জলে ডুবিয়ে রাখিস্,
পাষাণী সাজি ;—
তোর যদি মা এতই ছলা,
তবে ছেড়ে দেবো তোরে মা মা বলা,
আর ঢাল্‌ব না মা, দু'বেলা
তোর রাঙা পায়ে ফুলের সাজী॥

[মহানন্দ চক্ষু মুছিয়া বিষণ্নমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন]

চিত্র। [কিঞ্চিৎ চুপ্ করিয়া থাকিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে] মহানন্দ ; আর কী ? বাজী ত ফুরিয়ে গেল ! এখন বেরিয়ে পড়্‌লেই হয়।

[মহানন্দ চুপ্ করিয়া রহিলেন ; ইতিমধ্যে সুষেণকে বন্দী করিয়া ব্রহ্মানন্দের প্রবেশ।]

ব্রহ্মা। [বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে] এই নিন্, মহারাজ! [সুষেণকে প্রদান]

চিত্র। [বিস্মিতভাবে] য়্যাঁ! য়্যাঁ! [বলিয়া সুষেণকে লইয়া নিজবক্ষে চাপিয়া ধরিলেন] ব্রহ্মানন্দ! তুমি কি জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে এলে না, তারা ইচ্ছা ক'রে দিয়ে গেল?

ব্রহ্মা। হাঁ, তাঁরা রেখেই গেছেন।

চিত্র। রেখে গেছে! আমার জন্ম বুঝি? আমার প্রাণটা তা' হ'লে তারা দেখ্তে পেয়েছে? এই জীর্ণ বক্ষের দীর্ণ পঞ্জরটা পাছে ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে যায়, এই ভয়েই বুঝি তারা সুষেণকে রেখে যেতে পেরেছে?

ব্রহ্মা। না, মহারাজ! সুষেণকে সঙ্গে ক'রে নেওয়া ছোটরাজার নিষেধ-আজ্ঞা ছিল।

চিত্র। তার মানে—তার মানে? ও বুঝেছি। [সক্রোধে] কে আছে রে—

"আজ্ঞে" বলিয়া জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

যা, প্রহরি! এখনই শ্রীকণ্ঠকে বেঁধে আমার কাছে—না, তুই নিজের কাজে যা।

[প্রহরীর প্রস্থান।

ব্রহ্মানন্দ! কেউ মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্ম্মদকেতনের ছিন্ন মুণ্ড এনে আমাকে দেখাতে পারে—না, দাদা আমার ভয় পাবে—চেঁচিয়ে উঠ্বে। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ! আমার ইচ্ছা হচ্ছে কি জান? একবার আমার এই কম্পিত জীর্ণ অথর্ব্ব দেহ নিয়ে সেই রাজসভার মধ্যে সেই সিংহাসনের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াই, তা' হ'লে, ব্রহ্মানন্দ! সেই পাষণ্ড শ্রীকণ্ঠ তার সিংহাসন সহ শতহাত মাটীর নীচে নেমে যাবে। আমি যদি এখনও এই ভগ্নকণ্ঠে একবার তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠি, তা' হ'লে আজও অর্দ্ধেক রাজ্য

থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্বে। কিন্তু না—বড় উত্তেজনা এসেছে, ব্রহ্মানন্দ! এই যে দাদার আমার ছল-ছল চক্ষুদুটী সভযে আমার দিকে চেয়ে আছে।

ব্রহ্মা। স্থির হ'ন্, মহারাজ! আপনার এখন উত্তেজনার সময নয়।

চিত্র। জানি, কিন্তু এমন হ'ল কেন বল ত? সহোদর ভাই—তার মধ্যেও এত হিংস্রভাব! ভাই হ'যে ভায়ের বুকে এমনি ক'রে ছুরি বসাতে পারে! সংসার এত বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে? সংসার এত নৃশংস রাক্ষসের দলে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে? এর পর আর ত কেউ ভাইকে সহোদর ব'লে বিশ্বাস করবে না—ভাই ভাইকে দেখে কাল-সর্পজ্ঞানে দূরে স'রে গিযে দাঁড়াবে—হিংস্র ব্যাঘ্র মনে ক'রে সভযে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালিয়ে যাবে। হায়, ভগবান্! এখনও এই পাপের সংসার পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে না? এখনও আকাশ থেকে একটা প্রলযের বজ্র পতিত হ'যে সংসারের অস্তিত্ব মুছে ফেলে দিচ্ছে না।

ব্রহ্মা। দেবে—দেবে, মহারাজ! আর বিলম্ব নাই—সে সময হ'য়ে এসেছে। ভগবানের বিচারে পক্ষপাত নাই—ভগবানের ন্যায়দণ্ড ইন্দ্রের বজ্র অপেক্ষা আরও ভীষণ—আরও ভয়ঙ্কর! যাই, মহারাজ! সে ভীষণ দিনের আর বেশি বাকী নেই, এখন হতেই আমরা সেই আয়োজনে ব্যস্ত আছি। জান্বেন, মহারাজ! ভগবান্ নিজের হাতে কিছু করেন না। তাঁর শক্তি দিয়ে, তাঁর তেজ দিয়ে, তাঁর ঐশ্বর্য্য দিয়ে তিনি মানুষ প্রস্তুত ক'রে তোলেন। সেই মানুষই যথাকালে ধূমকেতু হ'য়ে জ্ব'লে ওঠে—ভূমিকম্প হ'য়ে পৃথিবী তোলপাড় করে—মহাবজ্র হ'য়ে মহাপাপীর মাথায় পড়ে!

[বেগে প্রস্থান।

চিত্র। [কিঞ্চিৎ পরে] ব্রহ্মানন্দ! তুমিই ব্রাহ্মণ—তুমিই ভূদেব—তুমিই ভগবানের বোযকটাক্ষের প্রদীপ্ত শিখা!

সুষেণ। আমাল্ মা কৈ, বুলোদাদা?

চিত্র। সুষেণ দাদা! আজ হ'তে আমিই তোর মাতা—আমিই তোর পিতা—আমিই তোর সব। আজ হ'তে আমি তোকে মাযের মত বুকের মধ্যে পূরে রাখ্‌ব—পিতার মত প্রাণের সঙ্গে পালন কর্‌ব, আজ হ'তে চিত্ররথের আর কোনও চিন্তা নাই। কেবল তুই আমার চিন্তা—তুই আমার ভাবনা—তুই আমার উপাসনা—তুই আমার ইহপরকাল! আমি রাক্ষসদের ভয়ে তোকে এই জীর্ণ বক্ষের পঞ্জরের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখ্‌ব; এই বৃদ্ধের জীবন সেখানে প্রহরীর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িযে থাক্‌বে। মহানন্দ! আবার আমি সুষেণকে নিযে সংসারের আবর্ত্ত মাঝে ঝাঁপ দিলাম—ফির্‌তে পার্‌ব কি না জানি না।

সদা। বলেইছি ত, মহারাজ। ও আপনি কিছুতেই পার্‌বেন না।

চিত্র। চল সকলে একবার মন্দির মধ্যে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ।

বীরাঙ্গনা বেশে দুর্জ্জয়া ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিলেন।

দুর্জ্জয়া। কৈ? দাদা কোথায়? রাজাই বা কোথায় গেলেন? [বিরক্তিভাবে] কী বিপদ্! এরা কর্‌ছে কি? এখনও প্রস্তুত হ'য়ে আস্‌ছেন না কেন? ছিঃ—ছিঃ—সব কাজ এঁরা মাটী কর্‌বেন দেখ্‌ছি! না, এখনও কারও দেখা নাই। দূর হোক্, যাই এগিয়ে দেখি।

[বেগে প্রস্থান।

উদ্বিগ্নভাবে শ্রীকণ্ঠের প্রবেশ।

শ্রীকণ্ঠ। পিতা খড়্গহস্ত—মাতার চক্ষে জ্বলন্ত অনল—প্রজার মুখে সহস্র নিন্দা—সংসারের মুখে ঘোর অবজ্ঞা, এই সবগুলি একত্র সঞ্চিত হ'য়ে আমার জীবনের সহচর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে! ক্রমশঃ আরও অনেক সহচর এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। বেশ হবে ত—বেশ শান্তি পাব ত! জীবনের এ হ'তে আর কত শান্তি মানুষের হ'তে পারে? ভাল, দুর্জ্জয়া—বেশ মন্ত্র শিখেছিলি! বেশ ষড়্‌যন্ত্র চালিয়েছিলি—যাতে আমি তোর হাতের যন্ত্র-পুত্তলিকা। যেমন চালাবি তেমনই চল্‌ব—যেমন করাবি তেমনই কর্‌ব! কী একটা দানবী দীপ্তি তোর ঐ অঙ্গ-লাবণ্যে—যা দেখ্‌লে আমার অন্তরাত্মা ভয়ে কোথায় উড়ে চ'লে যায়। আজ আবার এই গভীর রাত্রে এখানে ডেকে পাঠিয়েছে—কে জানে কী কাজ করিয়ে নেবে! গতরাত্রে ভাইকে নির্ব্বাসন করেছি, আজ হয় ত কল্যাণের হত্যার পালা, কিংবা আরও একটা ঐ রকম কিছু। ঐ যে!

ক্রুদ্ধা দুর্জ্জয়ার পুনঃ প্রবেশ।

দুর্জ্জয়া। কোথায় ছিলে? এরূপ ভাবে কখনও রাজত্ব করা চলে না। কৈ, দাদা এখনও আস্‌ছেন না কেন? তাঁরও গতিক আজ ভাল বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

শশব্যস্ত ত্রস্ত ভীত দুর্ম্মদকেতনের প্রবেশ।

দুর্ম্মদ। দুর্জ্জয়া! দুর্জ্জয়া! সর্ব্বনাশ—মহা সর্ব্বনাশ!

দুর্জ্জয়া। কি! কি?

দুর্ম্মদ। সব কাজ বুঝি পণ্ড ক'রে দেয়!

দুর্জ্জয়া। [ভ্রুকুটী করিয়া] আরে ছাই—কি হয়েছে তাই আগে বল না?

দুর্ম্মদ। ব্রহ্মানন্দ আর সেনাপতি আজ রাত্রেই কল্যাণকে কারামুক্ত কর্‌বে, তার জন্য তাদের বাধ্য সৈন্যগণকে এনে একত্র করেছেন। বোধ হয়, এতক্ষণ হয় ত তারা কারাগৃহের দিকে নিঃশব্দে যেতে আরম্ভ করেছে। কল্যাণকে যদি আজ তারা কারামুক্ত কর্‌তে পারে, তা' হ'লে রাজপুত্র কল্যাণ নিশ্চয়ই আমাদের সৈন্যগণকে আয়ত্ত ক'রে ফেল্‌বে, কারণ সৈন্যদল এখনও বড়রাজার পক্ষপাতী।

দুর্জ্জয়া। [মুহূর্ত্ত চিন্তা করিযা] আচ্ছা, তোমরা এই মুহূর্ত্তে মগধ হ'তে যে সব গুপ্ত সৈন্য এসে গুপ্তভাবে বাস কর্‌ছে, তাদের সঙ্গে নিয়ে একেবারে ঝড়ের মত গিয়ে বিপক্ষসৈন্যের উপর পড়্‌বে, আর আজই রাত্রিতে যাতে ব্রহ্মানন্দ ও সেনাপতিকে বন্দী কর্‌তে পার, প্রাণপণে তাই কর্‌বে। এই কিন্তু বড় সুযোগ স'রে যায়, দাদা! এত রাত্রিতে তাদের সাহায্যকারী সৈন্য বেশি মিল্‌বে না; আজই উপযুক্ত সময়।

দুর্ম্মদ। তা' হ'লে—

দুর্জ্জয়া। আর তা' হ'লে কিছু নাই। আমি ঠিকই করেছি, তোমরা বিদ্যুতের মত ছুটে যাও।

[শ্রীকণ্ঠ ও দুর্ম্মদ বেগে প্রস্থান করিলেন।

[উচ্চৈঃস্বরে] আরো—আরো—আরো বেগে ছুটে যাও। হুঁ, দেখি কি হয়। আজ যদি ব্রহ্মানন্দ আর সেনাপতিকে বন্দী করতে পারা যায়, তা' হ'লে সপ্তাহ পরে সর্ব্বসমক্ষে দুজনকে ঘাতক দিয়ে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করতে হবে। গুপ্তহত্যা না ক'রে প্রকাশ্য-হত্যার কারণ—সমাগত দর্শকের প্রাণে ভীতির সঞ্চার ক'রে দেওয়া। এই দুইজনকে হত্যা করতে পারলেই আর কেউ মাথাটাও তুলতে পারবে না। কল্যাণের হত্যা দু'দিন পরে হ'লেও আর কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু ছোটরাজাকে এখনও ঠিক ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারি নাই। এইবার থেকে এক কৌশল করতে হবে—কতকগুলি পারিষদ জুটিয়ে ছোটরাজাকে সুরার স্রোতে ডুবিয়ে রাখতে হবে—যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নেওয়া যাবে। রাজকার্য্য যা করবার প্রয়োজন হয়, আমি আর দাদাই চালিয়ে নেবো। এখনও অনেক কাজ করতে হবে। বড় রাজা বড়রাণীকে কি শুধু বনবাসে দিয়েই ছাড়ব? সে সবই মনে মনে গেঁথে রেখেছি। দুর্জ্জয়া জগৎকে এমন একটা নূতন ক'রে গ'ড়ে রেখে যাবে যে, ব্রহ্মাণ্ড দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে থাকবে। দুর্জ্জয়া আজ হ'তে বীরাঙ্গনা—দুর্জ্জয়া আজ হ'তে রাক্ষসী—দুর্জ্জয়া আজ হ'তে পিশাচী! হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাগ্‌দেশ—রাজসভা।

একদল সৈন্যপরিবেষ্টিত ব্রহ্মানন্দকে সঙ্গে লইয়া দুর্ম্মদকেতনের প্রবেশ এবং একপার্শ্বে তাহারা দাঁড়াইল; ব্রহ্মানন্দ নির্ব্বিকার চিত্তে হাস্যমুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। পরক্ষণেই মদমত্ত শ্রীকণ্ঠকে হাত ধরিয়া আনিয়া পারিষদগণ সিংহাসনে বসাইয়া দিল এবং নিজেরা একপার্শ্বে অবস্থিতি করিল।

ব্রহ্মা। [শ্রীকণ্ঠকে মত্ত অবস্থায় দেখিয়া ঘৃণা ও দুঃখে মুখ ফিরাইতে ফিরাইতে স্বগত] হা হতভাগ্য শ্রীকণ্ঠ! এত নীচে নেমে গিয়েছ!

শ্রীকণ্ঠ। [মত্তভাবে] ব্যস্, ঠিক বসেছি। সভাস্থলে আস্‌তে আস্‌তে মনে করেছিলাম, বুঝি সিংহাসনটা মাটীর নিচেয় সেঁধিয়ে গেছে! তাই পাতালমুখো ঝুঁকে পড়েছিলাম। হে-হে-হে—

পারিষদগণ। [মত্তভাবে] আজ্ঞে, হে-হে-হে—[উচ্চহাস্য]

শ্রীকণ্ঠ। চুপ্—চুপ্, এটা রাজসভা!

পারিষদগণ। [পরস্পর নিজেরা অনুচ্চকণ্ঠে] চুপ্—চুপ্, এটা রাজসভা!

শ্রীকণ্ঠ। কিন্তু বেশ স্ফূর্ত্তি—দুর্জ্জয়া বেশ পথ ধ'রে দিয়েছে! এমন সোজা পথ দুর্জ্জয়া আরও কিছুদিন আগে থেকেই ধরিয়ে দিলেই আরও মজা

হ'ত! কিন্তু না ধরিয়ে দেওয়াটা দুর্জ্জয়া রাণীর একটা মস্ত বোকামো হ'য়ে গেছে।

পারিষদগণ। [নিজেরা পরস্পরে] চুপ্—চুপ্—আরে, এটা যে রাজসভা!

শ্রীকণ্ঠ। তবে বন্ধুসব! আর একবার চালিয়ে দাও, তা' হ'লে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে রাজকাজে মন দি।

পারিষদগণ। [পূর্ব্ববৎ] চুপ্—চুপ্—এটা যে রাজসভা!

দুর্ম্মদ। মহারাজ! বন্দী ব্রাহ্মণদের বিচার সপ্তাহ পরে হবে ব'লে আদেশ দিয়েছিলেন; আজ সেই নির্দ্দিষ্ট দিন, বন্দীও উপস্থিত; মহারাজ! এখন বিচার করুন।

শ্রীকণ্ঠ। ও কথা না ব'লে, বল না যে—আগুনের কুণ্ডটার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ুন!

দুর্ম্মদ। আগে বিচার করুন। বিলম্ব দেখ্‌লে হয় ত মহারাণী এসেও উপস্থিত হ'তে পারেন।

শ্রীকণ্ঠ। [সভয়ে] না—না—তাকে আস্‌তে হবে না, আমিই পার্‌ব—আমিই কর্‌ব; তার মহৌষধি পান ক'রে বেশ শক্তিসম্পন্ন হ'য়ে উঠেছি—আর কোন ভয় করি না। এখন এক ব্রহ্মানন্দ কেন—শত শত ব্রহ্মানন্দকে তোমরা বন্দী ক'রে নিয়ে এস, আমি এখনই এই মুহূর্ত্তের মধ্যেই বিচার ক'রে দিচ্ছি।

দুর্ম্মদ। মহারাজ! বৃথা সময় নষ্ট হচ্ছে।

ব্রহ্মা। দুর্ম্মদকেতন! বৃথা সময় নষ্ট কর্‌বার তোমাদের কোন কারণ নাই। তোমাদের বিচারের ফল যা দাঁড়াবে, তা আমি জানি! বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবে, না এইখানেই ঘাতকহস্তে কার্য্যশেষ কর্‌বে? স্থির কর—আমি প্রস্তুত।

শ্রীকণ্ঠ। বধ্যভূমিতেই ভাল—কি বল, দুর্ম্মদকেতন ?

দুর্জ্জয়। [প্রবেশ পথ হইতে] না—না—বধ্যভূমিতে নয়, এখানে।

শ্রীকণ্ঠ। তা বেশ—তা বেশ—সেটাও মন্দ ব্যবস্থা হবে না ! তবে কিনা ব্রাহ্মণের রক্ত—ও রক্ত থেকে আবার ব্রহ্মদৈত্যের দল গজিয়ে না ওঠে !

দুর্জ্জয়। [বিরক্তভাবে জনান্তিকে] এ কি—এ কী হচ্ছে, দাদা ?

দুর্ম্মদ। [সহাস্যে] তোমার প্রদত্ত ঔষধির ক্রিয়া।

পারিষদগণ। [পূর্ব্ববৎ] চুপ্—চুপ্—এটা যে, রাজসভা !

শ্রীকণ্ঠ। তবে ঘাতককে ডাক্। প্রতীহারি !

অভিবাদন করিতে করিতে প্রতীহারীর প্রবেশ।

যা, শীঘ্র ঘাতককে খাঁড়া নিয়ে আস্‌তে বল্ গে।

দুর্জ্জয়। [জনান্তিকে] বন্দীকে অমন বন্ধনমুক্ত ক'রে রাখা হয়েছে কেন, দাদা ?

দুর্ম্মদ। [জনান্তিকে] রাজসভাতে আস্‌বার সময়েই মুক্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে ; চারিদিকে সৈন্য-পরিবেষ্টিত ক'রেই আনা হয়েছিল।

দুর্জ্জয়। [জনান্তিকে] তা হ'ক্, তবুও বদ্ধভাবেই আনা উচিত ছিল। তোমরা কাজের গুরুত্ব কিছুই বোঝ না ! এইরূপ ক'রেই ত সেদিন সেনাপতিকে বন্দী কর্‌তে পার নাই।

খড়্গাহস্তে ঘাতকের প্রবেশ।

ব্রহ্মা। শ্রীকণ্ঠ ! মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে কয়েকটী কথা ব'লে যাই—না—তোমাকে এখন বৃথা বলা ! তবে এই জেনে রেখো, শ্রীকণ্ঠ ! তোমার অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মের ফল তোমার অন্তরালে অতি ভীষণভাবে অপেক্ষা

করেছে ; তোমাকে সে ফল ভোগ করতেই হবে। তুমি মূর্খ—তুমি বুঝ্‌লে না ; তুমি নির্ব্বোধ—তুমি ভাব্‌লে না ; তুমি পরম পাষণ্ড—তোমার জ্ঞানোদয় হ'ল না যে, তুমি তোমার অমন সরলপ্রাণ ভ্রাতৃবৎসল দাদাকে বিনা কারণে চির নির্ব্বাসনে পাঠালে—যে দাদা তোমার একদিন এই রাজসভাস্থলে আমাদেরই সম্মুখে তোমার রাজদ্রোহিতার শত অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে স্বহস্তে তোমার মস্তকে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন, সে মহান্‌ দৃশ্য দেখে সেদিন এই ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল—সে উজ্জ্বল গরিমায় এই ব্রাহ্মণের চক্ষু দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে পতিত হয়েছিল। ওঃ, সে একটা কী দীপ্ত গরিমা—সে একটা কী প্রোজ্জ্বল মহিমা—সে একটা কী স্বর্গীয় সুষমা! যাক্‌, তার পর তোমাদের এই হিতৈষী ব্রাহ্মণ—আমাকে বিনা দোষে—বিনা কারণে সপ্তাহকাল কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ রেখে, আজ এই সভামধ্যে এনে ঘাতক-হস্তে আমার এখনই প্রাণবধের আদেশ দিয়েছ ; কিন্তু জান না, মূর্খ! জান না, অজ্ঞান! ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়ের পরম গুরু—এই রাজবংশের কুলগুরু যাজ্ঞিক নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ ; সেই ব্রাহ্মণ আজ নিহত হ'লে, তার সেই একবিন্দু শোণিত আজ তোমাকে ধ্বংস করতে ভীষণ বাড়বানলরূপে জ্ব'লে উঠ্‌বে! তার সেই এক একবিন্দু রুধির হ'তে কোটি কোটি ব্রহ্মশাপ সাপ হ'য়ে তোমাকে দংশন করতে উদ্যত হবে! মনে রেখো, মূর্খ! আজও ব্রাহ্মণ তার ব্রহ্মতেজ হারিয়ে ফেলে নি—আজও ব্রাহ্মণের চক্ষুর্দ্বয় কপিল-চক্ষুর অনুকরণ করতে অক্ষম হয় নি—আজও ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করলে, তার একটীমাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়ে দিতে পারে। তবে আমি তা করব না ; কেন না—প্রাগ্‌দেশের ধ্বংস-চিতা জ্বাল্‌বার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার নাই ; কেন না—আমি এই রাজবংশের চিরহিতৈষী জনৈক ব্রাহ্মণ—আমি এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। যত শীঘ্র হয়, আমার শিরশ্ছেদ ক'রে ফেল।

সহসা রতনচাঁদের আবির্ভাব ।

রতন ।—

গান ।

ও যে ভূতে পাওয়া রাজা ।
ছাড়্‌বে না ও ভূত কিছুতে,
ডাক্‌লে শত রোজা ॥
শুন্‌বে কি ও—ওর শোন্‌বার কান ত নাই,
ও যে ঘোর ব্যাধিতে বধির হ'যে রয়েছে সদাই,
ও ধাত্‌ ছেড়েছে দেখ্‌ না চেয়ে,
ও মরা কি তাজা ॥

দুর্জ্জয়া । প্রহরি ! বন্দী কর ।

প্রহরী ছুটিয়া আসিল ।

রতন ।— [পূর্ব্বগীতাংশ]

তোরা বাঁধ্‌বি কারে, আমি কি সেই বাঁধা পড়ার ছেলে,
আমায় বাঁধ্‌তে এলে পড়্‌বি গোলে পালাবি সব ফেলে,
অমনি আগুন হ'য়ে উঠ্‌ব জ্ব'লে,
দিতে এলে সাজা ॥

দুর্জ্জয়া । [প্রহরীকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া] প্রহরি ! এখনও দাঁড়িয়ে ? ভয় কি—আমি আছি ।

রতন ।— [গীতাবশেষ]

আছ তুমি থাক্‌বেও তুমি (আর কিছুদিন)
ওই শনিটাকে নিয়ে,
কিন্তু এমন একদিন আস্‌বে রে দিন,
সেদিন তোদের যাবে দিন ফুরিয়ে,
সেদিন ভেবে ওরে পাগল,
আজ তুই সুখে বগল বাজা ।

[বগল বাজাইতে বাজাইতে অন্তর্দ্ধান ।

দুর্জ্জয়া। আশ্চর্য্য ব্যাপার !

শ্রীকণ্ঠ। প্রেতাত্মা নাকি যে, বাতাসের সঙ্গে মিশে গেল !

পারিষদগণ। [পূর্ব্ববৎ] আরে চুপ্—চুপ্—এটা রাজসভা !

দুর্জ্জয়া। রাজা !

শ্রীকণ্ঠ। তা' হ'লে বধ্যভূমিতেই নিয়ে—

দুর্জ্জয়া। [কথায় বাধা দিয়া] না, বধ্যভূমিতে নিয়ে নয়—এই রাজসভাতেই।

ব্রহ্মা। হা, রাক্ষসি ! তোমা হ'তেই এমন ধর্ম্মের সংসার ছারখার হ'ল। কিন্তু পরিণাম ভীষণ—ভীষণ—অতীব ভীষণ !

দুর্জ্জয়া। একজন বন্দীর মুখে ওরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ দুর্জ্জয়ার নিতান্ত অসহ্য ! রাজা, কর্‌ছ কী—দাও, আদেশ দাও ?

প্রবেশপথ হইতে চিত্ররথ কম্পিত যষ্টিহস্তে কহিলেন।

চিত্র। সাবধান, প্রহরি ! [নিকটে আসিয়া] চিত্ররথ বেঁচে থাক্‌তে ব্রহ্মহত্যা হ'তে দেবে না।

[প্রহরী ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, শ্রীকণ্ঠ নতমুখ হইলেন]

মূর্খ ! কুলাঙ্গার ! অধম ! যা, এখনই রাজসিংহাসন থেকে নেমে যা—ধর্ম্ম-সিংহাসন কলঙ্কিত করিস্ নি।

[শ্রীকণ্ঠ সভয়ে নামিতেছিলেন]

দুর্জ্জয়া। সাবধান, রাজা ! একটুও ন'ড়ো না—যেমন বসেছিলে, ঠিক তেমনই ব'সে থাক।

ব্রহ্মা। কেন, মহারাজ ! মর্য্যাদা হারাতে এখানে এসেছেন ? এখানে আপনার কেউ নাই। ঐ দেখ্‌ছেন না, সমগ্র সভাস্থল বৈদেশিক মগধ-সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

চিত্র। হা, মূর্খ—এতদিন পরে খাল কেটে কুমীর ঘরে এনেছিস্! যাক্—আসুন, ব্রহ্মানন্দ! আমার সঙ্গে চ'লে আসুন।

দুর্জ্জয়া। অপেক্ষা করুন—একেবারে ছিন্নমুণ্ড নিয়ে যেতে পার্‌বেন।

চিত্র। চিত্ররথের দেহে প্রাণ থাক্‌তে, সেখানে ব্রহ্মহত্যা হয় না—হ'তে পারে না।

দুর্জ্জয়া। ঘাতক!

ঘাতক। পার্‌ব না, মহারাণি—পার্‌ব না—

[খড়্গ ফেলিয়া প্রস্থান করিল।

দুর্জ্জয়া। দাদা! কর্‌ছ কী? নিজে খাঁড়া তুলে নাও, আর দেরি ক'রো না।

[দুর্ম্মদকেতন খড়্গ লইয়া ব্রহ্মানন্দকে বধ করিবার জন্য উত্তোলন করিল; তৎক্ষণাৎ চিত্ররথ দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।]

চিত্র। [উচ্চৈঃস্বরে] ওরে—ওরে ব্রহ্মহত্যা হ'ল রে—ব্রহ্মহত্যা হ'ল!

[নেপথ্য হইতে উচ্চকণ্ঠে সংগ্রামকেতু কহিল]

সংগ্রাম। ভয় নাই—ভয় নাই! [নিজ সৈন্যের প্রতি] সৈন্যগণ! বেগে আক্রমণ কর। আজ যদি ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর্‌তে পারি, তা' হ'লে তোমাদের জন্য প্রাণ দেবো। আর বিলম্ব নয়—চল—চল—শোণিতের স্রোত বইয়ে পথ পরিষ্কার ক'রে চল। [উচ্চৈঃস্বরে] মাভৈঃ মাভৈঃ! এই যাচ্ছি—

[প্রবেশদ্বারে সেনাপতি এবং সৈন্যগণ সহ দ্বাররক্ষী সৈন্যগণের যুদ্ধ চলিতেছিল; তৎক্ষণাৎ বেগে প্রহরী ছুটিয়া আসিল।]

প্রহরী। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! সেনাপতি-করে সব সৈন্য সাবাড়!

দুর্জ্জয়া। [সক্রোধে ব্যস্তভাবে] যত সৈন্য যেখানে আছে, সব একসঙ্গে এই মুহূর্ত্তে সেনাপতির উপর চেপে পড়—তার গতিরোধ কর ; আর দাদা, তুমি এখনই এদিকে কাজ শেষ ক'রে ফেল।

[দুর্ম্মদকেতন পুনরায় যেমন খড়্গ উত্তোলন করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সংগ্রামকেতু বিদ্যুদ্গতিতে আসিয়া রক্তাক্ত হস্তে এবং রক্তাক্ত খড়্গ দ্বারা দুর্ম্মদকেতনের উত্তোলিত খড়্গকে বাধা দিয়া দাঁড়াইলেন ; চিত্ররথ ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ দুর্জ্জয়ার সৈন্যগণ সেনাপতিকে ঘিরিয়া ফেলিল ; কিন্তু সংগ্রামকেতুর সৈন্যগণ আসিয়া মগধ সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল, ইত্যবসরে সংগ্রামকেতু খড়্গ ঘূর্ণন করিতে করিতে পথ করিয়া—"আসুন, ব্রাহ্মণ! আসুন, মহারাজ!" বলিয়া উভয়কে লইয়া প্রস্থান করিতে লাগিল।]

দুর্জ্জয়া। [সক্রোধে] সৈন্যগণ! সৈন্যগণ! দাদা! দাদা! বন্দী পালায়—বন্দী পালায়— [চীৎকার করিতে লাগিল]

[শ্রীকণ্ঠ সভয়ে পারিষদগণ সহ অন্তর্দ্ধান হইল।

রাজা! রাজা! পালিয়ো না—পালিয়ো না।

[মগধ-সৈন্যগণকে তাড়াইয়া লইয়া সংগ্রামকেতুর সৈন্যগণ প্রস্থান করিল।

[দুর্জ্জয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে ও দন্তে দন্ত পেষণ করিতে করিতে] আচ্ছা—আচ্ছা থাক্, চ'লে এস, দাদা!

[দুর্জ্জয়া সহ দুর্ম্মদকেতনের নিঃশব্দে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নগর-উপকণ্ঠ।

গীতকণ্ঠে নগরবাসিগণের প্রবেশ।

নগরবাসিগণ ।—

গান।

এবার পালা পালা বে সব,
পালা দেশ ছেড়ে।
এবার রাজা রাণী ক্ষেপে গেছে,
ধরে পাছে এসে তেড়ে॥
এবার নরহত্যায় ব্রহ্মহত্যায় গেছে দেশটা ছেয়ে,
তার চাইতে এখন থেকে পালাই প্রাণটা নিয়ে,
উঠ্‌ছে চারদিকে ওই হাহাকার, এখন পথ পেলে হয় পলাবার,
দস্যু ডাকাত ঘুরছে ফিরছে, কবাট কেটে একাকার ;
মারবে ধরবে ফুঁড়বে ফাঁড়বে
শেষটা নেবে প্রাণটা কেড়ে॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্য-প্রদেশ।

একাকী শ্রীবৎস মুগ্ধনেত্রে প্রকৃতির শোভা দেখিতেছিলেন।

শ্রীবৎস। আ-মরি—মরি—কী সুন্দর বনশোভা! কিবা তাল তমাল শাল সরল তরুরাজি পরস্পর শাখা প্রশাখা সংলগ্নভাবে ইতস্ততঃ সন্নিবিষ্ট! কিবা কোকিলকুলকাকলী কলকলায়মান প্রকৃতির লীলানিকেতন কানন-কুঞ্জ। কিবা স্নিগ্ধশ্যামল পত্রান্তরাল পতিত সৌর-কর-নিকর লীলায়মান লীলাভূমি! কিবা ঝঙ্কৃত বীণামুখর স্বচ্ছ সুবিমল তুষারশীতল নির্ঝরবারি! কী সুন্দর—কী তৃপ্তি—কী নিবৃত্তি! যেন স্বয়ং প্রকৃতি সুন্দরী সংসারের পাপ তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াবার জন্য এই প্রশান্ত পবিত্রতাময় নিভৃত প্রদেশকে নিজ সৌম্য নিকেতনরূপে নির্দ্দিষ্ট ক'রে বাস কর্‌ছেন। এখানে শান্তিদেবী শান্তির লীলাঞ্চল বিস্তার ক'রে মহাশান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন। এখানে মানুষ নাই—মানুষের নিঃশ্বাস নাই—মানুষের হিংসা নাই; এখানে ঐশ্বর্য্য নাই—ঐশ্বর্য্যের গরিমা নাই—রাজত্বের প্রলোভন নাই; এখানে ভাই নাই—ভায়ের বিদ্বেষ নাই; ভাই হ'যে ভাইকে বুক থেকে সরিযে ফেলে না—ভাই হ'য়ে ভাইয়ের মুখে বিষ ঢেলে দেয় না, এখানে আছে কেবল পূর্ণ শান্তি—শান্তি—মহাশান্তি!

চক্ষে অঞ্চল দিয়া সরোদনে চিন্তার প্রবেশ।

ও কি, চিন্তা! এমন পূর্ণ শান্তির আশ্রমে এসে অশ্রুনীরে ভাস্‌ছ কেন? পুত্র কন্যার মুখ মনে পড়েছে বুঝি? কিন্তু এখানে আমরা

সংসারের সব কথা—সব স্মৃতি বিস্মৃতির জলে ডুবিয়ে দিয়ে, এস দুজনে ব'সে চিরশান্তি উপভোগ করি।

চিন্তা। মহারাজ!

শ্রীবৎস। ঐ সম্বোধনটা কিছুতেই ছাড়্তে পারছ না—চিন্তা? ঐ সম্বোধনের সঙ্গে যে অনেক দগ্ধ স্মৃতি জড়িয়ে আছে! অনেক বিষাক্ত ঘটনা ঐ সম্বোধনের প্রতি শব্দে যেন অনুপ্রাণিত রয়েছে! যখন এমন শান্তির সন্ধান পেয়েছি, তখন আর না—আর সেই সংসারের গন্ধ যাতে মাখা আছে, সে ভাষা শুনে আর অশান্তিকে বরণ ক'রে এনো না।

চিন্তা। নাথ!

শ্রীবৎস। ও কি, চিন্তা! কিছু যেন বল্তে যাচ্ছ, অথচ দুঃখের আবেগ এসে যেন তোমাকে বল্তে দিচ্ছে না; কি নূতন ঘটনা ঘটেছে যে, এমন আকুল হ'য়ে রয়েছ?

চিন্তা। মহারাজ! না—নাথ! আমাদের উপর যে, শনির কোপ-দৃষ্টি পড়েছে, এ কথা আর অবিশ্বাস কর্তে পারি না।

শ্রীবৎস। [ঈষৎ হাস্য সহ] এই কথা? এ ত কোন নূতন কথা হ'ল না, চিন্তা! এ ত চির পুরাতন। নিত্য তোমার কাছে এ সম্বন্ধে কত উপন্যাস শুনে থাকি।

চিন্তা। আজ আমার স্বচক্ষে দেখা, নাথ! যা দেখেছি, তার মত নূতন সত্য বুঝি আর নাই।

শ্রীবৎস। কী দেখেছ, চিন্তা?

চিন্তা। তোমাকে আজ স্বহস্তে রন্ধন ক'রে দেবো ব'লে একটী মৎস্য একজন ধীবরের নিকট হ'তে আমাদের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলাম; কিন্তু রন্ধনপাত্রের অভাবে আমি মৎস্যটীকে স্বহস্তে অগ্নিতে দগ্ধ ক'রে ঐ গিরিনদীর জলে ধৌত কর্তে গিয়েছিলাম; কিন্তু, নাথ—

শ্রীবৎস। বল, চিন্তা! তার পর?

চিন্তা। তার পর! কী বল্‌ব? জলের কাছে উপস্থিত হবামাত্রেই সেই দগ্ধ মৎস্য আমার হাত থেকে লাফ দিয়ে সেই জলের মধ্যে প'ড়ে গেল ও জীবন্ত মৎস্যের মত জলের মধ্য দিয়ে সাঁতার দিতে দিতে অদৃশ্য হ'য়ে গেল; আমি বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেম! তার পর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে এলেম।

শ্রীবৎস। হাঁ, চিন্তা! নূতন বটে; কিন্তু তার জন্য দুঃখ কিসের?

চিন্তা। তুমি যে আজ তিনদিন উপবাসে আছ, নাথ!

শ্রীবৎস। আর তুমি বুঝি নাই! কিন্তু চিন্তা। আমার সে ক্ষুধা তৃষ্ণা আর নাই, আমি আজ এই প্রকৃতির সুষমারাশি যতই নয়নভ'রে পান কর্‌ছি, ততই ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাচ্ছি। এস, তুমিও এস—দুইজনে এক সঙ্গে এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সরসীতে তন্ময় হ'যে ডুবে থাকি। এখানে আমাদের কিসের অভাব, চিন্তা! ঐ দেখ, নির্ঝরিণী তার উৎস খুলে দিয়ে আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, কত পিপাসার শান্তি কর্‌তে চাও? ঐ দেখ—ফলবান্ তরুরাজি ফলভরে নত হ'য়ে সমীরচালিত পত্র-সঙ্কেতে আমাদিগকে ফলপ্রদান কর্‌বার জন্য আহ্বান কর্‌ছে, কত ক্ষুধার নিবৃত্তি কর্‌তে চাও? ঐ শোন দুরাগত বীণাধ্বনির ন্যায় একটু অস্ফুট মধুর ঝঙ্কারে গিরিনির্ঝরিণী দূর হ'তে আমাদের কর্ণে যেন অমিয় ঢেলে দিচ্ছে! ঐ শোন—বিহগ-কুলের কল-কূজিত শব্দায়মানা বনস্থলী আমাদের সাদর সম্ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে জয়গান কর্‌ছে; আর দেখ, চিন্তা! কী সুন্দর শীতল স্বচ্ছ সরোবরের শীকরসিক্ত মৃদুল সমীর কেমন ধীরে ধীরে আমাদের অঙ্গে কুসুম-সৌরভরাশি ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে; আহা-হা, বড় মধুর—বড় শান্তি! [ভাবে তন্ময় হইয়া চক্ষু মুদিলেন]

অদূরে ফলের ডালি হস্তে গীতকণ্ঠে বন্যবালিকাবেশে
বনবালারূপে লক্ষ্মীর প্রবেশ।

বনবালা।—

গান।

কেমন খাসা খাসা রাঙা রাঙা
দেখ্ না মিঠা ফল।
কোন্ আছিস্ রে দুখী ভুখী,
কে লিবি রে বল্॥
এ ফল খেলে ভুক্ রহে না,
দুখ্ দরদ্ সব কুছ্ হোবে না,
ফুর্তি হোবে—শান্তি পাবে,
পরাণে ফুট্‌বে বল্॥
জোঙ্গল্ জোঙ্গল্ ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি,
ফল এনেছি ছিঁড়ি ছিঁড়ি,
(হামার) ভরতি ডালি ফলে খালি,
হামি লি' নে কৌড়ি বিলিয়ে দি সকল॥

চিন্তা। দেখ, নাথ! কেমন একটা বন্যবালিকা কেমন সরল প্রাণে গাইতে গাইতে ফলের ডালি নিয়ে ফল বিলিয়ে বেড়াচ্ছে।

শ্রীবৎস। এ ছবি কি কখনও সংসারে দেখেছ, চিন্তা? যেন একখানি সরলতার পুতুল স্বর্গ থেকে নেমে এসে এই শান্তিময় কাননের অবশিষ্ট শান্তিটুকু পূর্ণ ক'রে দিয়ে বেড়াচ্ছে!

বনবালা। [নিকটে আসিয়া হাসিতে হাসিতে] হে, মাই! তুহাদের কি ভুখা পেয়েছে রে? তব্ লে না, মাই! হামি হামার সব ফল তুহাদের দিয়ে যাই। আজ ত সারা জোঙ্গল্ ঢুঁড়েও একটা ভুখী লোক না মিল্‌ল।

চিন্তা। কি নাম তোমার, মা ? কোথায় থাক, মা তুমি ?

বনবালা। হামার নাম এই বনবালা আছে রে, মাই ! কেমন খাসা এই জোঙ্গলেই ত হামি থাকি ; দেখ্ না, মাই ! কেমন খাসা এই জোঙ্গল ; কেমন ঝর্ণা ছোটে—কুসুম ফোটে ; কেমন চিড়িয়া বোলে—পাতা দোলে ; কেমন বাতাস খেলে—পরাণ গলে ! তুহারা এই জোঙ্গলে থাক্, তুহাদের কুচ্ছু ড্যর্ পাবে না। হামি তুহাদের ফল আনিয়ে দেবে—হামি তুহাদের শিকার করিযে কেমন গোধা, বরা, ভঁইস্, চিড়িয়া আনিয়ে দেবে, কেমন রে মাই ?

চিন্তা। শোন, নাথ ! বালিকার মিষ্ট কথা। মানুষের স্বরে যে এত মিষ্টতা থাকে, তা'ত আর কখনও জান্‌তে পাই নি, নাথ !

বনবালা। কেমন, এই জোঙ্গলে বাস কব্‌বি ত, মাই ? খাসা খাসা পাতার কুড়িয়া করিয়া দিব ; দুজনে সুখে ঘুমিয়ে থাক্‌বি, হামি কাঁড়বাঁশ ধরিয়ে পাহারা দিব। এখন এই মিঠা ফলগুলি তুহারা তুলিয়ে নে।

[ফল ঢালিয়া দিল]

চিন্তা। নাথ ! [বলিয়া শ্রীবৎসের দিকে চাহিলেন]

শ্রীবৎস। নাও, চিন্তা ! না নিলে বালিকা মনে কষ্ট পাবে !

চিন্তা। [ফলগুলি আঁচলে তুলিয়া] বনবালা ! আজ হ'তে তুমি আমার মেয়ে হ'লে, কেমন ?

বনবালা। [হাসিয়া] মেইয়ে—মেইয়ে—হামার বিয়ে দিবি—জামাই আন্‌বি—হো—হো—হো—[হাস্য ও হাতে তালি দিতে দিতে] বেশ হোবে—বেশ হোবে !

শ্রীবৎস। [স্বগত] কেমন ফুলের মত সরল—হাসির মত তরল—জলের মত স্বচ্ছ—প্রকৃতির মত সুন্দর ! আবার তেমনই জ্যোৎস্নার মত

পবিত্র—শরতের আকাশের মত নির্ম্মল—দেবতার আশীর্ব্বাদের মত ধ্রুব! এ ছবি কখনই সংসারের নয়, নিশ্চয়ই কোন স্বর্গীয় প্রতিবিম্ব!

বনবালা। আর, মাই! তুহাদের খাসা খাসা গান গাহিয়ে শোনাব। এখন যাই, মাই! আবার আসিব। [বলিয়া গান করিল]

গান।

হাসি হাওয়ার সাথে মিশি,
তালে তালে চলি ভাসিয়ে।
ফুলের হাসি লুফি, মুখে মাখি'
কেমন বেড়াই হাসিয়ে॥
হামার সাদা পরাণ আকাশ পারা,
মোয়লা জোঙ্গল সব সাফা করা,
হামি গাঙ্গিনীর ঢেউ ব'য়ে যাই,
চাঁদিনীর ঝিকিমিকি গায়ে মাখিয়ে॥

[প্রস্থান।

শ্রীবৎস। দেখ, চিন্তা! দেখ্‌তে দেখ্‌তে স্বপ্নের মত অদৃশ্য হ'ল, জলবিম্বের মত মিশিয়ে গেল—জীবনের মত ফুরিয়ে গেল! সত্য, চিন্তা! বনবালা যেন একটা জীবন্ত সঙ্গীত, সে সঙ্গীতের প্রত্যেক মূর্চ্ছনায়, প্রত্যেক ঝঙ্কারে কেমন একটা প্রাণ আছে; সে প্রাণ যেন আমাদের সম্মুখে এখনও জীবন্ত—জাগ্রত—ফুটন্ত!

চিন্তা। আবার আস্‌বে ব'লে চ'লে গেল। নিশ্চয়ই আস্‌বে! অমন সরল মুখ দিয়ে কখনও মিথ্যাকথা বেরোয় না। হায়, নাথ! বনবালার মুখে 'মা' কথা শুনে আমার মাধুরীর কথা মনে প'ড়ে গেল। কোথায়—কার কাছে তাকে রেখে এলাম! কোন্ চিরদুঃখের স্রোতে তাকে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম!

শ্রীবৎস। ভুলে যাও—ভুলে যাও, চিন্তা—সব ভুলে যাও! রাজ্য ঐশ্বর্য্য, পুত্র কন্যা সব ভুলে যাও—স্বপ্নের মত সব ভেঙে ফেলে দাও। কল্পনার মত সব হেসে উড়িয়ে দাও—মালিন্যের মত হৃদয় হ'তে সব মুছে ফেলে দাও; নতুবা এমন নির্ম্মল শান্তি নিশ্চিন্তমনে উপভোগ করতে পারবে না। চল, চিন্তা! বালিকা-প্রদত্ত ফলগুলি নিয়ে নদী-তীরে যাই; সেখানে গিয়ে স্নানাহার করি গে।

জনৈক ছদ্মবেশী পাহাড়ীর প্রবেশ।

পাহাড়ী। বড়া ভুখা, মাই—বড়া ভুখা! দে, মাই—ভুখী লোক্‌কো ভিখ্ দে, মাই! ভগবান্ তেরা ভালা করবে, মাই!

চিন্তা। কি হবে, নাথ! তণ্ডুল আর নাই।

শ্রীবৎস। বনবালা যে ফলগুলি দিয়ে গেল, সেইগুলিই এই ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুককে দাও।

পাহাড়ী। দে, মাই—দে. রাজা বাবা! বড়া ভুখা—বড়া ভুখা! সাত রোজ পেট্‌মে কুচ্ছু দানাপানি নেহি। সাতরোজ বেমার লাগাথা উসিসে ভিখ্ মাঙ্‌নে নেই যানে সেক্‌তা হ্যায়।

চিন্তা। তোমার জন্য কিছু রেখে, আর ফলগুলি দি।

শ্রীবৎস। না, চিন্তা! সবগুলি দাও; নইলে ওর ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে না।

[চিন্তা পাহাড়ীর হাতে ফলগুলি দিলেন]

পাহাড়ী। জয় জয়কার হ'ক্. রাণীমাই—জয় জয়কার হ'ক্, রাণী-মাই! [বলিয়া প্রবেশ পথে গিয়া উচ্চহাস্য] হো—হো—হো—মূর্খ রাজা! যার ভেল্কীতে পোড়া শোল্‌মাছ জলে চ'লে যায়—আমি সেই দুর্ম্মদকেতনের চেলা!

[বেগে প্রস্থান।

শ্রীবৎস। এতক্ষণে বুঝ্‌লে, চিন্তা! কে শনি? কার কোপদৃষ্টি? সংসারে শনি ব'লে অন্য কেউ থাকে না। এখানে মানুষই শনি—মানুষই রাহু—মানুষই রাক্ষস! চল, চিন্তা! দুশ্চিন্তা ত্যাগ ক'রে নদীর শীতল জলে স্নান ক'রে, সেই জলপানে পিপাসা দূর করি গে! কিন্তু মনে রেখো, চিন্তা! স্রোতস্বতী নদীও মানুষের নিঃশ্বাসে শুষ্ক মরুভূমি হ'য়ে যেতে পারে। যদি তাই হয়, তা'তেও বিচলিতা হ'য়ো না যেন। এস—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধভাবে বনবালার পুনঃ প্রবেশ।

বনবালা। [সক্রোধে] তাই ত, এত বড় স্পর্দ্ধা! শনির এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার দেওয়া ফল নিয়ে পালাল? দেখি, শনির এই ধৃষ্টতার প্রতীকার করতে পারি কি না? দুষ্ট শনি! তুমি মনে করেছ, তুমি নিজে অদৃশ্য থেকে মানুষের দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য সাধন ক'রে নিচ্ছ, কেউ তা বুঝ্‌তে পারছে না? আচ্ছা থাক তুমি—[প্রস্থানোদ্যতা]

তৎক্ষণাৎ বনমালীবেশে কৃষ্ণের প্রবেশ।

বনমালী।—

গান।

কোথা যাও—কোথা যাও, ওগো সুলোচনে।
মোদের নিজে হাত গড়া বিধি বল ভাঙিব কেমনে ॥
অঙ্গ প্রতি মিছে রোষ, নাহি কারো কোন দোষ,
আমি নিজেই হাসাই নিজেই কাঁদাই, সেটাও নয় অকারণে ॥
সোনারে না পোড়াইলে, খাঁটি সোনা নাহি মিলে,
জান ত কমলা, এ সকল খেলা, আমি করি ভক্তের কারণে ॥

আরও বোঝ, লক্ষ্মি! ঐ হাসা-কাঁদা না থাক্‌লে, মানুষের জীবনধারণ অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াত। রাশি-চক্রের আবর্ত্তনে গ্রহ সংস্থানের ভালমন্দ

ফল না ফল্‌লে মানুষের প্রাণ একঘেয়ে হ'য়ে উঠ্‌ত। আমি যে মানুষকে কখন হাসাই, কখন কাঁদাই, তাতেই মানুষ বেঁচে থাক্‌তে চায়। দেখ ত, লক্ষ্মি! আজ কী সৌভাগ্য তাদের—তুমি নিজে গোলোক ছেড়ে যাদের পাছে পাছে বনবালা বেশে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছ! তোমার আমার এই যে ছদ্মবেশ ধারণ, এর মধ্যেও কি ভক্তের ভক্তিপ্রভাব ফুটে বেরুচ্ছে না? [বলিয়া গান করিল]

গান।

ওগো আমি বড় আশায়—বড় আশায়—বড় আশায়।
জগত গড়েছি শুধু ভালবাসায়—শুধু ভালবাসায় ॥
ভালবাসায় ভেসে রবি শশী তারা,
দেখ দিকে দিকে ছোটে হ'যে দিশেহারা,
আকাশে বাতাসে ভালবাসা ধারা,
ভালবাসায় ভুবন ভেসে যায় ॥

বনবালা। তোমার ভালবাসা তোমার থাক্, আর প্রকাশ ক'রে কাজ নেই। তোমার ভালবাসা—প্রাণনাশা।

বনমালী।—

গান।

ওগো আমার হৃদয়-ললনা।
ভালবাসায় তোমায় কি দিব তুলনা ॥
বনবালা।—পায়ে ধরি তোমার আর ও কথা তুলো না ॥
বনমালী।—রবি আর কমলে কত ভালবাসা,
এক প্রাণ দেখ দুই দেহে;
বনবালা।—তা জানি জানি কমল হিমেতে মরে,
আকাশে রবি সুখে রহে;

বনমালী ।—চাতক-জলদ-প্রেমের না হয় তুলনা,

বনবালা ।—সময় নহিলে তারে, সে না দেয় এক কণা,
তাই বলি সখা আর ও কথা তুলো না—
কুসুমে ভ্রমরে তবু কিছু প্রেম দেখা যায় ;

বনমালী ।—ভ্রমর না এলে সেধে কুসুম না যায়,
ফুলের প্রেম কোথায়, যেমন তোমায় আমায়,
তুমি ব'সে থাক, আমি ফিরি প্রেমের দায় ;

বনবালা ।—আর মধুটা ফুরালে ভ্রমর উড়িয়া পলায়,
ভ্রমর ভাল কোথায়, যেমন তোমায় আমায় ॥

বনমালী । এস, লক্ষ্মি ! বৃথা রাগ ক'রো না ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

কারাগৃহ ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ কল্যাণকে লইয়া প্রহরিদ্বয়ের প্রবেশ ।

কল্যাণ । আজ কারাগৃহ পরিবর্ত্তন কর্‌বার হেতু কি, প্রহরি ? না—থাক্, হয় ত ঠিক উত্তরই দেবে না । কি প্রয়োজনই বা আমার সে জিজ্ঞাসায় ? [স্বগত] ভাব্‌ছি, কেন এরা এখনও আমার জীবন শেষ ক'রে ফেল্‌ছে না ! বাঁচিয়ে রেখে কি ফল হচ্ছে এদের ? পিতা মাতা যখন বনবাসী, তখন আর কোন বাধা-বিঘ্নেরও ত কারণ নাই । ওঃ, ব্যর্থ জীবন ! আর কতদিন এই ব্যর্থতা নিয়ে—এই অবসাদ নিয়ে এই অন্ধ কারাগারের মধ্যে কাটাতে চাস্ ? হস্তদ্বয় দৃঢ় শৃঙ্খলে বাঁধা, মর্‌বার কোন সুযোগই খুঁজে পাচ্ছি না । এ সময়ে কেউ যদি

এসে এখনই আমার মুণ্ডটা কেটে ফেলে দেয়, তা' হ'লে মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই বন্ধুকে প্রাণের সহিত একবার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাই। [প্রকাশ্যে] কে ও? কার পদশব্দ যেন! না, আর শুন্‌তে পাচ্ছি না। আচ্ছা, প্রহরি! একটা কথা রাখ্‌বে? আগে যেমন রাখ্‌তে, সে ভাবে রাখা নয়; এতে বরং রাজা শ্রীকণ্ঠ আর দুর্জ্জয়া-রাণী তোমাদের উপর পরম তুষ্টই হবেন। তাঁরা হয় ত, যে কাজটা ইচ্ছা সত্ত্বেও নানা কারণে নিজেরা কর্‌তে পার্‌ছেন না, সেই কাজটা আজ তোমাদের দিয়েই শেষ কর্‌বেন; এতে বরং পুরস্কৃত হবারই সম্ভাবনা তোমাদের! এই নির্জ্জন অন্ধ কারাগৃহে—এখানে সুকণ্ঠের আস্‌বারও সম্ভাবনা নাই। বড় সুযোগ—বড় অবসর এই!

১ম প্রহরী। কি কাজ, কুমার?

কল্যাণ। আমাকে হত্যা ক'রে ফেল, এই আমার আদেশ—না, প্রহরি! এই আমার প্রার্থনা।

১ম প্রহরী। কেন লজ্জা দিচ্ছেন, কুমার? আমরা যে হুকুমের দাস, বাধ্য হ'য়ে আমাদিগকে এই প্রহরীর কাজ কর্‌তে হচ্ছে—প্রাণের মমতায় বাধ্য হ'য়ে আজ যুবরাজকে এই কারাগারে বন্দিভাবে রেখে প্রহরা দিতে হচ্ছে। যুবরাজ! গরীব আমরা—নিঃসহায় আমরা—তাই আমাদিগকে প্রাণের ব্যথা চেপে এই অন্যায় কাজ কর্‌তে হচ্ছে। আমাদিগকে ক্ষমা করুন, যুবরাজ!

কল্যাণ। কোন অন্যায়ই ত কর নি তোমরা। প্রভু-আজ্ঞা পালন কর্‌ছ, এতে তোমাদের ত কিছুমাত্র দোষ নাই, প্রহরি! কিন্তু যদি পার্‌তে—যদি আজ আমার এই প্রাণের আশাটা মেটাতে পার্‌তে, তা' হ'লে প্রাণের সঙ্গে তোমাদিগে আশীর্ব্বাদ ক'রে যেতাম। ঐ অদূরে আলোকরশ্মি, কারা আমাকে যেন—কৈ না, আবার স'রে গেল—

প্রলয়ের অন্ধকারে ক্ষণিক দামিনীস্ফুরণের মত অন্ধকারাকে আরও গাঢ় ক'রে দিয়ে গেল! যাক্, কিন্তু প্রহরি! একটু ভেবে দেখ—বুঝে দেখ—আমার এ অবস্থা হ'তে একমাত্র মৃত্যুই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

১ম প্রহরী। যুবরাজ! আমরা ক্ষুদ্র নীচ নির্ব্বোধ, তবু যেন মনে হয়, এ দিন বুঝি বেশিদিন থাক্‌বে না। এমন একটা অন্যায়—এমন একটা মহাপাপ, ধর্ম্মরাজ শ্রীবৎসের ধর্ম্মরাজ্যে বেশিদিন যে মাথা উঁচু ক'রে নিজের প্রতাপ দেখিয়ে টিঁকে থাক্‌বে, এ আমাদের মনেও হয় না।

কল্যাণ। তা থাকে, প্রহরি—তা থাকে! নতুবা এ হ'তেও মহা মহা পাপ—মহা মহা অন্যায় ভগবানের বিশ্বরাজ্যে বহুদিন পর্য্যন্ত মাথা উঁচু ক'রে টিকে আছে কেমন ক'রে? সে তুলনায় শ্রীবৎসের রাজ্য কতটুকু? তবে কেন এমন অন্যায় অত্যাচার যে, মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গলবিধানকে পদদলিত ক'রে স্পর্দ্ধার সহিত টিঁকে থাকে, সে কথা বোঝা বড় শক্ত—বড় কঠিন! কেন পূর্ণচন্দ্রকে রাহু গ্রাস করে, কেন সুশীতল সিন্ধুসলিলে তীব্র বাড়বানল জ্ব'লে ওঠে, কেন ধর্ম্মের টুঁটি টিপে ধ'রে অধর্ম্ম এমন প্রবল হ'যে দাঁড়ায়, এ সমস্যার মীমাংসা মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কুলোয় না। ঐ আবার সেই আলোকরশ্মি আলেযার মত দেখা যাচ্ছে।

সহসা আলোক হস্তে দুর্জ্জয়া ও দুর্ম্মদকেতনের প্রবেশ।

[কল্যাণ তাহাদিগকে দেখিয়া ঘৃণায় বিরক্তিতে নতমুখ হইলেন]

দুর্জ্জয়া। কি কথা হচ্ছিল, প্রহরি? পালাবার?

২য় প্রহরী। না, মহারাণি! যুবরাজ নিজেকে হত্যা কর্‌তে বল্‌ছিলেন।

দুর্জ্জয়া। এখনও যুবরাজ? না—ঘৃণিত একটা পথের কুকুর!

প্রহরী। [মুখ নত করিয়া নীরবে রহিল]

দুর্জ্জয়া। আর হত্যা? তার আর চিন্তা করতে হবে না, এখনই সেটা হ'যে যাবে; আর কারও হাতে নয়, এই দুর্জ্জয়া রাণীর হাতে—পরম সৌভাগ্য বন্দীর আজ!

কল্যাণ। [মুহূর্ত্তমাত্র চমকিয়া দুর্জ্জয়ার দিকে চাহিয়া] না, মহারাণি! নিজের হাতে করবেন না, জল্লাদ ডাকুন।

দুর্জ্জয়া। তৃপ্তি এতে বেশি পাব—কণ্টককে নিজের হাতে সরিয়ে ফেলতেই অভ্যস্ত দুর্জ্জয়ারাণী।

কল্যাণ। নিষেধ করছি, মহারাণি—কলঙ্কে দেশ ছেয়ে যাবে! সে কলঙ্ক শুনলে, সুকণ্ঠ কখনও সহ্য করতে পারবে না—নিশ্চয়ই আত্ম-হত্যা ক'রে ফেলবে! আমি তার প্রাণ জানি—হৃদয় জানি; আমি যেন জলের মত তার অন্তরটা দেখতে পাচ্ছি।

দুর্জ্জয়া। তারই ভবিষ্যতের কণ্টক আজ উৎপাটন ক'রে রাখছি। এখন না বুঝলেও পরে সেটা সে বেশ বুঝতে পারবে।

কল্যাণ। কিন্তু সে বোঝবার আগেই যদি সে আত্মহত্যা ক'রে ফেলে, তা' হ'লে মহারাণীর সে আশা যে একেবারেই নষ্ট হ'য়ে যাবে। এমন একটা মাতৃ-কলঙ্ক সে কিছুতেই সইতে পারবে না।

দুর্জ্জয়া। সে চিন্তা ক'রে রাখা হয়েছে। এ গভীর রাত্রি নীরব নির্জ্জন কারাগৃহ, এক প্রহরী ব্যতীত এখানে দ্বিতীয় জনমানব নাই, কে দেখবে? কে তার মাতৃ-কলঙ্ক প্রচার করবে? তোকে নিঃশেষ ক'রে প্রহরীকেও সেই সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো। প্রচার হবে—ঘাতক-হস্তেই হত্যা করা গেছে।

কল্যাণ। কিন্তু মৃত্যুর আগে বুঝে যেতে হবে যে—প্রাগ্রাজ্যেশ্বরী আজ নরঘাতিনী ভীষণা পিশাচী, বুঝে যেতে হবে যে—মহারাজ শ্রীবৎসের

ভ্রাতৃবধূ আজ ভয়ঙ্করী রাক্ষসী দানবী! ওঃ, সুকণ্ঠ! ভাই! এমন দানবীর গর্ভে তোমার মত পারিজাত ফুটেছিল কেন? কী দুঃসহ জীবন তোমাকে বহন ক'রে বেড়াতে হচ্ছে, ভাই! আমার চেয়েও তুমি বড় দুর্ভাগ্য! এখন দেখ্‌ছি, এ হ'তে তোমার মৃত্যুই শতগুণে উত্তম! মার কেন, মহারাণি? শুভকাজ শীঘ্র শেষ ক'রে ফেল। জীবন্তে এ তীব্র নরক-যন্ত্রণা নিতান্ত অসহ্য!

দুর্জ্জয়া। দাদা! অস্ত্র দাও।

দুর্ম্মদ। একবার বাইরের চারিদিক্‌টা ভাল ক'রে দেখে আস্‌ব?

দুর্জ্জয়া। না—দেখ্‌তে হবে না। শীঘ্র অস্ত্র দাও আমাকে, এ কুক্কুরকে আগে নিঃশেষ ক'রে ফেলি।

কল্যাণ। ঈশ্বর! তুমি আছ—এ বিশ্বাস চিরদিনই রাখি; কিন্তু তোমার চক্ষের উপর যে, এমন একটা পাপের তাণ্ডব চল্‌তে পারে, এ বিশ্বাস কোনদিন ছিল না!

দুর্জ্জয়া। নিরস্ত হ', বাচাল! সুকণ্ঠকে আমা হ'তে বিচ্যুত ক'রে নিজের মত ক'রে গ'ড়ে তোলা, সে তোরই কাজ, ধূর্ত্ত! পিতামাতার উপর একটা ঘৃণা, একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে দেওয়া, সে এক তোরই কাজ, দুর্ব্বৃত্ত! আরও অনেক পূর্ব্বে তোকে পৃথিবী থেকে সরানো উচিত ছিল, তা না কর্‌বার যা ফল, তা সুকণ্ঠ হ'তে অপরিমিত রূপেই প্রাপ্ত হচ্ছি। দাঁড়া—এইবার ঠিক হ'য়ে—পথের কাঁটা সাফ্‌ ক'রে ফেলি। [অসি উদ্যত করিল]

[সহসা নিঃশব্দে সুকণ্ঠ আসিয়া নিজ অসি নিষ্কাসিত করিয়া দুর্জ্জয়ার অসিকে বাধা দিল ও দুর্জ্জয়া ক্রোধে লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল, এবং কল্যাণ বিস্মিতদৃষ্টিতে সুকণ্ঠের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

সুকণ্ঠ। যাও, পিশাচি! নিঃশব্দে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে এখান থেকে এখনই স'রে যাও। গভীর রাত্রি—এ বীভৎস দৃশ্য এখনও অন্য কেউ দেখ্‌তে পায় নি। সুকণ্ঠ এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে কল্যাণের একটী কেশও কেউ স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না। যাও—

[দুর্ম্মদকেতন সহ দুর্জ্জয়া নতমুখে ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে প্রস্থান করিল।

আমার আজ্‌কার কোন কাজে বাধা দিতে এস না, কল্যাণ-দা! তোমাকে আজ আমি মুক্ত কর্‌ব। মহারাজ শ্রীবৎস যখন পুনরায় এসে রাজদণ্ড গ্রহণ ক'রে বস্‌বেন, তখন আবার তুমি বন্দী হ'য়ে কারাগৃহে এস। কিন্তু এখন তুমি মুক্ত, শুধু মুক্ত নও—পাপের বিরুদ্ধে অসি ধ'রে দাঁড়াতে হবে; নতুবা সব যায়। শোন নি বোধ হয়, কল্যাণ-দা! প্রাণের সুষেণ আমাদের কল্য হ'তে অন্তর্হিত। বৃদ্ধ রাজা সুষেণের শোকে একেবারে উন্মাদ! পিশাচী দুর্জ্জয়ার অসাধ্য কিছুই নাই জেনো। এ সময়ে তোমাকে এভাবে বন্দী হ'য়ে কাটালে চল্‌বে না। সেনাপতি গতযুদ্ধে আহত—মুমূর্ষু; সুতরাং তোমাকে আজ হ'তে বিপ্লবের সম্মুখে বীরের ন্যায় দাঁড়াতেই হবে। [বন্ধন মুক্ত করণ] এস, কল্যাণ-দা! গুরুদেব তোমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছেন, অনেক গুপ্ত পরামর্শ আছে।

কল্যাণ। সুকণ্ঠ! তবুও মাতা—জননী—গর্ভধারিণী স্বর্গাদপি গরীয়সী, এ কথা কেন ভুল্‌ছ, ভাই?

সুকণ্ঠ। এ হিতোপদেশ এর পরে শুন্‌ব, কল্যাণ-দা! এখন চ'লে এস।

কল্যাণ। ভাই, এ দুর্ব্বহ জীবন বহন ক'রে—

সুকণ্ঠ। থাক্, খুব হয়েছে এস। [কল্যাণকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

প্রহরিদ্বয়। ভগবান্ তুমিই সত্য। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যান-বাটী।

শোকোন্মত্ত চিত্ররথসহ মহানন্দের প্রবেশ।

চিত্র। রেখেছিলাম—রেখেছিলাম, মহানন্দ—এই ডানার তলায় ক'রে বুকের মধ্যে মিশিয়েই ত দাদাকে আমার রেখেছিলাম! সারারাত্রি ধ'রে বিনিদ্র চোখ দুটো দিয়ে দাদাকে আমার পাহারা দিতাম, পাছে বাজ এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় এই ভয়ে! সেই—যেদিন থেকে তার নিষ্ঠুর মা আর বাপে তাকে এই বুড়োর কাছে গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্তমনে চ'লে গেল, সেইদিন থেকেই ত, মহানন্দ—এ অথর্ব্বের চোখে নিদ্রা ছিল না, দিবারাত্র তাকে বুকে চেপে প'ড়ে থাক্‌তাম। কিন্তু এ কী হ'ল? কেমন ক'রে কোন্ ফাঁকে এসে যে ছোঁ মেরে নিয়ে চ'লে গেল, তা'ত জান্‌তেও পার্‌লাম না! আর কী, মহানন্দ? আমি এখন নিশ্চিন্ত! এখন মা তারা ব'লে বেরিয়ে পড়্‌তে পারি। মহানন্দ! তুমি অনেকদিন থেকেই এ কথা বলেছিলে বটে, কিন্তু ভাব্‌লাম, তখন যে এমন ক'রে দোকান সাজালাম—এমন ক'রে ফুলের বাগান তৈরী কর্‌লাম, দিনকত দেখে যাই, তা' ত দেখ্‌তে পেলাম না, মহানন্দ? দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে সব ভেঙে গেল! চেয়ে দেখি যে, কিছুই নাই—কিছুই নাই! প'ড়ে আছে কেবল কয়খানা জীর্ণ হাড়ের বোঝা—তা থেকে দারুণ একটা হাহাকারের অনল-উচ্ছ্বাস বেরিয়ে সব পুড়িয়ে-জ্বালিয়ে দিচ্ছে, মহানন্দ! এই হাড়ের বোঝাটা পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেল্‌তে পার? এ এখন অমঙ্গল—অশুভ—দুর্নিমিত্ত!

মহা। [স্বগত] হা রে, মোহিনী মায়া! কী জালেই সংসার জড়িয়ে রেখেছ ?

চিত্র। মহানন্দ! একটা বিশাল শাল্মলী তরু—সে একদিন তার বিশাল শাখা-প্রশাখা, নবীন পল্লবে সজ্জিত হ'য়ে সংসার-উদ্যানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল! কত মনোহর দৃশ্যই না এতদিন ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল! কিন্তু হায়, মহানন্দ! আজ তার সেই শাখা-প্রশাখা নবীন পল্লবাদি তাকে ফেলে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে চ'লে গেছে! আছে মাত্র—শাখা পত্রহীন নীরস শুষ্ক, জীর্ণ শীর্ণ সেই অতীতের সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে—জ্বালাময় স্মৃতির একটা নগ্নমূর্ত্তি!

[মহানন্দ গাহিলেন]

মহানন্দ।—

গান।

কেন তুই আপনি গ'ড়ে আপনি ভেঙে ফেলিস্।
এই ভাঙা-গড়ায় কি ফল হয়, মা,
কেন মিছামিছি ভাঙিস্ গড়িস্॥
বিষতরু রোপণ ক'রে,
তার নাশে না কেউ আপন-করে,
তোর আপন-হাতে সাজানো বাগান
কেন তায় সমভূম ক'রে ছাড়িস্॥
সাধে কি তোয় ক্ষেপী বলে,
ক্ষেপার কাজ তুই করিস্ ব'লে,
তোদের ক্ষেপা-ক্ষেপীর খেয়াল হ'লে
যা ইচ্ছে তাই ক'রে বসিস্॥

চিত্র। থাক্, মহানন্দ—আর তোমার ঐ ক্ষেপা ক্ষেপীর গানে কাজ নাই! ওদের নাম ক'রে-ক'রেই ত আমার সব গেছে! আর না—ঢের

য়েছে। এখন থেকে, মহানন্দ! আমি সদানন্দের মতেই চল্‌ব। বেশ
ত্‌, তার—খাসা মত্‌ তার! ঈশ্বর নাই, কাজেই তার নামও নেই—
কাজও নেই—কোন প্রয়োজনও নেই। খাসা মত্‌ সদানন্দের! দিব্যি
দানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে! জগৎ সংসার রসাতলে ডুবে যাক্ না কেন,
কানদিকে দৃক্‌পাত নেই—কোন চিন্তা নেই—কোন ভাবনা নেই!

সদানন্দের প্রবেশ।

সদা। হাঁ, মহারাজ! খাসা আছি আমি—খাই দাই আর ফূর্ত্তি
করি। ঈশ্বর থাকেন ভাল—সুখে থাকুন তিনি; না থাকেন তাতেও
কিছু যায়-আসে না, আপনার মতে আপনি চ'লে ফিরে বেড়াব; কোন
শাস্ত্রের-টাস্ত্রের ধারই ধার্‌তে হয় না।

মহা। চ'লে ফিরে যে বেড়াবে, সে চলা-ফেরার যন্ত্র পা দু'খান যদি
ভেঙে যায়?

সদা। শুধু শুধু ভেঙে যাবে?

মহা। কোন কারণে যদি ভাঙে?

সদা। ব্যস্, তখন প'ড়ে থাক্‌ব।

মহা। তখন আহার জোগাবে কে?

সদা। জোগাবার কেউ না থাকে, জোগাবে না।

মহা। কর্ম্ম মান, সদানন্দ?

সদা। এমন একটা বিশাল কর্ম্মের ক্ষেত্র প'ড়ে আছে, কত লোক
তাতে কর্ম্ম ক'রে বেড়াচ্ছে, তবে কর্ম্ম মান্‌ব না কেন?

মহা। কর্ম্মফলে বিশ্বাস কর?

সদা। নতুবা কি শুধু শুধুই মানুষগুলো ভূতের বোঝা ব'য়ে মর্‌ছে?
ভাল কাজ হোক্, মন্দ কাজ হোক্, ভাল-মন্দ ফলও তার আছেই।

আগুনের মধ্যে হাত দাও—পুড়্‌বেই ; মাটী খুঁড়ে গর্ত্ত কর, মাটীটা গর্ত্ত হয়েই যাবে। এ সব ত সোজা সোজা কথা, মহানন্দ !

মহা। সেই ভাল-মন্দ ফল দেয় কে ?

সদা। কে দেয়-না-দেয় অত ভেবে মাথা ঘামাবার দরকার ত কিছু দেখি না। কাজ কর্‌তে হবে, না ক'রে মানুষ থাক্‌তে পারে না, এই জানি।

মহা। [সানন্দে] কে বলে তুমি নাস্তিক, সদানন্দ ? কর্ম্ম আর কর্ম্মফল মান যখন, তখন ঈশ্বরও মান তুমি। ভগবান্ মানুষকে কর্ম্ম দিয়ে দিয়েছেন, মানুষ সেই কর্ম্ম হ'তেই শুভাশুভ ফললাভ ক'রে থাকে। ঈশ্বর নিজে হাতে ক'রে কিছু করেন না, এ ত সত্যই, ভ্রান্তিবশেই আমরা ঈশ্বরের উপর শুভাশুভ প্রদানের কর্ত্তৃত্ব আরোপ ক'রে থাকি। তুমি যথার্থ জ্ঞানী, তুমি তা কর না ; তাই আমরা তোমাকে নাস্তিক বলি।

সদা। [সহাস্যে] এবার তা' হ'লে, ভাযা ! আমি দস্তুর মত একজন আস্তিক হ'যে দাঁড়ালাম। তোমাদের আস্তিকের খাতায় নামটা আমার তুলে ফেলো, দাদা !

চিত্র। না, সদানন্দ ! তুমি বেশ আছ—খাসা আছ ; ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছ কি মরেছ ! তবে আমার একটা ভরসা আছে—তোমার আপনার বল্‌তে এ সংসারে কেউ নাই ; তুমি কখনও কাউকে পাখীর ছানার মত ডানার তলায় ক'রে বুকের পাঁজরের মধ্যে পূরে রাখ নাই সবটুকু স্নেহ নিংড়ে তুমি কখনও কাউকে দাও নি—সবটুকু প্রাণ দিয়ে কাউকে কখনও বুকের মধ্যে চেপে রাখ নি, তাতেই বল্‌ছিলাম, তুমি খাসা আছ।

মহা। [জনান্তিকে] দেখেছ, কী নিদারুণ শোকের তপ্ত বাষ্পোচ্ছ্বাস, সদানন্দ ? বৃদ্ধ বয়সে ইনি কী দুঃখই না ভোগ কর্‌ছেন !

চিত্র। আচ্ছা, আমি কি খুবই কাতর হ'য়ে পড়েছি, বল্‌তে পার তোমরা? আমার মুখ দেখে কি সবই বুঝ্‌তে পারছ যে, সুষেণের শোক আমাকে বিলক্ষণরূপে অভিভূত ক'রে ফেলেছে?

মহা। না, মহারাজ! ধৈর্য্যের হিমাচল আপনি।

চিত্র। না, মহানন্দ! আমার মনে হচ্ছে, এ হিমাচলকেও যেন চঞ্চল ক'রে তুলেছে। আহা, সে যে নিতান্ত বালক—নিতান্ত শিশু—এখনও আধ-আধ কথা কয়! মা-বাপ্‌কে হারিয়ে আমার এই বুকেই বাসা বেঁধেছিল; অভিমান, ক্রোধ, আব্‌দার সবই যে, সে আমার কাছে দেখিয়েছে! কিন্তু নিয়ে গেল—কোন্ পথে এসে ছোঁ মেরে কোথায় নিযে গেল—কেউ কোন খবর এনে দিতে পাব্‌লে না! আচ্ছা, মহানন্দ!

মহা। আদেশ করুন।

চিত্র। না—কাজ নেই; সেটা কারও চোখে ভাল লাগ্‌বে না। নতুবা একবার ছোটরাণীর কাছে গিয়ে, তার হাত দু'খানি ধ'রে একবার সুধাতাম—না, সে ভাল দেখাবে না; কি বল, মহানন্দ? কিন্তু ভাব্‌ছিলাম, যদি এই বৃদ্ধ শ্বশুরের কাতর মুখের পানে তাকিয়ে আমার দাদাকে আমার কোলে ফিরিযে দেয়! তোমাদের বিশ্বাস কি? দাদাকে আমার জ্যান্ত রেখেছে, না একেবারে—না না, সে হ'তেই পারে না! সেও ত সন্তানের মা! অতটা পারে নি বোধ হয়, কি বল?

মহা। না, মহারাজ! অতটা পেরে ওঠে নি।

সদা। না পেরে ওঠ্‌বারই বা হেতুটা কি, বল ত? গত রাত্রের ঘটনা ত শুনেছ? সুকণ্ঠ যথাসময়ে এসে না পৌঁছালে, যুবরাজ কল্যাণের অবস্থা এতক্ষণ কী দাঁড়াত বল ত?

চিত্র। তা' হ'লে পারে ? য়্যাঁ! নিশ্চয়ই পারে ? হয় ত এতক্ষণ পেরেই বা বসেছে! ওঃ মহানন্দ! আমি একটু বস্‌ব ; বাতাস কর—বাতাস কর। [অর্দ্ধশায়িত ভাবে অবস্থান ; মহানন্দ বাতাস করিতে লাগিলেন] বড় পিপাসা—একটু জল।

মহা। [জল পান করাইয়া] ওঃ, কী কষ্ট!

চিত্র। চল, মহানন্দ! আমাকে ছোটরাণী দুর্জ্জয়ার কাছে নিয়ে চল—আমি তার হাত ছেড়ে, পায়ে ধর্‌ব ; তার পর দাদাকে বুকে ধ'রে একেবারে তীর্থে চ'লে যাব। চল—চল—

[সদানন্দ ও মহানন্দের স্কন্ধে ভর দিয়া প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

অর্দ্ধশায়িত আহত সংগ্রামকেতুর মস্তকের ক্ষতস্থান বস্ত্রখণ্ড দ্বারা রাজকুমারী মাধুরী নীরবে বাঁধিয়া দিতেছিলেন।

সংগ্রাম। রাজকুমারি! প্রতিদিনই এসে এইরূপ রোগীর শুশ্রূষা ক'রে যাও, একটুও বিরক্তি দেখি না—একটুও অনিচ্ছা দেখি না; কিন্তু আমার মনে হয়, না জানি তোমার কতই কষ্ট হচ্ছে—কতই বা বিরক্তি হচ্ছে!

মাধুরী। এখনও বেশি কথা বল্‌বেন না আপনি! এখনও ক্ষতস্থান ভাল ক'রে শুকায় নি।

সংগ্রাম। আর বোধ হয়, প্রযোজন হবে না; তুমি আর কষ্ট ক'রে এস না, রাজকুমারি!

মাধুরী। আচ্ছা, দেখা যাবে। আপনি এখন চুপ্‌ ক'রে একটু নিদ্রা যান্‌। আমি এখন আসি।

[প্রস্থ ।]

সংগ্রাম। [স্বগত] একটা প্রহেলিকা ছাড়া আর বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, তোমাকে রাজকুমারি! এত কাছে থাক, স্বহস্তে এত সেবা কর, সমস্ত প্রাণ দিয়ে নিয়ত এত যত্ন কর্‌ছ, তবু যেন মনে হয়, তুমি কত দূরে—

কত দূরে! কিন্তু দুরাশার কুহকজাল তবুও আমাকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, তাই তুমি স'রে গেলে মনে হয়, তুমি যেন কত কাছে—কত কাছে! তুমি যেন কত আপনার—কত আপনার!

সহসা নিষ্কাসিত অসিহস্তে দুর্জ্জয়ার প্রবেশ।

দুর্জ্জয়া। ভেবেছিলাম, যুদ্ধক্ষেত্রের সেই প্রচণ্ড আঘাতেই তোমার জীবন শেষ হবে; এখন দেখ্‌ছি, তুমি ক্রমশই সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌ছ, তাই আর অপেক্ষা না ক'রে নিজের হাতেই তোমাকে নিঃশেষ কর্‌তে এসেছি।

সংগ্রাম। রুগ্ন, অপটু, শক্তিহীন যখন, তখন মহারাণীর যা ইচ্ছা, তাই কর্‌তে পারেন।

দুর্জ্জয়া। কিন্তু ইচ্ছা ছিল না যে, সেনাপতি, তোমাকে হত্যা করি। কি কর্‌ব—কিছুতেই যখন তুমি আমার বশে আস্‌তে চাইলে না, কাজেই তোমার মত একজন বীরকে শত্রু ক'রে রেখে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই কি ক'রে? তবে শেষ আর একবার তোমাকে মুহূর্ত্তের জন্য ভাব্‌বার সুযোগ দিচ্ছি, এই জীবন্মৃত্যুর মহা-সন্ধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভেবে নাও, —সেনাপতি, আমার বশে আস্‌তে চাও কি না?

সংগ্রাম। না, আপনি যত শীঘ্র পারেন, আমাকে হত্যা ক'রে ফেলুন। আমার আর কিছুমাত্র বল্‌বার নাই, মহারাণি!

দুর্জ্জয়া। আচ্ছা—আচ্ছা, তাই হোক্ তবে, কুক্কুর!

[হত্যা করিতে অসি উদ্যত করিল, তৎক্ষণাৎ তীব্রবেগে সুকণ্ঠ আসিয়া নিজ অসি দ্বারা দুর্জ্জয়ার অসিকে বাধা দিল।]

সুকণ্ঠ। [বামহস্তে দুর্জ্জয়ার হস্ত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া, দক্ষিণহস্তে অসি উদ্যত করিয়া] রাক্ষসি! পিশাচি! আয়—আজ তোর রক্ত-পিপাসার চির নিবৃত্তি ক'রে দি। অনেক সহ্য করেছি, আর পার্‌লাম না। দাঁড়া,

রাক্ষসি! [আঘাত করিতে গিয়া হাত কাঁপিতে লাগিল দেখিয়া] না, পার্‌ছি না; অথবা তার পরিবর্ত্তে এই উদ্যত তরবারি—এই দেখ্, পিশাচি! বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখ্।

[সহসা নিজকণ্ঠে বসাইয়া দিল এবং—"আর বাঁচ্‌লাম না, এতক্ষণে ঠিক হয়েছে!" বলিয়া ভূতলে পতিত হইল, দুর্জ্জয়া উন্মাদ-দৃষ্টিতে স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তৎক্ষণাৎ কতিপয় সৈনিক সহ কল্যাণ ও ব্রহ্মানন্দ প্রবেশ করিলেন।]

ব্রহ্মা। [দেখিয়া] হায়, যুবরাজ! মুহূর্ত্তের বিলম্বে এই অত্যহিত ঘ'টে গেল।

কল্যাণ। [সুকণ্ঠের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া] কেন এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লে, ভাই আমার?

সুকণ্ঠ। কেন কর্‌লাম? কল্যাণ-দা! তুমিও আজ এ কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌ছ? দিবারাত্র কী বৃশ্চিক জ্বালায় জ্ব'লে মর্‌ছিলাম, তা ত তুমি জান, কল্যাণ-দা! আমি জগতে এত বঞ্চিত যে, এই মৃত্যুকালে একবার মা ব'লে ডেকে নেবো, সে পথও আমার নেই! অন্যের পক্ষে মাতৃ-নাম স্বর্গীয় সুষমা-মাখা, আর আমার পক্ষে সে নাম বিষম কালকূটে ভরা—রসনাতেও সে নাম উচ্চারণ কর্‌তে চায় না! ওঃ—কল্যাণ-দা! যা ভেবেছিলাম—যা কর্‌ব ব'লে মনে করেছিলাম, কিছুই হ'ল না—সবই মনে মনে র'য়ে গেল! যাক্, এখন তোমার কর্ত্তব্য-ক্ষেত্র সম্মুখে ঐ বিস্তৃত রয়েছে—আমার শোক ভুলে গিয়ে তাই কর। আজ আমি বড় খুসী, কল্যাণ-দা! আমার জন্য একটুও দুঃখ ক'রো না—এক ফোঁটা অশ্রুও ফেলো না। ওঃ, আর কথা কইতে পার্‌ছি না! দিন্, গুরুদেব! অধমের মস্তকে শেষ পদধূলি দিন্।

ব্রহ্মা। [মস্তকে পদস্পর্শ করাইয়া] যাও, পুণ্যাত্মা! পরলোকে

গিয়ে মহা শান্তিলাভ কর গে। যাও, মহান্! ভগবানের মহৎ আশ্রয়ে অনন্ত বিশ্রাম কর গে।

সুকণ্ঠ। [ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে] যাই তবে, কল্যাণ-দা! উঃ—[মৃত্যু]

কল্যাণ। [সোচ্ছ্বাসে সুকণ্ঠের বক্ষে পতিত হইয়া] সুকণ্ঠ! সুকণ্ঠ! ভাই—প্রাণের ভাই! একাই চ'লে গেলি? এই দৃশ্য দেখ্‌বার জন্যই কি সেদিন মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছিলি?

দুর্জ্জয়া। [উন্মাদ-হাস্যে] হো—হো—হো! ব্যস্—ব্যস্—ব্যস্!

[বেগে প্রস্থান।

[তৎক্ষণাৎ রতনচাঁদ আসিয়া গাহিল]

রতন।—

গান।

গেল স্বর্গের ফুল স্বর্গে চ'লে।
এমন অমূল্য রতন না ক'রে যতন, (রাক্ষসি)
গেলি অবহেলে পায়ে দ'লে॥
তুই মানবী ন'স্ ভীষণা দানবী,
(নইলে) পুত্রশোকে অন্ধ হতিস্ হইলে মানবী,
এমন পুত্রে শত্রু ক'রে বাথ্‌লি দূরে
একবার নিলি না তুই টেনে কোলে॥
তোর সকল আশায় পড়্‌ল এবার ছাই,
চেয়ে দেখ্‌ তোর আপন বল্‌তে আর ত কেহ নাই,
এবার মর্‌বি জ্ব'লে মর্‌বি পুড়ে,
বুকের ভিতর নরক-চিতা জ্বেলে॥

[প্রস্থান।

ব্রহ্মা। চল, কল্যাণ! সুকণ্ঠের দেহ সৎকারার্থে নিয়ে যাই।

[সুকণ্ঠের দেহ লইয়া অন্যান্য সকলের প্রস্থান।

সংগ্রাম। কার মৃত্যু হ'তে কার মৃত্যু হ'যে গেল! ভগবন্! তোমার ইচ্ছা কিছুই বুঝ্লাম না। আজ সুকণ্ঠের অমূল্য জীবনের পরিবর্ত্তে যদি আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের অবসান হ'ত, তাতে কি ক্ষতি হ'ত, মঙ্গলময় তোমার? যাই, এ স্থান নিতান্ত বিষাক্ত! ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে যাই।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন-পথ।

কাঠুরিয়াগণ সহ কাঠুরিয়া বেশে শ্রীবৎসের প্রবেশ।

কাঠুরিযাগণ।—

গান।

আয় সকলে ফূর্ত্তি ক'রে
গাছ কাটি গে খটা খট্ খট্।
কচ্‌মা গাছের মচ্‌কা ডাল সব
আয় ভাঙি গে মটা মট্ মট্॥
যদি পথে শিকার মেলে,
দেবো তীরের ডগায় গেঁথে ফেলে,
গিধোড় বাঁদর, চিড়িয়া ভোঁদড়,
ধর্‌ব মার্‌ব চটা পট্ চট্॥
বল মুখে জয় কালী জয় কালী,
কালী মায়ের নজর পেলে ঘুচ্‌বে মনের কালি,
মোরা বেঁধে দল্, ঢুঁড়্‌ব জোঙ্গল,
চল্ চল্ চল্ ঝটা পট্ ঝট্।

১ম কাঠু। [শ্রীবৎসের প্রতি] দেখ্, ভাই ভোলা! তুই বেশি কষ্ট ক'রে কুড়ুল চালাস্ নে। তোর হাতের চাম্ড়া ভারি নরম আছে, ও হাতে সইবে না, ফোস্কা পড়্বে।

২য় কাঠু। শুধু কি ওর হাত নরম! ওর সমস্ত দেহটাই যেন নরম কাদাতে গড়া। ভদ্দর লোকের মত ওর চেহারাখানা—একটু রদ্দুরের তাপ লাগ্‌লেই যেন গ'লে যায়!

৩য় কাঠু। ওকে ত কত মানা করি যে, তুই ঘরে ব'সে থাক্; আমরাই কাঠ কেটে, কাঠ বেচে এনে তোদের খোরাক চালাব, সে কথা শোনে কই?

৪র্থ কাঠু। ভোলার পরিবারটী যেন লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ! যেদিন থেকে ওরা দুজনে আমাদের ঘরে এসেছে, সেইদিন থেকেই আমাদের লক্ষ্মী-বৃদ্ধি দেখা দিয়েছে! কাঠের দাম একগুণের জায়গায় দশগুণ হ'য়ে উঠেছে।

১ম কাঠু। আচ্ছা, ভাই! সত্যি ক'রে বল্‌ত দেখি, তুই কে? তোর মুখের পানে তাকালে মনে হয় যেন—কত দুঃখ, কত ক্লেশ তোর প্রাণের মধ্যে জ'মে আছে!

শ্রীবৎস। না, কাঠুরিয়া ভাই সকল! আমার আর কোন পরিচয় নেই, আমি তোমাদের ভোলা। তবে কাঠ-কাটা অভ্যাস ছিল না, ক্রমে ক্রমে শিখে নোব। পরিশ্রম না কর্‌লে কি কোন কাজ শেখা যায়?

২য় কাঠু। ও কিছুতেই আপন পরিচয় দিতে চায় না। তবে চল সকলে জোঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ি।

["আয় সকলে ফুরতি ক'রে—" ইত্যাদি গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাঠুরিয়া-পল্লী।

কাঠুরিয়া-রমণীগণ সহ চিন্তার প্রবেশ।

১ম রমণী। আমাদের সঙ্গে এই কুঁড়ে ঘরে থেকে তোমার কষ্ট হয় না, বহিন্?

চিন্তা। না, দিদি! তোমাদের সঙ্গে থেকে আমরা বেশ আছি। তোমাদের সরল প্রাণের সরল ভালবাসায় আমরা মুগ্ধ হ'য়ে গেছি।

২য় রমণী। কেমন ভদ্দর-ভদ্দর কথা শুনেছ? ঠিক যেন লক্ষ্মীঠাকরুণটী আমাদের গরীব দেখে আমাদের ঘরে এসে উঠেছেন!

চিন্তা। না, দিদি! আমার মত অলক্ষ্মী বুঝি এ জগৎ-সংসারে আর কেউ নাই! ভাবি যে, আমাকে আশ্রয় দিয়ে পাছে তোমাদের কোন অনিষ্ট ঘটে!

৩য় রমণী। না, বহিন্! তুমি যেদিন থেকে আমাদের ঘরে পা দিয়েছ, সেইদিন থেকেই যেন আমাদের খুব ভাল হয়েছে; মদ্দরা বলে যে, একগুণ কাঠে দশগুণ কড়ি পাই।

১ম রমণী। সত্যিই ত, তাই সকলে বলে!

জনৈক বৈদেশিক বণিকের প্রবেশ।

বণিক্। দেখ, মা লক্ষ্মীরা! আমার কয়টী কথা তোমরা শোন; আমি কোন বিখ্যাত সদাগরের কর্ম্মচারী। সদাগরের সঙ্গে বিদেশে বাণিজ্য করতে এসেছি। সহসা আমাদের ডিঙ্গি সমুদ্রের চড়ায় লেগে অচল

হ'য়ে রয়েছে। বহু চেষ্টা ক'রেও নৌকা জলে ভাসাতে পারা গেল না। তার পর গতরাত্রিতে আমাদের প্রভু সদাগর মশাই একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নে দেখেছেন যে, এই কাঠুরিয়া পল্লীতে একজন লক্ষ্মীর মত সর্ব্বসুলক্ষণা রমণী এসে বাস কচ্ছেন। তিনি মহা সতী সাধ্বী পতিব্রতা, তিনি যদি কৃপা ক'রে সেই তরী স্পর্শ করেন, তা' হ'লে তৎক্ষণাৎ সেই অচল তরী জলে ভাসমান হবে। আমি সেইজন্যই তোমাদের কাছে এসেছি, মা সকল!

২য় রমণী। [জনান্তিকে চিন্তাকে লক্ষ্য করিয়া] দেখ্‌লি, ঠিক লক্ষ্মীঠাক্‌রুণ কি না! নইলে স্বপন দেখাতে পারে?

১ম রমণী। [জনান্তিকে] আমাদের অদৃষ্টে এখন টেঁক্‌লে বাঁচি!

বণিক্। কৈ, কেউ ত কোন কথা বল্‌ছ না তোমরা? আমরা বড় বিপন্ন! এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার না কর্‌লে, আমাদের আর কোন উপায়ই থাক্‌বে না।

১ম রমণী। আপনি যে কথা বল্‌লে, তেমন ইস্তিরী লোক্ ত এই আমাদের একটী বহিন্ বইত আর কাউকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

বণিক্। হাঁ, আমারও দেখে তাই মনে হচ্ছে। [চিন্তার প্রতি] দেখ, মা! তুমি একটীবার দয়া ক'রে আমার সঙ্গে এসে তরী স্পর্শ ক'রে যাও। বেশি দূরে নয়, খুব নিকটেই আছে।

চিন্তা। আমার স্বামী এখন কুটিরে নাই, তাঁর আজ্ঞা বিনা ত আমি কোন কাজ করি না, বাবা?

বণিক্। আহা! সতীলক্ষ্মীর কথাই তাই। কিন্তু এরূপ বিপন্নকে বিপদ্ হ'তে ত্রাণ কর্‌লে বোধ হয়, মা! তোমার স্বামী কিছু মনে কর্‌বেন না। মা! তুমি যার গৃহলক্ষ্মী, তিনিও নিশ্চয়ই কোন সাধু সদাশয় হবেন।

চিন্তা। [স্বগত] তাই ত, এখন কি করি? একদিকে বিপন্ন উদ্ধার, আর অন্যদিকে স্বামীর বিনা অনুমতিতে কার্য্য ! কখনও ত তাঁর অনুমতি ভিন্ন কোন কাজই করি নাই।

১ম রমণী। কি ভাব্‌ছ, বহিন্? তোমার স্বোযামী কিছু বল্‌বেন না। তিনি বড় ভাল মানুষ! মরদ্‌রা বলে যে, সাক্ষাৎ ইন্দ্রি তুল্যি লোক তিনি!

২য় রমণী। আমরাও তোমার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যাব। ভয় কি! চল, দেখ্‌ছ না—এ বেচারীরা বড় বিপদে পড়েছে?

চিন্তা। তবে তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে চল, দিদি! [স্বগত যুক্ত-করে] স্বামিন্! প্রভু! হৃদয়-দেবতা! তোমার পাদপদ্ম স্মরণ ক'রে চল্‌লাম, যেন মুখ রাখ্‌তে পারি। জীবনে কখনও ঐ পাদপদ্ম ভিন্ন অন্য কোন পরপুরুষের চিন্তা করি নাই, সেই বলে যদি এই গৌরব রাখ্‌তে পারি। [প্রকাশ্যে] চলুন, বাবা! আমি যেতে সম্মত আছি। এস, তোমরাও আমাব সঙ্গে সঙ্গে এস।

বণিক্। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, মা! তোমার অনন্ত সুখ হোক্। এস, মা!

চিন্তা। [একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া] চল, বাবা!

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

সমুদ্র-তীর।

বনমালী ও বনবালার প্রবেশ।

বনবালা। যাও—যাও, এ তোমার কী কাণ্ড বল দেখি? সতীর স্পর্শে বণিকের নৌকা খুলে গেল, সতী-মাহাত্ম্য বেশ দেখানো হ'ল, তার পর সেই সতীর উপর সেই বণিক্ দিয়ে পীড়ন! দুর্ব্বৃত্ত বণিক্ তখনই চিন্তাকে নৌকায় তুলে নিয়ে নৌকা ছেড়ে দিলে। সতীর উপর অত্যাচার! এ সব কাণ্ড আমার ভাল লাগে না বল্‌ছি।

বনমালী।—

গান।

আমার মজা—জীবের সাজা।
তা না করিলে তার, হয় না যে গো গোবিন্দ ভজা ॥
কেমন ভাবের মানুষ সে যে, কি ভাবে ফেরে কি সেজে,
গ্রহ-চক্রের কষ্টি মাঝে করি দর কষা-মাজা ॥
যারে যত দুখে ভাসাই, তার চেয়ে আমি দুখ পাই,
প্রাণের টানে ছুটে যাই, শেষের পথ কর্‌তে সোজা ॥
এখন জীব দেখ কানা-ই, কেউ দেখে না এ কানাই,
এ যে এক বিষম বালাই, সদা জীবে ভত্ত্ব খোঁজা ॥
একদিন জীবের ফুট্‌বে আঁখি, থাকবে না আর কিছু বাকী,
দেখ্‌বে জগৎ বেবাক ফাঁকি, যখন শুন্‌বে কানুর বেণু-বাজা ॥

বনবালা। তোমার এ সব ভাব বোঝা বড় শক্ত, হরি!

বনমালী।— •

গান।

এই ভাবেই ত ভবের মাঝে,
ভাবাবেশে আমি ডুবে থাকি।

বনবালা।— ভয় হয় পাছে ভাবের ঘোরে
ভক্তে তোমার দাও গো ফাঁকি॥

বনমালী।— যে করে আমার আশ,

বনবালা।— কর যে তার সর্ব্বনাশ,

বনমালী।— তাতে যদি না হয় নিরাশ, হই শেষে তার দাসের দাস,
তাকি তুমি জান না কি॥

বনবালা।— জানি তবু ভুলে যাই যে,

বনমালী।— ভুল বই ত মূল নাই যে,

বনবালা।— দেখে প্রাণে ব্যথা পাই যে,

বনমালী।— তাই ব্যথার ব্যথী তোমায় ক'রে রাখি॥

[উভয়ের প্রস্থান

ক্রোধ প্রকাশ করিতে করিতে বেগে অস্ত্রাদি লইয়া
কাঠুরিয়াগণের প্রবেশ।

সকলে। ধর্—ধর্—ধর্—ধর্—

১ম কাঠু। ওরে সর্ব্বনাশ কর্‌লে রে—সর্ব্বনাশ কর্‌লে! কোথাকার শালা সদাগর এসে আমাদের লক্ষ্মী-মাকে চুরি ক'রে ডিঙ্গেয় তুলে নিয়ে পালিয়েছে! এখন উপায় কি করা যায়?

২য় কাঠু। দৌড়ে আস্‌তে-না-আস্‌তে ডিঙ্গি কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চ'লে গেল?

৩য় কাঠু। আর একটু আগে এলে, শালাদের মুণ্ডুগুলো এখানে ছিঁড়ে রাখ্‌তে পার্‌তাম।

৪র্থ কাঠু। চল্‌—চল্‌—দৌড়ে চল্‌, তীরপথে গেলে যদি এখনও পাক্‌ড়া করা যায়!

৩য় কাঠু। যদি ধর্‌তে পারি, তা' হ'লে শালাদের একটাকেও জ্যান্তে ফিরে যেতে দেবো না। কী অপমানের কথা আমাদের! আমাদের ঘর থেকে মেয়েমানুষ চুরি ক'রে নিয়ে যায়! এত বড় যোগ্যতা! এত বড সাহস! চল্‌—চল্‌—সব ছুটে চল্‌!

[ধর্‌ ধর্‌ করিতে করিতে সকলের বেগে প্রস্থান।

অন্য পথে হতাশ ভাবে শ্রীবৎসের প্রবেশ।

শ্রীবৎস। বহুদূরে চ'লে গেছে, আর পাওযা যাবে না। হায়, চিন্তা! তুমিও ছেড়ে গেলে? যাও—যে স্বামী আপন উদরান্নের সংস্থান কর্‌তে পারে না, সে হতভাগ্য স্বামীকে ত্যাগ ক'রে দূরে চ'লে যাওয়াই উচিত। চিন্তা! আজ তুমি আমাকে সকল চিন্তার হাত হ'তে অব্যাহতি দিয়ে একেবারে এ জীবনের মত নিশ্চিন্ত ক'রে চ'লে গেলে! আর কোন ভাবনা—কোন চিন্তাই আমার আজ থাক্‌ল না। আজ আমি চির-নিশ্চিন্ত, চিন্তা! এই অবস্থাই এখন আমার বাঞ্ছনীয়। ভগবান্‌! তোমার বিচারে কে দোষারোপ করে? ঠিক বিচার—ন্যায্য বিচার! আর কেন কাষ্ঠ-রোদন! যাই, সঙ্গে দুই চক্ষু আছে, যেদিকে নিয়ে যায়, সেইদিকে চ'লে যাই।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

নিবিড় বন।

নৃত্য-গীত করিতে করিতে একদল ধাঙড়ের প্রবেশ।

সকলে।—

গান।

আমরা বুনো ধাঙড় জঙ্লা।
বেঁধে দঙ্গল সারা জঙ্গল ঘুরি কেবল,
নই ত মোরা ধন-দৌলতের কাঙ্লা॥
আঁধার বনে পাতার কুঁড়ে,
পরম সুখে রহি জুড়ে,
মৌয়ার মিঠা পানি পিয়ে
নাচি ধেই ধেই ক'রে ফুর্ত্তি ভ'রে, হ'য়ে যেন পাগ্লা॥
শিকার করি ল'য়ে কাঁড়-বাঁশ,
নাইক মোদের কোন চাষবাস,
ঝর্ণাতে জল, গাছেতে ফল, আর কি চাই বল্—
আর আছে ভরসা—মা আমাদের মঙ্গ্লা॥

[সকলের প্রস্থান

অন্য পথ দিয়া আলু-থালু বেশে ভীতত্রস্তা অর্দ্ধোম্মাদিনী চিন্তার বেগে প্রবেশ।

চিন্তা। কোথা মহারাজ—কই মহারাজ?
কোথা গেলে পাব তোমা?
নিবিড় আঁধার গহন কাননে,
পথ নাহি পাই।

কোন্ পথে যাই,
কোন্ দিকে ধাই !
ওগো কে আছ কোথায়,
পথহারা মোরে—
ব'লে দাও কোথা পথের সন্ধান ?
বহু কষ্টে দস্যুকর হ'তে
পরিত্রাণ পেয়ে,
একাকিনী আমি
পাগলিনী পারা
ছুটিয়াছি জ্ঞানহারা হ'যে।
ওগো তরু লতা—বন-বিহঙ্গিনি !
নিবিড় বনানি,
আমি কাঙালিনী—
পতিহারা পথহারা—হ'য়ে উন্মাদিনী।
ব'লে দাও দয়া ক'রে,
কোথা গেলে পাব প্রাণেশ্বরে ?
ওগো অনন্ত আকাশ !
উদার বাতাস !
বহে শ্বাস—লাগে ত্রাস।
ব'লে দাও ওগো, দেবতামণ্ডলি !
কোথা গেলে পাব পতি মোর ?
পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান, পতি চিন্তা মোর,
পতি-পদ চিন্তা বিনে
নাহি চিন্তা চিন্তার অন্তরে !

জীবনে মরণে,
শয়নে স্বপনে,
পতির চরণে—
বাঁধা আছে প্রাণ মন মোর।
ভাগ্যদোষে হায়!
সেই পতি হারায়েছি আমি।
একবার—একবার কৃপা ক'রে
দাও ব'লে মোরে—
কোথা গেলে পাব প্রাণেশ্বরে?
কই, কেহ না দিলা উত্তর?
তবে কোথা যাব?
যাই ছুটে একদিকে—
তরঙ্গিণী ধায় যথা সাগর উদ্দেশে!

[বেগে প্রস্থান।

[অন্য দিক্ দিয়া নিঃশব্দে ব্যস্তভাবে দুর্ম্মদকেতন ও ভজনলালের প্রবেশ এবং উভয়ে নিম্নস্বরে কথা কহিতেছিল।]

দুর্ম্মদ। এই যে ভজনলাল, এই দিকে বিদ্যুতের মত ছুটে এসেছে! সেই জলমগ্ন তরী হ'তে উন্মাদিনীর মত চিন্তা যখন এই নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তখনই আমি দেখ্‌তে পেয়ে পিছু পিছু দূরে দূরে ছায়ার মত ছুটে এসেছি। খুব সাবধান—ভজনলাল, যেন চিন্‌তে না পারে, কাছে গিয়ে খুব মিষ্ট ভাষায় কথা ক'য়ে সঙ্গে ক'রে সেই গুহার মধ্যে নিয়ে যাবে। আমি সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। এতদিন পরে যখন সন্ধান পাওয়া গেছে, তখন যেন হাতছাড়া না হয়! ঐ এক চিন্তাকে হৃদয়রাণী কর্‌তে পার্‌লে, আর চাই কি আমার? আমি রাজ্যের প্রার্থী

নই ; আমি আমার উদ্দেশ্য এতদিন জনপ্রাণীকে জান্‌তে দিই নাই—মনের আগুন মনে চেপে জ্ব'লে পুড়ে মরেছি। আজ—আজ আমি যার আশায় দুর্জ্জয়াকে দিয়ে এত কাণ্ড ক'রে তুলেছি, এতদিন পরে আজ সে আশা আমার প্রায় পূর্ণ হ'য়ে এসেছে।

ভজন। আর রাজা শ্রীবৎস যদি কোনরূপে সন্ধান পায় ?

দুর্ম্মদ। সে রাজাকে সাবাড়্ করতে যে, মাণিকলালকে গুপ্ত অস্ত্র সহ গুপ্তপথে রাজার পিছু লাগিয়েছি। মাণিকলাল ত সে বিষয়ে পাকা ওস্তাদ। এতক্ষণ হয় ত কাজ শেষ ক'রেই ফেলেছে। সেজন্য কোন চিন্তা করতে হবে না ; তুমি দেখো—এ চিন্তা আমার মুখে অঙ্গুষ্ঠ না দেখায় ! কোথায় যাবে ? এ নিবিড় বনে কোথাও পথ পাবে না, ফিরে ঘুরে এইখানেই আস্‌তে হবে। প্রথমতঃ মিষ্ট কথায় কাজ উদ্ধার করতে পার ভাল, নতুবা শেষটা বেঁধে ফেল্‌তেও ইতস্ততঃ ক'রো না। তখন সবলে একবার কার্য্যোদ্ধার ক'রে নিতে পার্‌লেই ব্যস্—তখন কোথায় তার সতীত্বপণা থাক্‌বে, তখন সেও চিরকালের জন্য আমার না হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বে না। যেমন ক'রেই হোক্, একবার তার লজ্জাটা ভেঙে দিতে হবে ; মেয়েমানুষের একবার লজ্জাটা ভেঙে দিতে পার্‌লে, ঐ ত অমন সতী চিন্তা দেখ্‌বে, তখন আমার দুই শ্রীচরণের দাসী হ'যে থাক্‌বে—তখন সেধে সেধে সেই সতীত্ব আমার কাছে যাচাই করতে পথ পাবে না। জান ত বন্ধু, কথায় বলে, "মেয়েমানুষের বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না।" আমার নারীদেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব খুব আলোচনা করা আছে। মোট কথা—চিন্তাকে আমার চাই-ই। কাজ উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার, মনে থাকে যেন ; আমি এখন চল্‌লাম। ঐ বুঝি আস্‌ছে।

[নিঃশব্দে বেগে প্রস্থান।

[ভজনলাল অন্তরালে লুকাইল]

অর্দ্ধোন্মাদিনী চিন্তার পুনঃ প্রবেশ

চিন্তা।　পথ নাই—পথ নাই—
যে দিকেতে চাই,
সেইদিকে বন,
নাহি পাই কিছু দেখিবারে!
আঁধার—আঁধার—
অনন্ত আঁধার—
চারিদিক্ হ'তে ঘিরিছে আমারে!
মহারাজ! মহারাজ!
কোথা তুমি?
একবার—একবার দেখিব তোমারে!
তব অনুমতি বিনা
এসেছিনু সদাগর-পাশে;
প্রাতফল পেয়েছি তাহার।
একবার দেখা পেলে,
পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়ে নেবো।
দয়া কর—দয়া কর—
দাসী তব অকূল পাথারে।

ভজন। [কাছে আসিযা] কে গা, তুমি রমণি? এই ভীষণ নিবিড় বনে একাকিনী ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? বোধ হয়, পথ হারিয়ে ফেলেছ?

চিন্তা। কে তুমি? কে তুমি, দয়াবান্? যেই হও, আমাকে রক্ষা কর, বাবা! আমাকে পথ দেখিয়ে দাও, বাবা!

ভজন। ভয় নাই, রমণি! আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবো। দেখ, তুমি আমার হাত ধ'রে সঙ্গে সঙ্গে এস।

চিন্তা। হাত ধ'রে? না, বাবা! তা যে পার্ব না। আমি যে পরপুরুষ স্পর্শ করি না কোনদিন। তুমি আগে আগে কথা কইতে কইতে চল, আমি তোমার পেছু পেছু যাচ্ছি. বাবা!

ভজন। এ বনে ভয়ানক ভযানক দস্যু বাস করে, কথা ক'য়ে যাওয়া হবে না ত। আমার হাত ধরেই তোমাকে আস্‌তে হবে। তাতে আর দোষটা কি আছে?

চিন্তা। দস্যু তস্করে আমার কি নেবে, বাবা? আমি কাঙালিনী— পথের ভিখারিণী, আমার ত সঙ্গে কিছুই নাই।

ভজন। আর কিছু না থাক্, রূপ ত আছে? ঐ রূপই যে তাদের কাছে বহুমূল্য রত্ন হ'তেও মূল্যবান্ হ'যে দাঁড়াবে।

চিন্তা। কিন্তু আমি যে তোমাকে স্পর্শ কর্‌তে পারব না।

ভজন। আমি ত অস্পৃশ্য চণ্ডাল নই?

চিন্তা। পরপুরুষ যে, বাবা!

ভজন। পরপুরুষ ব'লেই কি আমার গায়ে পাপ মাখানো আছে? তুমি দেখ্‌ছি, নিতান্ত নির্ব্বোধ মেযেমানুষ। বিপদে পড়েছ, পথ দেখ্‌তে পাচ্ছ না, বিলম্ব কর্‌লে হয ত সেই দস্যু তস্করের হাতে সতীত্ব বিসর্জ্জন দিতে হবে; তুমি একা—তারা দলে ভারী—কিছুতেই নিজেকে সাম্‌লে উঠ্‌তে পার্‌বে না; এই হবে—সঙ্গে সঙ্গে তোমার বড় সাধের নবীন প্রাণটাও বিসর্জ্জন দিতে হবে—সে কথা ভাব্‌ছ না, অথচ পরপুরুষ ব'লেই মুখ শেট্‌কাচ্ছ!

চিন্তা। এ কি! তুমি এমন ধারা ক'রে কথা কইছ কেন? না আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

ভজন। তুমি না গেলে তোমাকেই বা ছাড়ে কে ? তুমি যদি নিজের ভাল-মন্দ বুঝ্‌তে না পার, আমার মত বিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে যখন পড়েছ, তখন আমার ত একটা কর্ত্তব্য বোধ আছে।

চিন্তা। যে দস্যুর ভয় দেখাচ্ছিলে, তা' হ'লে তুমিই কি সেই দস্যু ?

ভজন। হাঁ,—হাঁ, আমিই সেই দস্যু। তোমাকে আমাদের সর্দ্দারের কাছে নিয়ে যাব। ভালয় ভালয় হাত ধ'রে এস উত্তম, নইলে হিড়্‌ হিড়্‌ ক'রে টেনে নিয়ে যাব। এস এখন। [হস্ত প্রসারণ]

চিন্তা। [সরিয়া গিয়া] ছুঁয়ো না আমাকে, স'রে যাও ; নতুবা এখনই আত্মহত্যা কর্‌ব।

ভজন। [সহসা হস্তদ্বয় ধরিয়া বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিয়া] এস এইবার।

চিন্তা। ওগো, রক্ষা কর—রক্ষা কর ! দস্যুকরে সতী রমণীকে রক্ষা কর ! কে আছ কোথা ছুটে এস ত্বরা, সতীর সতীত্ব যায়—সতীর সতীত্ব যায়—

[বলিতে বলিতে ভজনলাল কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সৌতিপুর নিকটবর্ত্তী বন-প্রদেশ।

বনমালীর প্রবেশ।

বনমালী।—

গান।

আমি ভালবাসা চাই—ভালবাসা চাই।
আমি ভালবাসা ভালবাসি, ভালবাসি তাই॥
বিরহেতে কত কাঁদি,
অভিমানে কত সাধি,
আমি পথের মাঝে যাবে হারাই,
হৃদয় মাঝে তারেই পাই॥
কোথা সেই প্রেমিক-সুজন,
ঢেলেছে যার সকল মন,
নাইক কিছু বল্‌তে আপন,
ভাবি চিতে তারে সদাই॥

ঐ রাজা আস্‌ছে, বড় শ্রান্ত-ক্লান্ত; ক্ষণেক অদৃশ্য থেকে দেখি।

[প্রস্থান।

শ্রান্ত ক্লান্ত শ্রীবৎসের প্রবেশ।

শ্রীবৎস। কোথা চিন্তা? কেবা চিন্তা?
চিন্তা নামে কে ছিল আমার?
কেন তবে 'চিন্তা' চিন্তা করি?

দুশ্চিন্তারে করি' সহচরী
দিবানিশি চিন্তা-বিষে হতেছি জর্জ্জর।
ছিল না—ছিল না কেহ চিন্তা নামে মোর,
ছিল না—ছিল না মোর রাজত্ব সম্পদ্,
ছিল না—ছিল না পুত্র কল্যাণ-সুষেণ,
ছিল না ছিল না ভ্রাতা শ্রীকণ্ঠ কখনো।
বৃথা এক কল্পনা-রাজত্ব
গড়ি' মনে দিবানিশি হায়—
স্মৃতির অনল জ্বালি রাখিয়াছি তায়!
অথবা এ কুহক-স্বপন,
তন্দ্রাঘোরে দেখা দেয় আসি।
কিংবা হবে বিকৃত মস্তিষ্ক,
হেন অসম্ভব চিত্তের বিকার!
কেবা আমি—কিবা নাম মোর—
নাহি আসে স্মরণে আমার।
চির উদাসীন—চির ভিক্ষাজীবী—
চির বনবাসী আমি,
বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে
ভ্রমি সদা চির একেশ্বর,
নাহি মোর কোনও দোসর;
যথা রহি তথা বাসস্থান—
এই মাত্র পরিচয় মোর।
তবে কেন 'চিন্তা' চিন্তা করি
দিবানিশি মরি রে পুড়িয়া?

না—না—

আর না করিব 'চিন্তা' চিন্তা নাম স্মরি !

চিন্তা নাম ডুবাইয়া বিস্মৃতির জলে,

চিন্তাহীন নিশ্চিন্ত অন্তরে

আজ হ'তে ভ্রমিব সংসারে।

শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবর,

এই তরুতলে বসি'

ক্ষণেক বিশ্রামলাভে জুড়াই অন্তর।

[তরুতলে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে অবস্থিতি, ক্রমশঃ নিদ্রাকর্ষণ।]

অদূরে গীতকণ্ঠে বনমালীর পুনঃ প্রবেশ।

বনমালী।—

গান।

বড় শ্রান্ত ক্লান্ত তুমি ওহে পথিক,

ভবের পথে চলিতে।

এ পথের মাঝে চল্‌তে গেলে,

এমনি ক'রে হয় চলিতে ॥

কণ্টক বেষ্টিত পন্থা,

পদে পদে গতি হন্তা,

বিপদ্-ভুজঙ্গ তাহে, রহে সদা দংশিতে ॥

তবে ভয় নাই—ভয় নাই,

আমি সাথে সাথে আছি সদাই,

আমি রাখি যারে,

বল কেবা পারে তারে নাশিতে ॥

[প্রস্থান।

অদূরে পশ্চাদ্দিক্ হইতে নিঃশব্দে ধনুকে বাণ যোজনা
করিয়া ছদ্মবেশে মাণিকলালের প্রবেশ।

মাণিক। [ঠিক হইয়া দাঁড়াইয়া স্বগত] এইবার রাজা! তোমাকে একটা শরে শেষ কর্‌ব। তোমাকে সাবাড় কর্‌তে পার্‌লে দুর্ম্মদকেতনের কাছে অনেক পুরস্কার লাভ কর্‌তে পার্‌ব। এইবার তবে—

[ধনুক আকর্ণ টানিল, সহসা নেপথ্য হইতে একটা তীক্ষ্ণ তীর আসিয়া মাণিকলালের পৃষ্ঠদেশে বিদ্ধ হইল। "ওরে বাপ্‌রে!" বলিয়া মাণিকলাল চীৎকার করিয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ আর একটা তীর আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে বিদ্ধ হইল; মাণিকলাল "গেলাম—গেলাম—গেলাম।" বলিতে বলিতে পড়িতে পড়িতে ছুটিয়া পলাইল; তৎক্ষণাৎ ধনুর্ব্বাণ হস্তে ভদ্রেশ্বর বেশে রাজকন্যা ভদ্রাবতীর প্রবেশ। শ্রীবৎস চমকিয়া দাঁড়াইলেন।]

শ্রীবৎস। [সবিস্ময়ে] কী ব্যাপার হ'য়ে গেল! কে চীৎকার ক'রে দৌড়ে পালাল? তুমিই বা কে, বালক?

ভদ্রেশ্বর। [সহাস্যে] একেবারে অতগুলি প্রশ্ন ক'রে ফেল্‌লেন? শুনুন্, এক এক ক'রে উত্তর দিচ্ছি। আমার পরিচয় পরে বল্‌ছি। যে লোকটা চীৎকার ক'রে পালাল, এতক্ষণ হয় ত শেষ হ'য়ে গেছে। ঐ লোকটার পৃষ্ঠদেশে আমি দুইটা শর নিক্ষেপ করেছি।

শ্রীবৎস। কেন, বালক! কি অপরাধ করেছে ঐ ব্যক্তি?

ভদ্রেশ্বর। আপনাকে হত্যা কর্‌তে ধনুকে শর সন্ধান ক'রে চুপি চুপি আপনার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

শ্রীবৎস। [সবিস্ময়ে] আমাকে! আমি কি করেছি ওঁর?

ভদ্রেশ্বর। কি করেছেন-না-করেছেন, সে কথা আপনিই জানেন। তবে মহাশয়কে দেখে ত একজন সংসার-বিরাগী উদাসীন ব'লেই বোধ হচ্ছে। আপনার মত উদাসীনেরও শত্রু থাক্‌তে পারে? আশ্চর্য্য!

শ্রীবৎস। তুমি কি ঠিক বুঝেছিলে, বালক! যে, ঐ ব্যক্তি আমাকেই হত্যা কর্‌তে ধনুকে শর যোজনা করেছিল?

ভদ্রেশ্বর। নতুবা একটা নিরপরাধ মানুষকে বধ ক'রে মৃগয়ার আনন্দ-লাভ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে না। বিশেষতঃ আমি বালক—আমার প্রাণটাও বোধ হয়, অতটা এখনও শক্ত হ'যে ওঠে নি।

শ্রীবৎস। ঠিক কথাই বলেছ, বালক! তা' হ'লে তুমি আমার জীবন-রক্ষক?

ভদ্রেশ্বর। কে কার জীবন রক্ষা কর্‌তে পারে, মশাই! আমাকে নিমিত্ত মাত্র মনে কর্‌তে পারেন অন্ততঃ।

শ্রীবৎস। মানুষ আমরা অত সূক্ষ্ম হিসাব ত করি না। যা চোখের উপর দেখ্‌তে পাই, সেইটাই সত্য ব'লে ধ'রে নিই। তুমি আমার জীবন-রক্ষকই বটে!

ভদ্রেশ্বর। [সহাস্যে] কিছু পুরস্কার দেবার ইচ্ছা করেছেন নাকি?

শ্রীবৎস। কিছুই নাই আমার—মাত্র এই প্রাণটা আছে।

ভদ্রেশ্বর। দরকার হ'লে তাও বোধ হয়, দিতে পারেন?

শ্রীবৎস। এ যন্ত্রণাময় জীবন দিলে যদি কারও কোন উপকার হ'ত, তা' হ'লে এখনই দিতে পার্‌তাম।

ভদ্রেশ্বর। যন্ত্রণাময় ব'লেই পার্‌তেন, নতুবা সুখের জীবন হ'লে বোধ হয়, কখনই পার্‌তেন না?

শ্রীবৎস। বালক হ'লেও তুমি বেশ বুদ্ধিমান্ দেখ ছি; কথায় তোমাকে আঁটা বড় শক্ত!

ভদ্রেশ্বর। এত যন্ত্রণা কিসের আপনার জীবনে, বল্‌তে বাধা আছে কি কিছু?

শ্রীবৎস। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া] সে একটা প্রকাণ্ড উপন্যাস; বোধ হয় সত্য নয়—উপন্যাসই হবে!

ভদ্রেশ্বর। [সহাস্যে]: নিজের জীবনের কাহিনী যখন, তখন কোন্‌টা উপন্যাস তা ঠিক কর্‌তে পারেন না?

শ্রীবৎস। না, বালক! সত্যসত্যই পারি না।

ভদ্রেশ্বর। আচ্ছা—থাক্—না পার্‌লেন; আপনার নাম-ধামটী শুন্‌তে পাই কি? সঙ্গে সঙ্গে গুণগ্রাম?

শ্রীবৎস। তাও এখন আমার মনে নাই। পূর্ব্বস্মৃতি আমার কখনও কখনও জ্বলন্ত অনলের মত এক-একবার জ্ব'লে ওঠে, আবার কখনও কখনও সব ভুলে যাই—কিছুই মনে থাকে না।

ভদ্রেশ্বর। আশ্চর্য্য কথা বটে। আপনার কি কোন ব্যাধি আছে?

শ্রীবৎস। তাও বল্‌তে পারি না। আমি সুস্থ কি অসুস্থ, এমন কি জাগ্রত না নিদ্রিত, তাও আমি এখন স্থির কর্‌তে পার্‌ছি না। এই যে তোমার সঙ্গে কথা কইছি, এটাও সত্য কি স্বপ্ন, তাও নিজে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। একটা কথা বড়ই ভুল হ'য়ে যাচ্ছে, আমি আমার জীবন-রক্ষকের নামটী এখনও জিজ্ঞাসা করি নি, এমন অকৃতজ্ঞ আমি!

ভদ্রেশ্বর। জীবনরক্ষার কথাটা ত ভুলে যান্ নি, দেখ্‌ছি।

শ্রীবৎস। হয় ত এখনই ভুলেই যাব।

ভদ্রেশ্বর। কি হবে তা জেনে? মনে করুন না কেন সেটাও একটা স্বপ্ন—সত্য নয়।

শ্রীবৎস। অসম্ভব কিছুই নয় আমার কাছে; তবে জান্‌তে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

ভদ্রেশ্বর। পুরস্কার ত কিছু দিতে পার্বেন না ?

শ্রীবৎস। ঐ এক প্রাণ আছে।

ভদ্রেশ্বর। তাও ত যন্ত্রণাময়। [হাস্য]

শ্রীবৎস। ব্যঙ্গবাক্যও তোমার মুখে এত মিষ্টি !

ভদ্রেশ্বর। তা' হ'লে মিষ্টি শুন্ছেন !

শ্রীবৎস। এমন আর কখনও শুনি নাই !

ভদ্রেশ্বর। আমার নাম ভদ্রেশ্বর, আমি এই সৌতিপতি মহারাজ বাহুরাজভবনেই বাস করি। শিকার কর্বার সখ খুব, তাই এই বনে এসেছিলাম।

শ্রীবৎস। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন, ভদ্রেশ্বর !

ভদ্রেশ্বর। [স্বগত] এই ভিখারী উদাসীনকে দেখ্বামাত্রই কেন মন প্রাণ এমন হ'যে গেল ! অজ্ঞাতসারে বুঝি মনঃপ্রাণ সবই দিযে ফেল্লাম। এখন যে আর এঁকে ছেড়ে যেতে পার্ছি না ! এ আমার কী হ'ল ?

শ্রীবৎস। ভদ্রেশ্বর ! চুপ্ ক'রে কি ভাব্ছ ?

ভদ্রেশ্বর। [সহাস্যে] ভাব্ছি যে, আজ শিকার করতে এসে একটা মানুষ মেরে ফেল্লাম !

শ্রীবৎস। আমার এই তুচ্ছ প্রাণরক্ষা কর্বার জন্য কেন একটা নরহত্যা ক'রে ফেল্লে ? এ কথা আমিও ভাব্ছি, ভদ্রেশ্বর !

ভদ্রেশ্বর। যা ক'রে ফেলেছি, তার ত আর কোন উপায় নাই ! এখন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কর্ছি, মহাশয়ের বোধ হয়, ক্ষুধা কিছুই হয় নাই ?

শ্রীবৎস। ক্ষুধা ব'লে কিছু যে আমার আছে, সে বোধশক্তিও হারিয়েছি।

ভদ্রেশ্বর। তা' হ'লে আপনি একজন মহাত্মা যোগিপুরুষ ! ক্ষুধাকে

জয় করা কি সহজ কথা—যার জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডের লোক দিবানিশি পাগলের মত ছুটাছুটী ক'রে বেড়াচ্ছে! এখন একটা কথা শুন্‌বেন কি?

শ্রীবৎস। তোমার কথা শুন্‌ব না?

ভদ্রেশ্বর। ঠিক ত?

শ্রীবৎস। বেঠিক হবে না ব'লেই ত মনে হচ্ছে।

ভদ্রেশ্বর। তবে চলুন—আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে চলুন।

শ্রীবৎস। এই উন্মাদ উদাসীনকে কেন বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইছ, ভদ্রেশ্বর?

ভদ্রেশ্বর। এখানে আপনাকে রেখে যাওয়া যায় না। শত্রু আপনার আরও ত থাক্‌তে পারে?

শ্রীবৎস। বলিইছি ত, মৃত্যুই আমার একমাত্র বাঞ্ছনীয়।

ভদ্রেশ্বর। আপনার হ'তে পারে, তা ব'লে আমারও যে হবে, তার কি মানে আছে? আপনি আমার কথা শুন্‌বেন ব'লেই স্বীকার করেছেন যখন, তখন আমার সঙ্গে যেতেই হবে।

শ্রীবৎস। তুমি জীবন-রক্ষক, তোমার কথা অপালন কর্‌ব না। কিন্তু আমাকে মানুষের মধ্যে না নিয়ে গেলেই ভাল হয়। এই নিবিড় বন, আঁধার পর্ব্বত গুহাই এখন আমার প্রিয় বাসস্থান।

ভদ্রেশ্বর। আজ শিকারে এসে একেবারে নিষ্ফলা যাব? তার চেয়ে আপনাকে নিয়ে গেলেও সবাইকে দেখাতে পার্‌ব—

শ্রীবৎস। যে একটা নরাকারে পশু শিকার ক'রে এনেছি—কেমন?

ভদ্রেশ্বর। যা বলেন বলুন। চলুন দেখি এখন।

শ্রীবৎস। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে একজন উদাসীনের প্রবেশ।

উদাসীন।—

গান।

কেন কিসের মিছে মায়া।
কেন মরিস্ ভেবে ভেবে
ছার কামিনী কাঞ্চন কায়া॥
কেউ কারো নয় জেনো নিশ্চয়,
আপন বল্‌তে ভবে.
দিন ফুরালে খেলা ফেলে
সবাই চ'লে যাবে,
এই দেহ প্রাণে নাই সম্বন্ধ,
উড়ে যাবে একটা হাওয়া॥
তোর এত কষ্টের ধন দৌলত ভাই,
কোথা প'ড়ে র'বে,
মরণকালে মুড়ো জ্বেলে
ওই মুখের ওপর দেবে,
এ সব ছায়াবাজীর খেলা রে ভাই,
ভবে কেবল আসা-যাওয়া॥

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রাজসভা।

বিকটবেশে উন্মাদিনী দুর্জ্জয়ার প্রবেশ।

দুর্জ্জয়া। কর, হত্যা কর—হত্যা কর—সেনাপতিকে হত্যা কর—ব্রহ্মানন্দকে হত্যা কর—কল্যাণকে হত্যা কর! বৃদ্ধ চিত্ররথ, বৃদ্ধা উমাদেবীকে হাড়কাঠে ফেলে বলি দাও, যাকে যেখানে যে ভাবে পাবে—হত্যা কর।

হত্যাস্রোতে মেদিনী ভাসাও।
বহুক রুধিরধারা অতি খরবেগে,
নাচুক তরঙ্গমালা ভৈরব গর্জ্জনে,
ভীষণ পিপাসা মম!
সুকণ্ঠের বক্ষোরক্ত
করিয়াছি পান আজ আকণ্ঠ পূরিয়া,
তবুও পিপাসা মম—ভীষণ পিপাসা!
খুলে দাও শোণিতের উষ্ণ প্রস্রবণ,
প্রাণভ'রে পান করি পীযূষের ধারা!
তাই বলি, সৈন্যগণ!
হত্যা কর—হত্যা কর—দিয়ো না বিশ্রাম,
দুর্জ্জয়া রাক্ষসী আজি—শুধু হত্যা কর!
[একটু থামিয়া]
কই? কেহ মোরে না দেয় উত্তর?

কোথা গেল সৈন্যগণ তবে ?
রাজসভা জনপ্রাণীহীন !
দুর্জ্জয়ার ভয়ে বুঝি
করিয়াছে অরণ্যে প্রস্থান ?
কিন্তু দাদা কোথা গেল ?
দূর ছাই—হত্যাস্রোত কই ?

:সহসা মগধসৈন্যসহ মগধপতি পুরঞ্জয়ের প্রবেশ।

[সৈন্যগণ দুর্জ্জয়াকে বন্দী করিতে লাগিল ; দুর্জ্জয়া সজোরে ছাড়াইতে চেষ্টা করিতেছিল আর বলিতেছিল]

কে তুমি স্ব-ইচ্ছায় জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিতে এসেছ ?

পুর। যার সঙ্গে অর্দ্ধরাজ্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অঙ্গীকার-পত্রে নিজে স্বাক্ষর ক'রে—আর যার প্রদত্ত সৈন্য নিয়ে এই রাজ্যলাভ করেছ, সেই মগধের অধিপতি পুরঞ্জয় তোমাকে আজ বন্দী করেছে।

দুর্জ্জয়া। হো—হো—হো—তৃণের মত ফুৎকারে উড়িয়ে দেবো—ধূলির মত পদতলে পিষে গুঁড়ো কর্‌ব ! আজ তুমি ক্ষুধিত সিংহীর কেশর ধ'রে আকর্ষণ করেছ—আজ তুমি কাল্ গোখ্‌রোর পুচ্ছ ধ'রে সঞ্চালন করেছ ! তুমি এখনও এই দুর্জ্জয়া রাণীকে চিন্‌তে পার নাই। দেখ্‌ছ না—ঐ যে মহা শ্মশানের ধূ-ধূ চিতা, ও কে করেছে ? আমি ! রাজা শ্রীবৎকে রাজ্যভ্রষ্ট কে করেছে ? আমি ! এই শান্তিময় রাজপুরীতে দারুণ হাহাকার উঠিয়েছে কে ? আমি ! ছোট রাজাকে বন্দী ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে কে ? আমি ! এখনও ঢের কর্‌ব—শেষ হ'তে এখনও ঢের বাকী ! শ্রীবৎসকে হত্যা করব, তার রাণী চিন্তার সম্মুখে তার সুষেণকে হত্যা কর্‌ব, তারও ব্যবস্থা ক'রে পাঠিয়েছি কল্যাণকে হত্যা কর্‌ব—ব্রহ্মানন্দ, সেনাপতির অস্তিত্ব পৃথিবী হ'তে লোপ

করব ! এখন হয়েছে কী ? জান আমি কতবড় ভীষণা ! আমি আজ নিজের পুত্রের আত্মহত্যা স্বচক্ষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি—কাঁপি নাই ! তুমি নিতান্ত কাপুরুষ, তাই এতগুলো সৈন্য নিয়ে অজ্ঞাতসারে আমাকে বন্দী কর্‌তে পেরেছ। যদি এক মুহূর্ত্ত মাত্র অবসর পেতাম, তা' হ'লে তোমার এই মুণ্ড এতক্ষণ দুর্জ্জয়া রাণীর বাম পদতলে দলিত হ'ত। যদি বীর হও,তবে দাও—একখানা অস্ত্র দাও ; নিজে অস্ত্র ধর—যুদ্ধ কর ; তার পর জয়ী হ'তে পার, সিংহাসন অধিকার ক'রো, দুর্জ্জয়া তখন স্বেচ্ছায় তোমার বন্দী হ'তে হাত পেতে দেবে।

পুর। যে নারী নিজের স্বামীকে পর্য্যন্ত বন্দী কর্‌তে পারে, যে নারী এমন একটা সাম্রাজ্যকে শ্মশান কর্‌তে পারে, যে নারী নিজের পুত্রের হত্যাকাণ্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পারে, তেমন হিংস্র নারীকে পুরঞ্জয় কিছুমাত্র বিশ্বাস করে না ; তেমন ভীষণা নারীকে পুরঞ্জয় এইভাবেই বন্দী করে। যাও, সৈন্যগণ ! এঁকে নিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ কর গে।

[দুর্জ্জয়াকে লইয়া সৈন্যগণ যাইতে লাগিল ; দুর্জ্জয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিল]

সহসা রতনচাঁদের প্রবেশ।

রতন।—

গান।

এই ত ফল্‌তে সুরু হ'ল ফল।
কোথায় গেল বল তোমার
　　ফিকির ফন্দী ছল ॥
জীবন ভ'রে জ্বল্‌তে হবে,
জীবন ভ'রে পুড়্‌তে হবে,
তোর নরক-অনল ধূ-ধূ রবে
　　ওই দেখ্‌ জ্বলিছে প্রবল ॥

এ পাপের নাই অব্যাহতি,
দেখ্‌বি শেষটা কি দুর্গতি,
তোর সঙ্গে ফির্‌ছে ঘোর নিয়তি
ভোগ নিজ কর্ম্মের ফলাফল ।

[প্রস্থান ।

দুর্জ্জয়া। [যাইতে যাইতে] পৃথিবীটাকে তোল্‌পাড় ক'রে দিয়ে যাব ! হো—হো—হো— [প্রস্থান ।

তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মানন্দের প্রবেশ ।

ব্রহ্মা। আপনি কি এই সিংহাসন লাভের জন্য দুর্জ্জয়ারাণীকে বন্দিনী কর্‌লেন ?

পুর। না, ব্রাহ্মণ ! আমি সে উদ্দেশ্যে আজ এখানে আসি নাই ; আমি এসেছি, পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে। আমি অর্দ্ধ রাজ্যলোভে নিজ মগধসৈন্য দিয়ে এতদিন দুর্জ্জয়ারাণীর সাহায্য করেছি ! কিন্তু ব্রাহ্মণ ! প্রাগ্‌রাজ্যের এই শোচনীয় পরিণাম—রাণী দুর্জ্জয়ার এই অমানুষিক পৈশাচিক চরিত্র চিন্তা ক'রে, আমার আর সে অর্দ্ধরাজ্য কিংবা সমগ্র রাজ্যের প্রলোভন নাই ; বরং আজ আমি বিশেষরূপে অনুতপ্ত !

ব্রহ্মা। তবে ছোটরাণীকে বন্দিনী করেছেন কেন ?

পুর। এই রাজ্যের ঘোর অমঙ্গল দূর কর্‌তে আর রাজ্যে শান্তি স্থাপনা কর্‌তে, যদি তাতেও আমার মহাপাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়। ব্রাহ্মণ ! আমি আপনাকে চিনি। আপনি মহাত্মা—আপনার চরণে অবনত হচ্ছি ; বলুন, মহাত্মন্‌ ! আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না।

ব্রহ্মা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন। আপনি উপস্থিত রাজ্য-সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা কর্‌তে চান্‌ ?

পুর। কিছুই না—রাজ্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার কোন অধিকারই ত

নাই। যদি যুবরাজ কল্যাণকে অভিষিক্ত করতে চান্ করুন, কিংবা যদি মহারাজ শ্রীবৎসকে আনয়ন করতে পারি, আরও উত্তম! আমি তার পদে ধ'রে আমার মহাপাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে নেবো। কিংবা যদি কোন ভীষণ দণ্ড প্রদান করেন, তাও অম্লানবদনে স্বীকার ক'রে নেবো।

ব্রহ্মা। পিতা বর্ত্তমান থাক্‌তে যুবরাজ কিছুতেই এ রাজ্যভার গ্রহণ কর্‌তে সম্মত হবেন না, সে কথা আমি জানি। কিন্তু মহারাজ কোথায় —কি ভাবে আছেন, জানি না। কি ভাবে বা সন্ধান নেওয়া যাবে? আর ততদিনই বা রাজ্যশাসন কি ভাবে সম্পন্ন হ'তে পারে? কারণ শৃঙ্খলা বা শান্তির জন্য যে সৈন্যের প্রয়োজন, সে সব কিছুমাত্র নাই। সকলেই রাজ্যের জন্য মগধসৈন্যের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

পুর। আর লজ্জা দেবেন না, ব্রাহ্মণ! তবে আমি—বিশ্বাস করেন ত এই অঙ্গীকার কর্‌তে পারি যে, যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীবৎস প্রত্যাগত না হন্ বা রাজ্যে শান্তিস্থাপনা না হয়, ততদিন আমি সসৈন্যে ভৃত্যের মত প্রাণ-রাজ্য রক্ষা কর্‌ব। সিংহাসনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই থাক্‌বে না।

ব্রহ্মা। কার্য্যে পরিণত হ'লে সাধুসঙ্কল্পই বল্‌তে হবে বটে! কিন্তু মহারাজ কোথায়—কোথায় সন্ধান পাওয়া যাবে, সেইটাই প্রধান সমস্যা!

পুর। আমি দুর্ম্মদকেতনের মুখে শুনেছি, তিনি এখন সৌতিপুরে বাহু রাজার রাজ্যে ছদ্মভাবেই অবস্থিতি কর্‌ছেন। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হ'যে রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা তাঁকে জানিয়ে— তাঁকে আন্‌তে চেষ্টা করেন, তা' হ'লে নিশ্চয়ই তিনি না এসে পার্‌বেন না।

ব্রহ্মা। আপনার এ সংবাদে তুষ্ট হলেম। কিন্তু দুর্ম্মদকেতন সে সন্ধান জান্‌লে কিরূপে? আর সেই দুর্ম্মদকেতনই বা এখন কোথায়?

পুর। সে পাপিষ্ঠ, ভগিনী দুর্জ্জয়ারাণীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে—রাজপুত্র সুষেণকে হরণ ক'রে নিয়ে—মহাদেবী চিন্তার সম্মুখে সেই পুত্রকে হত্যা

করবে ব'লে, গুপ্তভাবে সেইদিকে প্রস্থান করেছে। মহাদেবী চিন্তা এখন দুর্জ্জয়া রাণীরই ষড়্‌যন্ত্রে বন্দিনী হ'য়ে সৌতিরাজ্যের নিকটবর্ত্তী কোন মহাবনে অবস্থিতি কর্‌ছেন।

ব্রহ্মা। ওঃ, মহাদেবী তা' হ'লে পতিহারা হ'য়ে পাপিষ্ঠদের কবলে পতিতা? কী দুঃসংবাদ! তা' হ'লে দুর্ম্মদকেতন যে, মহারাজের সব সংবাদ জানে, এ কথা বেশ বুঝ্‌তে পারা গেল। আচ্ছা, আপনি আমার সঙ্গে আসুন: সেনাপতি ও যুবরাজ কল্যাণের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যেটা উত্তম হয়, তাই করা যাবে। আসুন।

পুর। যে আজ্ঞে, চলুন। [উভয়ের প্রস্থান।

আনন্দে গীতকণ্ঠে নাগরিকাগণের প্রবেশ।

সকলে।—

গান।

রায়বাঘিনী আজ খাঁচায় পড়েছে।
(মাগো) কি আগুনটা জ্বালিয়েছিল,
(একবার) ছারখার ক'রে ছেড়েছে।
(ও মাগো—ও মাগো—ও মাগো)
এবার ঠাণ্ডা হবে দেশ—এবার ঠাণ্ডা হবে দেশ,
আর ভয়ে ভয়ে জেগে জেগে সারা রাত্তির
হবে না লো শেষ,
বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে,
কালসাপিনীর কোমর ভেঙেছে॥
হ'ক্ না মাগীর কুড়ি কুষ্ঠি মহারোগ,
আষ্টে পৃষ্ঠে হ'ক্ না মাগীর যত আছে ভোগ,
(মাগো) হাড় জুড়ুলো—বাঁচা গেল,
বুঝি শনির দৃষ্টি কেটেছে॥

প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

সৌতিনগরস্থ কুটির-প্রাঙ্গণ।

একাকী শ্রীবৎস পাদচারণা করিতেছিলেন।

শ্রীবৎস। আজকার স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে শ্রীকণ্ঠকে আমি যথার্থই ক্ষমা কর্‌ব। শুধু ক্ষমা করা নয়—একেবারে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধর্‌ব। সে যে ভাই—একই বৃন্তে দুজনে ফুটেছিলাম; একই মায়ের বক্ষো-শোণিতকে দুইজনেই সমান ভাবে ভাগ ক'রে পান করেছি যে। তার উপর কি রাগ কর্‌তে পারি? ভাই! কী মধুর সম্বন্ধ! স্বর্গীয় সঙ্গীতের মত—জীবন-বীণার প্রথম ঝঙ্কারের মত—সৃষ্টিতত্ত্বের আদি-বিকাশের মত—ভাই—মানবজীবনের মত—জীবনের সর্ব্বস্বের মত—আমার আজি-কার সুখস্বপ্নের মত—ভাই! ভগবন্! দিয়েছিলে কেন? দিয়েছিলে ত বঞ্চিত কর্‌লে কেন? কিন্তু—আর কি আমার কেউ ছিল না? একমাত্র দুটী কুসুমই এই কালস্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে সংসার-সাগরে এসে পড়েছিলাম। কৈ? আর ত কিছু মনে হয় না? স্বপ্নে ত আর কারও কথা বলে না? ঐযে, ভদ্রেশ্বর আস্‌ছে—আমার প্রাণদাতা প্রতি-পালক আস্‌ছে! দেখ্‌লে আনন্দ হয়—প্রীতিতে প্রাণ ভ'রে যায়! তখন মনে হয়—ভাই ভিন্ন আমার আরও কিছু আছে।

ধীরে ধীরে হাস্যমুখে ভদ্রেশ্বরের প্রবেশ।

ভদ্রেশ্বর। আজ আবার কোন্ স্বপ্ন ভাব্‌ছিলেন?

শ্রীবৎস। আজ একটা মধুর স্বপ্ন ভাব্‌ছি! সে স্বপ্ন আমার 'ভাই' দিয়ে ভরা! সে স্বপ্নের আদি অন্ত কেবল ভাই—ভাই—ভাই!

ভদ্রেশ্বর। ওটা আপনার একটা মহাবাই!

শ্রীবৎস। কোন্‌টা, ভদ্রেশ্বর ?

ভদ্রেশ্বর। ঐ স্বপ্ন দেখাটা। কাল দেখ্‌লেন 'চিন্তার' স্বপ্ন, সে স্বপ্নও ত আপনার চিন্তা দিয়েই ভরা ছিল। ও কি—বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছেন যে ? মনে পড়্‌ছে না বুঝি ? এরূপ স্বপ্ন দেখা মন্দ নয়, আপনার ! দ্বিতীয়টা দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রথমটা একেবারে ভুলে যান্‌।

শ্রীবৎস। তাই নাকি ? কালও কি একটা দেখেছিলাম নাকি ?

ভদ্রেশ্বর। শুধু কি কাল ? যতদিন এখানে এসেছেন, রোজই ত একটা-না-একটা স্বপ্ন আপনার চোখে লেগেই আছে ! কোনদিন রাজা হচ্ছেন, কোনদিন স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে সংসার কর্‌ছেন, কখনও বা রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে আস্‌ছেন—এইরূপ কত কি !

শ্রীবৎস। [সবিস্ময়ে] বটে—বটে—মজা মন্দ নয় ত তবে ! কিন্তু কি নামটা বল্‌ছিলে ?

ভদ্রেশ্বর। রামা ?

শ্রীবৎস। উঁহুঁ !

ভদ্রেশ্বর। শ্যামা ?

শ্রীবৎস। না—না—ঐ যে—

ভদ্রেশ্বর। পদ্মলোচন ?

শ্রীবৎস। ও ধরণের নয়। বেশ মিষ্টি নামটা বল্‌ছিলে যে ! আহা—হা—ভুলে যাচ্ছি যে !

ভদ্রেশ্বর। যান্‌—ভুলেই যান্‌। সে নাম নিয়ে এখন কি হবে ?

শ্রীবৎস। হবে না কিছু, তবুও—

ভদ্রেশ্বর। একবার শুন্‌তে ইচ্ছা ? সে নামটা হচ্ছে 'চিন্তা,' কেমন ?

শ্রীবৎস। হাঁ, চি—ন্‌—তা ! চি—ন্‌—তা ! না আর কিছু মনে এলো না।

ভদ্রেশ্বর। বাঁচা গেল!

শ্রীবৎস। সে নামটায় তোমার কষ্ট হয়?

ভদ্রেশ্বর। বেজায়!

শ্রীবৎস। তবে কাজ নেই আর সে নামে।

ভদ্রেশ্বর। আমার কষ্ট হয়, তাতে আপনার কি?

শ্রীবৎস। তোমাকে যে আমি ভালবাসি, ভদ্রেশ্বর!

ভদ্রেশ্বর। বলেন কি? কবে থেকে?

শ্রীবৎস। তা ঠিক মনে নাই। তবে রোজই যে সে ভালবাসা বাড়্‌ছে, এইমাত্র জানি।

ভদ্রেশ্বর। [একটু চুপ্‌ করিয়া পুনঃ সহাস্যে] ভালবাস্‌লে কি কর্‌তে হয়, জানেন্‌? সে যা চায়, তাই দিতে হয়।

শ্রীবৎস। জানি, কিন্তু নাই যে কিছু।

ভদ্রেশ্বর। ও বুলিটা মহাশয়ের ঠিকই আছে; ওটা ভোলা নেই!

শ্রীবৎস। তুমি যে আমার জীবন রক্ষা করেছিলে! ওটা ভুলি নাই; কিন্তু—তবে সময়ে সময়ে মনে হয়, সেটাও কি স্বপ্ন?

ভদ্রেশ্বর। তা' হ'লে প্রতিশ্রুতির কথা মনে আছে?

শ্রীবৎস। আছে।

ভদ্রেশ্বর। তবে এইবার আমার জীবন রক্ষা করুন। ও কি! হাঁ ক'রে চেয়ে রইলেন যে? আমি যে মারা যাই!

শ্রীবৎস। বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে কিছু!

ভদ্রেশ্বর। বুঝিয়ে দিচ্ছি। আগে একটা কথার উত্তর দিন্‌ ত? আচ্ছা, আপনি ত শপথ করেছেন—আমি যা চাইব, আপনার থাকে ত তাই আমাকে দেবেন, কেমন?

শ্রীবৎস। নিঃসন্দেহে!

ভদ্রেশ্বর। বেশ! ধরুন যদি আপনার প্রাণরক্ষা সেদিন আমি না হ'য়ে কোন রমণী কর্‌ত, তা' হ'লেও কি আপনি ঐরূপ শপথ কর্‌তেন?

শ্রীবৎস। কেন কর্‌ব না? প্রাণদাতাই হউন্ আর প্রাণদাত্রীই হউন, আমার কাছে উভয়েই তুল্য।

ভদ্রেশ্বর। আচ্ছা, সেই রমণী যদি বল্‌ত—আমাকে বিবাহ করুন, তা' হ'লে?

শ্রীবৎস। তা' হ'লেও শপথ ভঙ্গ কর্‌তাম না। কেন, ভদ্রেশ্বর! আমাকে এতটা নীচ মনে কর্‌ছ? আমি ধনহীন, জনহীন ভিখারী হ'তে পারি, কিন্তু ভিখারীরও কি মনুষ্যত্ব থাক্‌তে পারে না?

ভদ্রেশ্বর। আমি যদি যথার্থ পুরুষ না হ'য়ে রমণী হই, তা' হ'লে? [হাস্য]

শ্রীবৎস। কী বল্‌ছ, ভদ্রেশ্বর? কেন রঙ্গ কর্‌ছ, ভাই?

ভদ্রেশ্বর। আচ্ছা, আপনি একটু চোখ বুজে থাকুন ত।

[শ্রীবৎস চক্ষু মুদিলেন, ভদ্রেশ্বর সহসা রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন]

ভদ্রেশ্বর। এইবার চোখ খুলুন, দেখুন আমি কে!

[বলিয়া মুখে অঞ্চল দিলেন]

শ্রীবৎস। [দেখিয়া সবিস্ময়ে] হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা' হ'লে—তা' হ'লে তুমি কে?

[তৎক্ষণাৎ রামানন্দ শর্ম্মার প্রবেশ, ভদ্রেশ্বর তড়িতের ন্যায় প্রস্থান করিলেন।]

রামা। উনি কে—আমিই বল্‌ছি। আমি এ বিবাহের ঘটক, আমার কাছেই পাত্রীর সমস্ত পরিচয় পাবেন এখন।

শ্রীবৎস। স্বপ্ন নয় ত?

রামা। তা বেদান্তের মতে স্বপ্নও বলা যেতে পারে; তবে ঘুমের

স্বপ্নের মত অত টাট্‌কা ভেঙে যাবে না। শুনুন্, মহাশয়! যিনি এতদিন ভদ্রেশ্বর সেজে আপনার কাছে আনাগোনা কর্‌ছেন, উনিই আমাদের সৌতিপতি মহারাজ বাহুর কন্যা—নাম ভদ্রাবতী। আপনাকে দেখে অবধি আপনাকেই উনি মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছেন। আপনিও ওঁর প্রার্থনা পূরণ কর্‌তে পূর্ব্ব হ'তেই অঙ্গীকৃত আছেন। এখন আপনার অভিপ্রায় আমি জান্‌তে চাই।

শ্রীবৎস। আমি একজন দীন হীন দরিদ্র, আপনাদেরই আশ্রিত; বিকৃত মস্তিষ্ক হ'লেও আপনাদের বিদ্রূপের পাত্র নই, এই মনে করি।

রামা। কি বিপদ্! আপনাকে বিদ্রূপ কর্‌ছে কে? সত্যসত্যই আমি ঘটক, আমার কার্য্যই পরিণয় সঙ্ঘটন। আমি ভদ্রাবতীর জন্য পাত্রের সন্ধানে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করেছি; কিন্তু রাজকন্যা অন্য কা'কেও পতিত্বে বরণ কর্‌তে রাজী নন্। আপনিই একমাত্র তাঁর লক্ষ্য।

শ্রীবৎস। আমি যে মুষ্টিমেয় তণ্ডুলপ্রার্থী ভিখারী, আর তিনি যে অসূর্য্যম্পশ্যা রাজকন্যা!

রামা। কে বল্‌ছে যে, আপনি সসাগরা ধরার অধীশ্বর মহারাজাধিরাজ শান্ত—দান্ত পরাক্রান্ত স্বয়ং শ্রীবৎস!

শ্রীবৎস। [চমকিয়া উঠিলেন]

রামা। চম্‌কালেন কেন? এখানে বাঘ ভালুক বা অপদেবতা এ সব ত কিছুই এসে উপস্থিত হয় নি! একমাত্র মহাশয় আর আমি দাঁড়িয়ে।

শ্রীবৎস। কার নাম করেছিলেন?

রামা। [স্বগত] নিজের নামটাও বিস্মরণ! [প্রকাশ্যে] নাম কর্‌ছিলাম মহারাজ শ্রীবৎসের। কেন, সে নাম শোনেন্ নি কি?

শ্রীবৎস। [অন্যমনস্কভাবে] তা হবে! কত স্বপ্ন আস্‌ছে, কত স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে! অসম্ভব কি?

রামা। এক স্বপ্ন নিয়েই যে মহাশয় ব্যতিব্যস্ত। এখন এদিক্ একটা সাব্যস্ত করা হোক্—প্রতিজ্ঞা পালন করুন।

শ্রীবৎস। মহারাজ বাহু এ বিবাহে সম্মত হবেন ?

রামা। তার উপায়ও রাজকন্যা চিন্তা ক'রে রেখেছেন।

শ্রীবৎস। কি ?

রামা। রাজকন্যা পিতার কাছে স্বয়ংবরা হবেন ব'লে প্রকাশ ক'রে রেখেছেন। মহারাজও স্বয়ংবরের নিমন্ত্রণ-পত্র সমস্ত দেশে দেশে পাঠিয়েছেন। যথা সময়ে স্বয়ংবর সভায় মহাশয় উপস্থিত থাক্‌বেন, রাজকন্যা আপনাকেই বরণ কর্‌বেন ; তা' হ'লেই আর কোন গোল হবে না।

শ্রীবৎস। আমি রাজকন্যার জন্য বড়ই দুঃখিত হচ্ছি ; তিনি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌লে পরম সুখী হ'ব। তাঁকেও পরে অনুশোচনা কর্‌তে হবে না।

রামা। সে কথা রাজকুমারী আপনার আমার চাইতে ভালই বোঝেন। এখন আপনার মতটা কি, ব'লে ফেলুন ত ? তা' হ'লে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পারি।

শ্রীবৎস। [বিষণ্ণ মুখে] আমার প্রতিজ্ঞা স্থিরই জান্‌বেন।

রামা। ব্যস্! আর কিছু শুন্‌তে চাই নে। আমি চল্‌লাম। কিন্তু মহাশয়! কথা যেন স্থির থাকে। আপনি এখন আমাদের আয়ত্তে। পালাতে কোন চেষ্টা কর্‌বেন না যেন, চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী আপনাকে প্রহরা দিচ্ছে। [হাসিয়া] আমার নাত্‌নী আপনাকে বন্দী করেছে, জান্‌বেন।

[প্রস্থান।

শ্রীবৎস। আবার এ কী স্বপ্ন দেখাবার আয়োজন কর্‌ছ, জগদীশ! যাই, সরোবরে স্নান ক'রে আসি।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

নিবিড় বন।

রজ্জুবদ্ধা অর্দ্ধোন্মাদিনী জীর্ণবেশা চিন্তাকে লইয়া দুর্ম্মদকেতনের প্রবেশ।

দুর্ম্মদ। বল, চিন্তা! এখনও সময় দিচ্ছি।

চিন্তা। আকাশে বজ্র কি আর নাই যে, এখনও তার একটা এসে তোমার মাথায় পড়ছে না?

দুর্ম্মদ। মহা সুখে থাক্‌বে! দুর্জ্জয়াকে দূর ক'রে দেবো—তোমাকেই আমার পাটরাণী ক'রে বসাব।

চিন্তা। ঐ পড়্‌ল—আকাশ থেকে প্রকাণ্ড একটা বজ্র ঐ খ'সে পড়্‌ল! স'রে যাও, দুর্ম্মদকেতন! স'রে যাও, পিশাচ! স'রে যাও, পাষণ্ড!

দুর্ম্মদ। আকাশের বজ্রকে দুর্ম্মদকেতন কখনও ভয় করে না। তবে তাই হোক্—দুর্ম্মদকেতনের বাক্য পালন না কর্‌লে কি দুর্গতি হয়, এবার সেই দৃশ্য দেখাব। প্রস্তুত হও, চিন্তা! [বংশীধ্বনি করিল]

চিন্তা। ঐ মরণের বাঁশী বেজে উঠ্‌ল; আর ভয় কি, চিন্তা। এই-বার হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে যাবি।

বস্ত্র দ্বারা বদ্ধমুখ রজ্জুবদ্ধ সুষেণকে লইয়া ভজনলালের প্রবেশ।

দুর্ম্মদ। [সুষেণকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া] দেখ্‌, চিন্তা—এ কে?

চিন্তা। [বিচলিত হইয়া] য়্যা—য়্যাঁ—ও রে! ও রে! আমার সুষেণ রে! আমার সুষেণ! [ছুটিয়া যাইতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ দুর্ম্মদ-কেতনের ইঙ্গিতে ভজনলাল চিন্তার বন্ধরজ্জু ধরিয়া রাখিল, চিন্তা ছটফট্ করিতে করিতে কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন] একবার—একবার দয়া ক'রে আমায় ছেড়ে দাও; তোমাদের পায়ে ধরি—শুধু একবারটী আমার সুষেণকে কোলে কর্‌ব!

দুর্ম্মদ। যদি আমার প্রস্তাবে সম্মতা হও, তবে এখনই সুষেণকে তোমার কোলে দেবো; নতুবা—

চিন্তা। না—না—চাই না, পুত্র—চাই না! সুষেণ! দে—দে—একখানা অস্ত্র দে—নিজের বুকে বসিয়ে দি।

দুর্ম্মদ। এখনই হয়েছে কি? এই দেখ্, তার পর। ভজনলাল! খুব সাবধান! খুব দৃঢ় ক'রে ধর। [সুষেণের মুখের বস্ত্র খুলিয়া দিল]

সুষেণ। মা! মা! মা! ওগো আমার মা! একবার কোলে যাব—একবার তোমরা আমায় ছেড়ে দাও। [টানাটানি করিতে লাগিল]

চিন্তা। [স্থিরচক্ষে দাঁড়াইয়া] আকাশ! ভেঙে পড়্—ভেঙে পড়্! ধরিত্রি! ফেটে দু' ফাঁক্ হ'য়ে যা, আমি তোর মধ্যে লুকুবো!

সুষেণ। ওগো! একবারটী—একবারটী! ঐ যে মা! মা! মা! ছুটে যেতে পার্‌ছি না—বাঁধন ছিঁড়্‌তে পার্‌ছি না।

চিন্তা। ওরে, দে—ছেড়ে দে—একবার বুকে ক'রে আসি! তবে ছিঁড়্‌ব—ছিঁড়্‌ব—বাঁধন ছিঁড়্‌ব।

[দন্তের দ্বারা হস্তবন্ধন ছিঁড়িতে চেষ্টা]

দুর্ম্মদ। এখনও যদি সুষেণের প্রাণ চাও, তবে বল্‌ছি—এখনও সময় আছে।

চিন্তা। আবার বজ্র কাটল! একটা ভূমিকম্পে পৃথিবী কেঁপে উঠ্‌ল! এইবার একটা জলোচ্ছ্বাস এসে সব ধুয়ে মুছে নিয়ে চ'লে যাবে! হা—হা—হা—

দুর্ম্মদ। এই দেখ্‌ তবে! [অসি ধারণ ও প্রদর্শন]

সুষেণ। মা! আমায় কাট্‌লে—কাট্‌লে! আমার বড় ভয় কর্‌ছে!

চিন্তা। চোখ বুজোও, সুষেণ—চোখ বুজোও! কোথায় আছ, মহারাজ! একবার স্বচক্ষে এসে দেখে যাও! ঈশ্বর! না—ডাক্‌ব না—তুমি নাই!

দুর্ম্মদ। এইবার তবে। [অসি উত্তোলন]

চিন্তা। ওরে! ওরে! গেল—গেল! আমার সব গেল! [অস্থিরতা প্রদর্শন]

সুষেণ। মা! মা! মলুম—মলুম! [চক্ষু বুজিল]

[দুর্ম্মদকেতন সুষেণের অঙ্গে ঘন ঘন অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল; সুষেণ "মা—মা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, চিন্তা ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।]

দুর্ম্মদ। [সুষেণের রক্তাক্ত মূর্চ্ছিত দেহ চিন্তার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া] এই নে, চিন্তা! তোর পুত্র নে।

[চিন্তা চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন; তৎক্ষণাৎ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ব্রহ্মানন্দ সহ কতিপয় মগধসৈন্য প্রবেশ করিয়া দুর্ম্মদকেতনকে ধরিয়া ফেলিল ও ভজনলাল পলাইয়া গেল।]

ব্রহ্মা। পাপিষ্ঠকে নাসা-কর্ণ ও হস্তদ্বয় ছেদন ক'রে কেটে ছেড়ে দাও, জীবন ভ'রে পাপের ফলভোগ করুক্ গে।

[সৈন্যগণ দুর্ম্মদকেতনকে টানিতে টানিতে প্রস্থান করিল।

[চিন্তা এবং সুবেণের দিকে চাহিয়া] উঃ, এরূপ ভাবে শিশুকে হত্যা করতে পারে মানুষে? যাও, মহাদেবি! জন্মের মত মূর্চ্ছা যাও; আশীর্ব্বাদ করি, আর যেন তোমার এ মূর্চ্ছা ভঙ্গ না হয়। [ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া] দেখ্ দেখি, রাক্ষসী বেটি! অন্ধ হয়ে না থাকিস্ ত একবার এইদিকে চেয়ে দেখ্; দেখি, গলে কি না? দেখি, ত্রিনয়ন বেয়ে মন্দাকিনী ধারা ঝরে কি না? পাষাণী বেটি! মা কী এত পাষাণী হয়! [চিন্তার দিকে চাহিয়া] হা রে, মা! হা রে, মায়ের প্রাণ! এই ভাবে পুত্রের জন্য তোরাই কেবল প্রাণ দিতে পারিস্। এমন নিঃস্বার্থ স্নেহ—এমন আত্ম-বিসর্জ্জন সংসারে আর কেউ করতে পারে না। দেখ্ দেখি, মা! তোর মত মায়ের প্রাণের সঙ্গে আর এই মায়ের প্রাণের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখ্ দেখি! কিন্তু বল্, মা! কোন্ পাপে—কোন্ মহাপাপে শ্রীবৎস আর চিন্তার ভাগ্যে এত দুঃখ দিয়েছিলি? একবার তোর ঐ বিশ্বব্যাপী নীলাঞ্চলের যবনিকাটী উত্তোলন ক'রে দেখা ত, মা! একবার তোর ঐ চির তমসাবৃত লোকলোচনাতীত নিয়তি-লীলায়িত রহস্য-গুহার গাঢ় আবরণ উন্মোচন ক'রে তড়িতালোকে একবার মনুষ্যকে দেখা দেখি, মা! তোরই অনাদিকালসঞ্চিত স্বহস্ত-রোপিত স্বহস্তসিঞ্চিত জীবের কর্ম্মতরু ফলপূর্ণ অক্ষয় অনন্ত ভাণ্ডারের দ্বার একবার উদ্ঘাটন ক'রে দেখা ত, মা! মানুষ দেখুক্—বুঝুক্—মনের সংশয় দূর ক'রে ফেলুক্; নতুবা সংশয় ভাঙে না—সন্দেহ যায় না—তোর উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

[ভজনলাল সহসা অসিহস্তে প্রবেশ করিল এবং

চিন্তাকে উঠাইতে চেষ্টা করিল।]

ভজন। [স্বগত] মরে নি—এখনও আছে! নিয়ে যেতে হবে। দুর্ম্মদকেতন হয় ত পটল তুলেছে।

ব্রহ্মা। [দেখিয়া] সাবধান, দুর্ব্বৃত্ত! সতীদেহ স্পর্শ করিস্ না।

ভজন। তুমি নিরস্ত্র, তোমাকেই আগে শেষ করি।

ব্রহ্মা। কর্, বাধা দোব না; বল্ যে, সতীদেহ স্পর্শ কর্‌বি না? তা' হ'লে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ দোব—তা' হ'লে ব্রহ্মানন্দ জীবনে একটা পুণ্যকার্য্য করেছে ব'লেও ভগবানের কাছে হিসাব দিতে পার্‌বে। [বলিয়া বক্ষ পাতিলেন।]

[ভজনলাল অসি উত্তোলন করিল; হঠাৎ মগধ-সৈন্যগণ "মার্—মার্" শব্দে আসিয়া ভজনলালকে বন্ধন করিল; ইত্যবসরে তড়িতের ন্যায় বনবালা আসিয়া সুষেণের মূর্চ্ছিত মৃতপ্রায় দেহ লইয়া প্রস্থান করিল। চিন্তা চৈতন্যলাভ করিলেন।]

চিন্তা। [অর্দ্ধোত্থিত] কৈ? কৈ? সুষেণ কৈ? য়্যাঁ—য়্যাঁ!

ব্রহ্মা। যাও, সৈন্যগণ! এই পাপিষ্ঠকে বিকৃতাঙ্গ ক'রে ছেড়ে দাও গে। ব্রাহ্মণে হত্যার আদেশ দিতে জানে না।

[ভজনলালকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান।

চিন্তা। কৈ, আমার বাবা কৈ? এই যে ছিল! এই যে মা ব'লে ডাক্‌ছিল! তুমি দেখ নি, ঠাকুর? ঐ যে রক্তের ঢেউ—ঐ যে, ঐ রক্ত আমার সুষেণের! সুষেণের গন্ধ যে এখনও ঐ রক্তের সঙ্গে মাখানো রয়েছে! কে তুমি, রাক্ষস? আর ত আমার কিছুই নেই যে নেবে? [হাততালি দিয়া] ওরে, বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে! [শোকোন্মত্তার ন্যায় নৃত্য সহ] আমার পুঁজি-পাটা সব গিয়েছে! এখন আমি নাচ্‌তে নাচ্‌তে মনের সাধে চ'লে যাই। [যাইতে যাইতে] হি-হি-হি! [মুষ্টি দেখাইয়া] হাস্‌বি ত মার্‌ব। সুষেণের রক্তের মধ্যে চুবিয়ে ধর্‌ব। হো—হো—হো—কী মজা! কী মজা! [হাততালি দিতে দিতে যাইতেছিলেন।]

ব্রহ্মা। [চক্ষু মুছিযা] পারা যায় না—মানুষে পারে না—কিছুতেই না। একটু আগে মর্‌তে যাব ভেবেছিলাম, সে আশাও গেল ! ব্রহ্মানন্দের মৃত্যু বুঝি বিধাতার হাতে নেই।

[চিন্তার প্রস্থান।

সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে ; ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ ক'রে সঙ্গে নিয়ে তবে মহা-রাজের সন্ধানে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

যন্ত্রণায় ,ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ছিন্ননাসাকর্ণ এবং ছিন্নহস্ত বিকৃতমূর্ত্তি দুর্ম্মদকেতনের পুনঃ প্রবেশ।

দুর্ম্মদ। [কাতর ও অনুনাসিক স্বরে] উঁ-হুঁ-হুঁ ! গেঁলুঁম—গেঁলুঁম—ম'রেঁ গেঁলুঁম ! ঈঁশ্বর ! তুঁমি আঁছ—নতুঁবাঁ এঁমন হাঁতে হাঁতে ফঁল পেঁতুম্‌ না।

[নেপথ্যে ব্রহ্মানন্দ]

ব্রহ্মা। হয়েছে কি ? আরও ঢের বাকি ! মৃত্যুর পরে অনন্ত কুম্ভীপাক।

দুর্ম্মদ। ওঁরেঁ বাঁপ্‌ রেঁ ! তঁবেঁই গেঁছি রেঁ। ঐঁ ব্রঁহ্মানন্দ অঁভিশাপ দিঁচ্ছেঁ ! যাঁই, ওঁর পাঁদতঁলে পঁড়ি গেঁ।

[যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে করিতে প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

প্রাগ্‌দেশ—কারাগার।

শৃঙ্খলাবদ্ধ শ্রীকণ্ঠকে লইয়া প্রহরী প্রবেশ করিল।

প্রহরী। এই খোলা জায়গাটায় একটু দাঁড়ান্‌ ত, মহারাজ! তা' হ'লে কিছুক্ষণ দম্‌টা জিরিয়ে নিতে পার্‌বেন।

শ্রীকণ্ঠ। [উন্মত্তবৎ] দেখ্‌ ত দেখি, প্রহরি! আজ ঐ সূর্য্যটা অমন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ছে কেন? এতদিন এমন উজ্জ্বল আলোক দিতে ত দেখি নি! কা'র ভয়ে যেন কতদিন সূর্য্যটা মেঘের অন্তরালে ভয়ে ভয়ে লুকিয়েছিল। বাতাসটাও কেমন আজ দেখ ফুর্‌ ফুর্‌ ক'রে বইছে! ও বুঝেছি—দুর্জ্জয়া রাণী ঘুমিয়ে আছে বুঝি! তাই এমন দুঃসাহস বেড়েছে। কিন্তু সূর্য্যঠাকুর! কিন্তু পবন, চন্দ্র! সাবধান ক'রে দিচ্ছি, এখনই স'রে যাও—গর্ত্তের ভিতর মাথা লুকিয়ে থাক গে—দুর্জ্জয়া রাণী এখনই জেগে উঠ্‌বে।

প্রহরী। মহারাজ! ছোট রাণী ত বন্দী হ'য়ে কারাগারে এসেছেন।

শ্রীকণ্ঠ। বলিস্‌ কি? তা' হ'লে বাজা রে, বাদ্যকরগণ! বাজা—খুব জোরে জোরে বাজা! দুর্জ্জয়া রাণী মরেছে রে—দুর্জ্জয়া রাণী মরেছে!

তৎক্ষণাৎ বেত্রহস্তে প্রহরীসহ শৃঙ্খলাবদ্ধা দুর্জ্জয়ার প্রবেশ।

দুর্জ্জয়া। এখনও মরে নি, রাজা—এখনও মরে নি! কিন্তু—

[প্রহরী বেত্রাঘাত করিতেছিল, শ্রীকণ্ঠ ভয়ে প্রহরীর পশ্চাতে মুখ লুকাইতেছিলেন।]

দেখ, রাজা! আজ কী সাজে সেজেছি! দুর্জ্জয়া রাণীর এ সাজ

আর কখনও দেখ নি, দেখে নাও! ভয় কি? মুখ লুকাচ্ছ কেন? আজ আমি যে পঙ্গু—আজ আমি যে জড়! তবে ভয় পাচ্ছ কেন? ব্যাঘ্রীকে যে আজ পিঞ্জরে পুরেছে! আজ একটা নূতন সংবাদ শোন নি, রাজা! শোন—শোন—সুকণ্ঠ আত্মহত্যা ক'রে মরেছে—আমারই জন্য—আমারই কলঙ্ক সইতে না পেরে।

শ্রীকণ্ঠ। ওরে তর্পণ করব—পুত্রের প্রেত-তর্পণ করব! ঐ যে শোণিতের বৈতরণী ছুটে যাচ্ছে! এস, ছোটরাণি! দু'জনে একসঙ্গে ঐ রুধিরের অঞ্জলি নিয়ে বলি—সুকণ্ঠ! তৃপ্যতাম্; সুকণ্ঠ—তৃপ্যতাম্!

দুর্জ্জয়া। তুমি সম্পূর্ণ উন্মত্ত হ'য়ে বেঁচে গেছ; কিন্তু আমি যে এখনও ঠিক আছি! আমার জ্ঞানটা আর স্মৃতিটা যদি কেউ কেড়ে নিতে পারত, তা' হ'লে বুঝি একটু স্বস্তি পেতাম।

শ্রীকণ্ঠ। একটা ঝড় উঠেছিল, আবার থেমে গেল! কেন? থাম্লি কেন? থাম্লে যে সকলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আস্বে—আমায় দেখ্তে পাবে যে! আমি দে'খস্ নে, মানুষের ভয়ে—আঁধারের মাঝে লুকিয়ে থাকি। তবে থাম্লি কেন?

দুর্জ্জয়া। থামে নি, রাজা—থামে নি! খুব জোরে বইছে—এমন জোরে বইছে যে, [বুক ধরিয়া] কবাটখানা বন্ধ ক'রে রাখ্তে পার্ছি না। [কিছুক্ষণ দন্তে দন্তে আঁটিয়া যন্ত্রণা সহ্যের ভাব দেখাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল ও জোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া] উঃ—

প্রহরী। চুপ্!

দুর্জ্জয়া। [প্রহরীকে বদ্ধ হস্ত দ্বারা মারিতে গেল, প্রহরী পশ্চাতে গিয়া ঘন ঘন বেত্র প্রহার করিতে লাগিল। দুর্জ্জয়া ভূতলে পড়িয়া গিয়া] এইরূপ ক'রে সুকণ্ঠ প'ড়ে গিয়েছিল; কিন্তু আর সে উঠ্ল না! আজ সুকণ্ঠ থাক্লে, দাঁড়িয়ে কি দেখ্ত? কখনই না। [উঠিতে উঠিতে]

সে ত আমায় তার মায়ের মত ক'রে গড়্তে অনেক চেষ্টা করেছিল—অনেক অভিমানের অশ্রু ফেলেছিল ; আমি ত তাতে গলি নাই—আমি ত তাতে ভুলি নাই ! পায়ে ধর্তে এসেছে, দু' হাতে সরিয়ে ফেলে দিয়েছি ! অভিমানে কেঁদেছে, আমি ভ্রুকুটি ক'রে স'রে গেছি ; কিন্তু আজ ? দুর্জ্জয়া—আজ ?

[নেপথ্যে রতনচাঁদ গাহিল]

রতন।—

গান।

যদি ভেবে কাজটা কর্তে।
তা' হ'লে কি এমনি ক'রে
হ'ত রে আজ মর্তে ॥
সুধা ব'লে গরল খেলে
বিষের জ্বালায় জ্বল্তে,
মাণিক-লোভে কালসাপ টেনে
গেলি কেন ধর্তে,
কেন সাধ ক'রে হায় বিষের মালা
গেলি কণ্ঠে পর্তে ॥
মাথার উপর আছেন একজন
তা কি তখন ভাব্তে,
সে যে দেখ্ছে চেয়ে আদি অন্ত
তাকি এখন জান্তে,
এবার শক্তকলে প'ড়ে গেছ
কোথা যাবে আর মর্তে ॥

দুর্জ্জয়া। ভেবেছিলাম—সে অন্যদিকে। সুখের দিক্‌টা খুবই ভেবেছিলাম, কিন্তু পরিণামটা একদিনও ভাবি নাই। সেদিন, রতনচাঁদ ! তুমিও অনেক বলেছিলে ; কিন্তু বিকারের রোগীর মত কোন কথা শুনি

নাই। কিন্তু আজ দুর্জ্জয়া! বড় শক্ত কল। এটা নাকি ঈশ্বরের কল—স'রে যাবার যো থাকে না।

প্রহরী। আবার কথা? [বেত্রাঘাত]

দুর্জ্জয়া। দু'দিন আগে আমারই ইঙ্গিতে এরা বন্দীকে বেত্রাঘাত করেছে, আজ আবার আমাকেই—ঈশ্বর! তোমার খাসা নিয়ম—খাসা ব্যবস্থা!

শ্রীকণ্ঠ। তুমি যে দাদা—আমি যে ছোট ভাই! আমায় ক্ষমা কর্‌বে না? তুমি যে আপনার মুখের খাবার আমার মুখে তুলে দিয়েছ! ক্ষমা কর্‌বে না? দুখানি পা জড়িয়ে ধর্‌ব; ক্ষমা কর্‌বে না? তোমারই সম্মুখে আত্মহত্যা কর্‌তে যাব, তখন? তখন ত তুমি সইতে পার্‌বে না! তখন ভাই ভাই ব'লে দুহাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে না ধ'রে ত পার্‌বে না? আমার এমন দাদা তুমি—হতভাগ্য আমি চিন্‌লাম না—নির্ব্বোধ আমি বুঝ্‌লাম না! [রোদন]

দুর্জ্জয়া। তোমার ত দোষ ছিল না, রাজা! আমি যে তোমাকে নিজের হাতে গ'ড়ে তুলেছিলাম! ভাইকে শত্রু ভাব্‌বার মন্ত্র তোমাকে যে আমিই শিখিয়েছিলাম! তোমার ক্ষমা আছে—তোমার উদ্ধার আছে, আমার তা'ও নাই। তোমার পাপ অনুতাপে গ'লে গেছে, কিন্তু আমার একজন্ম নয়—জন্ম জন্ম এইরূপ তুষানলে পুড়্‌লেও সে পাপের হাতে আমার অব্যাহতি নাই! উঃ—ভাব্‌লে নিঃশ্বাস আট্‌কে আসে! অতীতের স্মৃতিগুলি এক-একটা গোখ্‌রো সাপ হ'য়ে ফণা তুলে গ'র্জ্জে আসে!

শ্রীকণ্ঠ। কিন্তু ভাব্‌ছি, আমার দাদা এসে যদি আমায় কারামুক্ত ক'রে দেন্, তা' হ'লে ত বাইরে যেতে পার্‌ব না—লোকের কাছে এ মুখ নিয়ে ত দাঁড়াতে পাব্‌ব না! ভগবান্! আমার আবার ভগবান্! আমার মুখে ভগবানের নাম শুন্‌লে লোকে হাস্‌বে যে! কিন্তু আমার

এই অন্ধকারই ভাল! এ হ'তে আরও যদি কোন নির্জ্জন অন্ধকার থাকে, সেও ভাল!

দুর্জ্জয়া। কিন্তু আমার! আমার কোথায় ভাল? এ জগতে কি এমন কোন একটু স্থান আছে যে, যেখানে গেলে এই স্মৃতির অনল হ'তে অব্যাহতি পাব? [সভয়ে] ঐ—ঐ সুকণ্ঠের মস্তক—আমার দিকে জ্বলন্ত চক্ষু দুটো চেয়ে রয়েছে! ওঃ—ওঃ—কী ভীষণ—কী ভীষণ! [চক্ষু মুদিলেন]

প্রহরী। চল, তোমাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাই। [দুর্জ্জয়াকে টানিয়া লইয়া গেল]

শ্রীকণ্ঠ। কে ওটা! যাক্, চ'লে গেছে। এখন একবার, প্রহরি! আমাকে আমার দাদার কাছে নিয়ে চল, আমি একবার আমার দাদাকে দেখ্‌ব। তাঁর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখ্‌লে আমার সমস্ত পাপ চ'লে যাবে। দাদা! দাদা!

প্রহরী। কী কষ্টই না পাচ্ছেন! যাই, মহারাজকে কিছু খাওয়াতে পারি কি না দেখি গে। চলুন, মহারাজ!

শ্রীকণ্ঠ। দাদার কাছে? সেখানে দুর্জ্জয়ারাণী নাই ত? চল্—চল্, প্রহরি! এখনই চল্।

[প্রহরী সহ প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য।

সৌতিপুরী—বিবাহ-মণ্ডপ।

ফুলের ডালি হস্তে মালিনীর প্রবেশ।

মালিনী।— গান।

কই আমার সাধের বর-ক'নে।
এনেছি টাট্‌কা মালা ভ'রে ডালা, গেঁথে মন প্রাণে॥
এ মালার দেখ্‌ লো বাহার,
গলায় দিলে যাবে ভুলে দেখ্‌বি লো তাতার,
হবে দুটী প্রাণে একটী প্রাণ লো আমার এই মালার গুণে॥
মালা মোর গন্ধে ভর', প্রাণে প্রাণে পড়্‌বে ধরা,
আমার খোস মালকের বাছা ফুল সব তুলে দিয়েছি এনে॥

[প্রস্থান।

বরবেশে শ্রীবৎস ও বধূবেশে ভদ্রাবতীকে লইয়া এয়োগণ শঙ্খ বরণডালা প্রভৃতি সহ গীতকণ্ঠে প্রবেশ করিল।

গান।

এয়োগণ।—

আয় লো তোরা বিয়ে দেখ্‌বি আয়।
শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে আয় লো ওলো আয় ত্বরায়॥
ওই ক্ষ্যাপা বরের দেখ্‌লো রকম, নাইকো লজ্জা নাইকো সরম,
ওলো, দেখিস্ যেন ছুটে এসে কাম্‌ড়ে পাছে দেয়॥
(কেমন) মিলেছে লো দেখ্‌ মাইরি, ঠিক যেন সেই হর-গৌরী,
কেবল নন্দী ভৃঙ্গী আছে বাকী, এলেই তারা গোল মিটে যায়॥

[প্রস্থান।

শ্রীবৎস। কেন, ভদ্রা! সাধ ক'রে এমন বিদ্রূপ-হাসি কুড়িয়ে নিলে?

ভদ্রা। আমার যদি ভাল লাগে!

শ্রীবৎস। [দীর্ঘশ্বাস ত্যাগে স্বগত] এও কি তবে স্বপ্ন নয়?

সহাস্যমুখে রামানন্দ ঘটকের প্রবেশ।

রামা। কৈ, নাত্‌নি! এখন ঘটক বিদেয় কর?

ভদ্রা। এ বিয়ের ঘটক যে, নাত্‌নী নিজে—তার কি?

রামা। গৃহিণীর অলঙ্কার না আদায় ক'রে ছাড়্‌ছি নে!

ভদ্রা। সে ঠিকই দেবে, তার জন্য চিন্তা নাই।

রামা। কি হে, বর! এখনও কি স্বপ্ন দেখ্‌ছ? স্বয়ংবর-সভাতে অতগুলি চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে রাজাদের মুখে অঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এমন রত্নটী লাভ করেছ, তুমি বড় সহজ পাত্র নও! আচ্ছা, আসি নাত্‌নি! আশীর্ব্বাদ করি, পালে পালে—দলে দলে ঘর বোঝাই ক'রে ফেল। বরের সব পরিচয় মহারাজকে দিয়েছি, শুনে মহা খুসী। চল্‌লুম।

[প্রস্থান।

শ্রীবৎস। আমার পরিচয়ে মহারাজ খুসী! এ কথার অর্থ কি, ভদ্রা?

ভদ্রা। অর্থ অনেক আছে, পরে বল্‌ব।

[সহসা উন্মাদিনী বেশে চিন্তা আসিয়া দুইগাছী মালা দুইজনের কণ্ঠে ফেলিয়া দিলেন, এবং সম্মুখে দাঁড়াইয়া করতালি দিয়া হাসিতে লাগিলেন।]

চিন্তা। বেশ মিলেছে! বেশ—বেশ—বেশ!

শ্রীবৎস। [চিনিতে পারিয়া আবেগে] চিন্তা! চিন্তা! আমি এ কোথায়? ভগবান্—যদি স্বপ্ন হয় ত হোক্, তুমি তা ভেঙে দিয়ো না!

চিন্তা। [সহসা উচ্চৈঃস্বরে সরোদনে] সুষেণ! সুষেণ! আজ তুই কোথায়? [শ্রীবৎসের পদতলে পতন]

ভদ্রা। এ কী হ'ল? [চিন্তার কাছে বসিলেন]

শ্রীবৎস। কি হয়েছে, চিন্তা? আমার স্বপ্ন ভেঙে গেছে! বল—বল, সুষেণ কোথায়? তার কোন সংবাদ পেয়েছ নাকি?

চিন্তা। সুষেণ আমার নাই গো নাই! আমার সম্মুখে বনের মধ্যে দুর্ম্মদকেতন সুষেণকে আমার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কুপিয়ে কুপিয়ে—ও হো—হো! [রোদন]

শ্রীবৎস। বেশ ত ছিলাম, চিন্তা! এতদিন ত বেশ ঘুমিয়ে ছিলাম! কেন আবার জাগিয়ে দিতে এলে? তা' হ'লে সুষেণও নেই? সুষেণ না থাক্‌লে, বৃদ্ধ পিতাও নাই—তুমিও উন্মাদিনী—এই ত চাই, চিন্তা! এইরূপ না হ'লে, এত কষ্ট পেয়ে আজও দু'জনে বেঁচে আছি কেন?

সহসা বনবালা সুষেণের হাত ধরিয়া প্রবেশ করিল।

বনবালা। এই লে, মাই! তুঁহার সুষেণকে লে।

[প্রস্থান।

সুষেণ। মা! মা! বাবা! বাবা!

[শ্রীবৎস ও চিন্তা একসঙ্গে সুষেণকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন]

তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মানন্দের প্রবেশ।

ব্রহ্মা। ভগবন্! নিশ্চয়ই তুমি আছ—নিশ্চয়ই তুমি অনন্ত কৃপার ভাণ্ডার! তোমার অস্তিত্বে—তোমার করুণায় আর অবিশ্বাস করা যায় না।

শ্রীবৎস। [সবিস্ময়ে] এ কি! গুরুদেব! আপনিও এখানে? এ কি মায়ারাজ্য? কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

[নেপথ্যে—দৈববাণী]

"মহারাজ শ্রীবৎস! আমি গ্রহপতি শনৈশ্চর। আমারই কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হ'য়ে তুমি স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজন সহ অশেষ দুর্গতি ভোগ করেছ, তোমার রাজ্যও শ্মশান হয়েছে! কিন্তু এত বিপদে প'ড়েও তুমি ও চিন্তা উভয়েই কখনও ধর্ম্মকে পরিত্যাগ কর নি, তার জন্য আমি তোমার উপর পরম তুষ্ট হ'য়েছি ও আজ দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ, তুমি আজ শনির কোপ হ'তে নিষ্কৃতি পেলে। আজ শনি তোমার উপর প্রসন্ন, তোমার মৃতপ্রায় পুত্র সুষেণকে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই বনবালা বেশে পুনর্জীবিত ক'রে আজ তোমাদের হস্তেই দিয়ে গেলেন। এখন যাও—স্বরাজ্যে যাও। তোমার রাজ্য আবার শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হবে। আর আজ হ'তে অনন্তকাল পর্য্যন্ত তোমার এই পুণ্যময় চরিত্র লোকের ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হবে।"

ব্রহ্মা। ঈশ্বর—তুমিই ধন্য! মহারাজ! অন্যান্য সবই ক্রমে জ্ঞাত হবেন। এখন ঐ শ্রদ্ধা ও শান্তিস্বরূপা চিন্তা ও ভদ্রাবতীকে সঙ্গে ক'রে স্বরাজ্যে চলুন; স্বয়ং গ্রহরাজের দৈববাণী স্মরণ ক'রে নিশ্চিন্তমনে রাত্রি-প্রভাতেই শুভ মুহূর্ত্তে শুভযাত্রা করুন।

চিন্তা। [ভদ্রার প্রতি] এস, ভগিনি! তুমি আমার সহোদরা অপেক্ষাও প্রিয়তমা। আজ হ'তে আমরা দুটী বোনে দুটী লতিকার ন্যায় ঐ শান্তিতরুর পাদমূল বেষ্টন ক'রে থাকৃব।

ভদ্রা। আশীর্ব্বাদ কর, দিদি! তোমার কাছে যেন পতিভক্তি শিখ্‌তে পারি। এস, বাবা সুষেণ! তুমি আমার কোলে এস, বাবা!

সুষেণ। কোলে যাব, মা?

চিন্তা। তোমার ছোট মা—কোলে যাও।

[ভদ্রাবতী সুষেণকে কোলে লইলেন]

ব্রহ্মা। সান্দ্র তম ভেদ ক'রে আজ কী জ্যোতি দেখালি, মা!

ক্রোড় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাগ্‌দেশ রাজসভার সম্মুখস্থ তোরণ-পথ।

গীতকণ্ঠে নগরবাসিগণের প্রবেশ।

নগরবাসিগণ।—

গান।

আমাদের রাজা—আমাদের রাজা—আমাদের রাজা।
চারিদিকেতে উঠ্‌ছে কেমন পুণ্য-কীর্ত্তি-ধ্বজা॥
(আমাদের) মেঘমুক্ত পূর্ণ শশী,
প্রকাশি কৌমুদী রাশি,
সমুদিত হলেন আসি, পালিতে সব প্রজা॥
(কেমন) আনন্দের ঢেউ উঠ্‌ছে ছুটে,
শান্তির হিল্লোল পড়্‌ছে লুটে,
আবার যেমন ছিল তেমনি হ'ল, আমাদের এমন সাধের রাজা॥

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে—নগরবাসী]

নগরবাসী। ওরে পালা রে পালা! ছোটরাণী ছুটেছে রে—ছোটরাণী ছুটেছে! ছেলে মেয়ে নিয়ে সব পালা রে পালা!

[নেপথ্যে—সংগ্রামকেতু]

সংগ্রাম। ভয় নাই—ভয় নাই—স্বয়ং মহারাজ শ্রীবৎস সমস্ত বন্দি-

গণকে কারামুক্ত ক'রে দিয়েছেন। আমি সেনাপতি স্বয়ং শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত আছি—কারও কোনও ভয় নাই।

[সর্ব্বাঙ্গ-ক্ষত-চিহ্না কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তা ছিন্নবস্ত্রা অন্ধনেত্রা দুর্জ্জয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া জানুতে ভর দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছিল ; মধ্যে মধ্যে কাসিয়া কাসিয়া দম আটকাইয়া আসিতেছিল।]

দুর্জ্জয়া। উ-হু-হু সকল গায়ে বিঁধ্‌ছে—সূচের মত বিঁধ্‌ছে গো! উ-হু-হু! এতগুলি সূচ আমার গায়ে ফুটিয়ে দিয়েছে! ওরে আর কর্‌ব না রে—আর কর্‌ব না! উহু-হু-বিষের মত জ্ব'লে যাচ্ছে রে—বিষের মত জ্ব'লে যাচ্ছে! ওরে, তোরা আমায় এমন খুঁচিয়ে মারিস্‌ নে—আমি আর রাণী হ'তে যাব না রে যাব না। য়্যাঁ—য়্যাঁ—[কিছুক্ষণ কাঁদিয়া] ওরে, আমায় কেউ পাতের ভাত দুটী দিবি রে? কতকাল কিছু খেতে পাই নি—কেউ দেয় না ; চাইলে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়। বড় ক্ষিধে রে—বড় ক্ষিধে! এই যে খাবার পেয়েছি, খাই—খাই—এইগুলো বেশ লাগে! [নিজ ক্ষত হইতে পূঁজ রক্ত সহ কীটগুলি হস্তদ্বারা তুলিয়া খাইতে লাগিল।]

জনৈক বিদেশীয় পথিকের প্রবেশ।

পথিক। [দেখিয়া ঘৃণায় "থূ-থূ" করিতে করিতে] কে রে, মাগি! তুই রাজসভার সাম্‌নে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্‌? গায়ের দুর্গন্ধে টেঁকা যায় না! পালা—পালা—পালা—

দুর্জ্জয়া। আমি গো! চিন্‌তে পার না? সেই দুর্জ্জয়ারাণী আমি।

পথিক। [চম্‌কাইয়া সরিয়া গিয়া] বাপ্‌ রে—পালাই!

দুর্জ্জয়া। শ্মশানটা কোন্‌ দিকে গেল! উ-হু-হু-হু! আস্‌ছে না! শ্মশান থেকে পেত্নীগুলো আমাকে তাদের কাছে নিতে আস্‌ছে না?

তবে কেমন ক'রে যাব? চোখদুটো কাঁটা দিয়ে বিঁধিয়ে অন্ধ ক'রে ফেলেছি, কিছুই যে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে! উ-হু-হু-হু-একবার শ্মশানটায় গিয়ে পড়্‌তে পাব্‌লে হ'ত।

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। এই, কাঁহা যাতি হৈ? হিঁয়াসে নিকালো—নিকালো!

দুর্জ্জয়া। বাবা আমার! লক্ষ্মী আমার! আমাকে একবার শ্মশানের কাছে—[বলিয়া হাঁপানীর অভিনয় প্রদর্শন]

প্রহরী। উঠ্—উঠ্—[যষ্টিদ্বারা ধাক্কা প্রদান]

দুর্জ্জয়া। [উঠিতে চেষ্টা করিয়া না পারিয়া] বাবা সুকণ্ঠ রে! কোথায় যাছিস্, বাবা? [রোদন]

প্রহরী। [স্বগত] আরে—আরে—ছোটরাণী জি! ছোটরাণী জি! বাত্ শুন্‌কে ত এ্যায়সা মালুম হোতা হ্যায়।

দুর্জ্জয়া। উ-হু-হু-হু। কে আছে রে! একবার শ্মশানঘাটটায় আমায় রেখে আয়। পায়ে ধরি, আমাকে—আমাকে একবারটী সেখানে দিয়ে আয়। উ হু-হু-হু!

প্রহরী। [স্বগত] এ্যায়সা হাল্—ভাজ্জব! লেকিন ভগবান্‌জীকা আচ্ছা বিচার। [প্রকাশ্যে] চলিয়ে মা জি! শ্মশানমে লে যায়।

দুর্জ্জয়া। আহা-হা! দে, বাবা! তুমি বেঁচে থাক—বেঁচে থাক। আমার হাত ধ'রে না নিলে যে যেতে পাব্‌ব না, বাবা! [হাত বাড়াইয়া দিল ও প্রহরী হাত ধরিয়া লইয়া চলিল]

জগৎ! আমায় দেখে আজ পাপের কি পরিণাম দেখে নে। আমার মত আর যেন কেউ পাপে ডুবো না। উ-হু-হু হু!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

রাজবেশে শ্রীবৎস, কল্যাণ, সংগ্রামকেতু, পুরঞ্জয়ের প্রবেশ।

শ্রীবৎস। [সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া] সেনাপতি! আজ আমার সব আনন্দ, সব মিলন প্রাণাধিক সুকণ্ঠের শোক-স্রোতে ভেসে যাচ্ছে! এমন রত্নে ভগবান্ আমাদের বঞ্চিত কর্‌লেন?

পুর। আমার প্রতি কি দণ্ডাদেশ হয়, মহারাজ?

শ্রীবৎস। এখনও ত আমি মহারাজ নই, মগধেশ্বর! এ রাজসিংহাসন যে, আমি শ্রীকণ্ঠের হস্তে সমর্পণ ক'রে গিয়েছিলাম; সুতরাং শ্রীকণ্ঠের বিনা অভিপ্রায়ে ত আমি সে সিংহাসনে বস্‌তে পার্‌ব না।

লজ্জাবনত শ্রীকণ্ঠের হস্ত ধরিয়া ব্রহ্মানন্দ প্রবেশ করিলেন।

ওকি, শ্রীকণ্ঠ! মস্তক অবনত ক'রে রয়েছ কেন, ভাই? ঘটনাস্রোতে যা হবার তা হ'য়ে গেছে, গ্রহপতি শনির কোপদৃষ্টিতে আমরা এইরূপ দুর্গতি ভোগ করেছি, তার জন্য কেউ দায়ী নয় ত, ভাই!

শ্রীকণ্ঠ। [আবেগাশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে] দাদা! দাদা! [পদতলে পড়িলেন]

শ্রীবৎস। [হাত ধরিয়া তুলিতে তুলিতে] শ্রীকণ্ঠ!

শ্রীকণ্ঠ। একবার বল তবে, দাদা! আমায় ক্ষমা কর্‌লে?

শ্রীবৎস। যাকে স্নেহ করা যায়, তাকে ক্ষমা কর্‌বার ত কিছুই থাকে না; তবে তুমি যদি তাতে তুষ্ট হও, তা' হ'লে, শ্রীকণ্ঠ! বল্‌ছি, তোমাকে আমি প্রাণের সহিত ক্ষমা কর্‌লেম।

শ্রীকণ্ঠ। একবার বক্ষে, দাদা! তা' হ'লে যদি এ অনল নির্ব্বা-পিত হয়।

শ্রীবৎস। আয় রে—আয়-প্রাণের ভাই আমার! আজ বহুদিন পরে দগ্ধ বক্ষ শীতল করি। [শ্রীকণ্ঠ সহ আলিঙ্গন বদ্ধ হইলেন]

উঃ—একটা রুদ্ধ অনলের দীপ্ত উচ্ছ্বাস যেন বেরিয়ে গেল!

উমাদেবী মাধুরী সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

উমা। [উভয়ের কাছে গিয়া উভয়কে হস্ত দ্বারা বক্ষে ধরিয়া] আহা-হা-হা, আজ আমার বুক-জুড়ানো ধনেরা কেমন ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে গেছে! ঠাকুর! নারায়ণ! আর যেন এ মিলনের কখনও বিচ্ছেদ হয় না। [চক্ষু মুছিলেন]

শ্রীবৎস। আশীর্ব্বাদ করুন, জননি! [মাতৃপদধূলি লইলেন]

শ্রীকণ্ঠ। সিংহাসন এখনও শূন্য কেন, দাদা?

শ্রীবৎস। তোমারই সম্মতির অপেক্ষায়।

শ্রীকণ্ঠ। এখনও তবে ক্ষমা কর নি, দাদা? একদিন ঐ সিংহাসন দিয়ে যে দণ্ড দিয়েছিলে, দাদা! আজ আবার সেই সিংহাসনে তোমাকে বসিয়ে আজ সেই দণ্ড হ'তে অব্যাহতি লাভ করি। [শ্রীবৎসের হাত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইলেন]

সকলে। [সমস্বরে] জয়, মহারাজ শ্রীবৎসের জয়! জয়, মহারাজ শ্রীবৎসের জয়! জয়, মহারাজ শ্রীবৎসের জয়!

তৎক্ষণাৎ চিন্তা ও ভদ্রাবতী প্রবেশ করিলেন।

শ্রীবৎস। কৈ, ছোটবধূ এলেন না?

শ্রীকণ্ঠ। [মুখ ফিরাইলেন]

উমা। না, না, আবার তাকে কেন? সেই রাক্ষসীই ত আমার এমন

চাঁদের হাট ভেঙে দিয়েছিল! তার নামও এখানে আর যেন কেউ না করে।

কল্যাণ। তাঁকে পূর্ব্বেই কারামুক্ত ক'রে দেওয়া হ'যেছিল, কিন্তু এখন তিনি উন্মাদ-রোগগ্রস্তা। বহু যত্নেও তাঁকে আমরা গৃহে রাখ্‌তে পারি নাই, শেষে যে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন, আর তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না।

সংগ্রাম। কোথা হ'তে আজ তিনি সহসা উপস্থিত হয়েছিলেন। দেখ্‌লে চিন্‌তে পারা যায় না। ক্ষতরোগে অঙ্গ বিকৃত, চক্ষু দুটী অন্ধ। নগরপ্রান্তে শ্মশানে তিনি এখন অবস্থিতি কর্‌ছেন।

উমা। থাক্, থাক্, সেইখানে থাক্! শুনেছি, কুষ্ঠ-রোগ হয়েছে। হবে না? রাক্ষসী আমার সুকণ্ঠকে—

[বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন]

ব্রহ্মা। থাক্—দেবি! এ শুভ সময়ে আর অশ্রুপাত কর্‌বেন না।

শ্রীবৎস। তা' হ'লে, সেনাপতি! ছোটবধূর বাসের জন্য সেই শ্মশান-ক্ষেত্রের সম্মুখেই বাসভবন প্রস্তুত ক'রে দাও; আর তাঁর পরিচর্য্যার যাতে ত্রুটি না হয়, তার ব্যবস্থা অতি সত্বর ক'র দেবে।

সংগ্রাম। যে আজ্ঞা!

ব্রহ্মা। ধন্য—ধন্য, মহারাজ! তুমিই যথার্থ মানুষ—তুমিই যথার্থ দেবতা—তুমিই যথার্থ রাজা!

সুষেণের হাত ধরিয়া চিত্ররথের প্রবেশ।

শ্রীবৎস। [আসন হইতে উত্থিত হইলেন]

চিত্র। অনুমতি কর্‌ছি, ব'স বৎস! [শ্রীবৎস অভিবাদন করিয়া বসিলেন] সবই হয়েছে—সবই আজ পেলাম, একমাত্র সুকণ্ঠের শেলই

বুকে বিদ্ধ হ'য়ে থাক্‌ল। [দীর্ঘশ্বাস ত্যাগে] যাক্, আর যখন পাওয়া যাবে না! এখন আমার নিতান্ত ইচ্ছা, শ্রীবৎস! তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিত হ'য়ে আবার সংসারে শান্তিসুখ ভোগ কর। কিন্তু আমাকে আর তোমার জননীকে মুক্তি দাও, বাবা! আমরা বানপ্রস্থে যাত্রা করি।

সুষেণ। হাঁ, বানপ্রস্থে যাবে বই কি? তা আর হচ্ছে না!

চিত্র। আর তোকে বিশ্বাস নেই, দুষ্টু! যে ধাক্কা লাগিয়েছিলি—আবার?

শ্রীবৎস। আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, পিতা!

উমা। যেতে রাজী আছি, কিন্তু এই মাধুরীর রাঙা বর না দেখে আমি ত এক পা নড়্‌ছি না!

চিত্র। সে সাধই বা অপূর্ণ থাকে কেন? এই ত শুভ মুহূর্ত্ত! এস ত দিদি আমার! [মাধুরীর হাত ধরিয়া] আর এস ত, সংগ্রামকেতু! এইখানে দাঁড়াও।

সংগ্রাম। [স্বগত] একি অসম্ভাবিত ঘটনা। [যথাস্থানে দাঁড়াইলেন]

চিত্র। দাও, দিদি! বরের গলায় এই মালাছড়াটি দাও।

উমা। দে না লো, বুড়ি! পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ কেন লা?

[মাধুরী মালা দিল]

ওলো বুড়ীছুঁড়ী এতদিন ধ'রে লুকিয়ে লুকিয়ে এই বর কামনা করেছিলি? তা আগে থাক্‌তে আমাকে একটু বল্‌তে হয়?

ব্রহ্মা। [মাধুরীর প্রতি] এইবার ভগবানের কাছে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর, মা!

[সংগ্রামকেতু ও মাধুরী মিলিত ভাবে জানু পাতিয়া করজোড়ে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া বসিলেন, মাধুরী গাহিলেন।]

মাধুরী।—

গান।

হে প্রেমময় প্রভু, রাজ-অধিরাজ!
বাঁধিলে যদি এ দুটী হৃদি হে নাথ,
তব প্রেমডোরে আজ॥
যেন এ চির জীবনে তোমা ভুলি না জীবনে,
যেন মধুর মধুর মধুরতর হয় হে জীবনে মরণে;
কর আশিস্ হে পরমেশ,
যেন সাধিতে পারি হে এ জীবনের কাজ॥

[নমস্কার]

ব্রহ্মা। সমনাযংস্তুল্যগুণং বধূবরম্। চিরস্য বাচ্যং নগতঃ প্রজাপতিঃ॥

চিত্র। সুষেণ! ঐ বরকে একটা কানমলা দিয়ে আয় ত দেখি।

[সকলের হাস্য]

উমা। এইবার তা' হ'লে তীর্থে যাবার যোগাড় কর।

শ্রীবৎস। [সহাস্যে] মগধপতি! আপনার প্রতি আমার কঠোর দণ্ড—প্রস্তুত হ'ন্।

পুর। [করজোড়ে] আদেশ করুন।

শ্রীবৎস। আজ হ'তে তোমাকে আমি চির বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ কর্‌লেম, সম্মত আছ?

পুর। [অভিবাদন করিয়া] জীবন সার্থক হ'ল!

শ্রীবৎস। কল্যাণ! তোমার সে চরিত্রাপবাদের কথা বিস্মৃত হই নি। আত্মশুদ্ধির যথেষ্ট কারণ দেখিয়েছিলে কি?

শ্রীকণ্ঠ। সে অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা! দুর্ম্মদকেতনের কূটষড়্‌যন্ত্রের ফলেই একজন বারবণিতাকে গৃহস্থপত্নী সাজিয়ে মিথ্যা ক'রে কল্যাণকে অভিযুক্ত করেছিল, সে কথার সাক্ষাৎ প্রমাণ আমি।

সংগ্রাম। বহুদিন পরে সেই চরিত্রহীনা দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'য়ে সর্ব্বস্ব হারিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন সে নিজ মুখেই সব কথা স্বীকার ক'রে গেছে, মহারাজ! তার সাক্ষাৎ প্রমাণ আমি।

শ্রীবৎস। তুষ্ট হলাম। বৎস, কল্যাণ! আর তোমার উপর কোনও সন্দেহ বা দ্বিধা নাই; ধর্ম্মে চিরদিন তোমার অচলা মতি স্থির থাকুক।

[নেপথ্যে—রতনচাঁদ]

রতন। আর, মহারাজ! আমি রতনচাঁদ, আমার যথার্থ পরিচয় কেউ জান্‌ত না; আমি স্বয়ং ভবিতব্য, সংসারে ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ইঙ্গিত আমিই দিয়ে থাকি। এতদিন রতনচাঁদ নামে পাগল সেজে শনির প্রকোপ হ'তে সমস্তই প্রত্যক্ষ ক'রে আস্‌ছিলাম। আজ আমার কার্য্য শেষ, রতনচাঁদকে আর কেউ দেখ্‌তে পাবে না। আশীর্ব্বাদ করি, পরম সুখে ধর্ম্মরাজ্য পালন কর।

ব্রহ্মা। মহারাজ! আপনার জীবনের ইতিবৃত্ত পাঠে ব্রহ্মানন্দ জীবনে দুইটী মহাসত্য লাভ কর্‌তে পেরেছে। তার একটী হচ্ছে—কর্ম্মই মানুষের একমাত্র অবলম্বনীয়। যে কর্ম্ম হ'তে মানুষ, কেবল ব্রাহ্মণ কেন, দেবতা হ'তেও শ্রেষ্ঠতর পদবী লাভ কর্‌তে পারে। আর একটী—ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে নির্ভরতা। এই দুটী মহাসত্য হ'তে আর কোন সত্যই আমি শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার করি না। আজ মুক্তকণ্ঠে বল, জগদ্বাসি! "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ! যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।"

সকলে। [সমস্বরে] যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ! যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ!

চিত্র। ব্রহ্মানন্দ! তুমিই যথার্থ ব্রাহ্মণ—তুমিই যথার্থ পুরোহিত! জগতের পুরোহিতগণ আজ তোমার আদর্শে গঠিত হ'য়ে প্রকৃত পুরোহিত শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করুন, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা!

সহসা উজ্জ্বলবেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী।—

গান।

থাক চিরসুখে থাক, হে নররাজ।
শান্তিনীরে সুশীতল হইল সংসার আজ॥
শোক তাপ দূরে যাবে, ধন ধান্যে পূর্ণ র'বে,
কমলা অচলা হবে, সাধ' বিশ্বহিত কাজ॥

শান্তিঃ—শান্তিঃ—শান্তিঃ!

[যবনিকা-পতন।

সুকবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

ধাত্রী পান্না বা বনবীর। উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাণ্ডারী অপেরার অভিনয়ে এক বিজয়-বৈজয়ন্তী। ইহাতে বিক্রমজিৎ, উদয়সিংহ করমচাঁদ, জগমল, বিজয়সিংহ, সখারাম, চৈতন্যরাম, জয়দেবী, মন্দাকিনী, শীতলসেনী, পান্না, কমলা সবই আছে। মূল্য ১।০ মাত্র।

সরমা বা বীরমাতা (তরণীর যুদ্ধ) পণ্ডিত শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত, ভাণ্ডারীর অপেরার অভিনয়ে কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহাতে সেই রাম-লক্ষ্মণ, তরণী, মেঘনাদ, মকরাক্ষ, কুম্ভ, নিকুম্ভ, রসমাণিক্য, সীতা, সরমা, সূর্পনখা, আর সেই কুন্তীলক, সুরজার পাষাণ-ভেদী শোকোচ্ছ্বাস সবই আছে। মূল্য ১।০ মাত্র।

সিন্ধুবধ বা অকাল-মৃগয়া (অভিশাপ) উক্ত অঘোরবাবুর কৃত ; ষষ্ঠী অপেরাপার্টির অভিনয়। ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ, দশরথের মৃগয়া, বালক সিন্ধুবধ, সখা দীনবন্ধু ও ভবিতব্যের গীতসুধা সবই আছে। মূল্য ১।০ মাত্র।

মথুরা-মিলন অঘোর বাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি, বহু অপেরাপার্টিতে অভিনীত। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের মান-মাথুরলীলা, গোষ্ঠলীলা, কংসবধ, রাই উন্মাদিনী, দশম দশা প্রভৃতি ভাবুক দর্শক ও পাঠকের চিত্তবিনোদন-নিত্যনূতন। অথচ সহজে অতি সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১।০ মাত্র।

প্রমতি-মুক্তি সুকবি সতীশচন্দ্র কবিভূষণ প্রণীত ; সত্যম্বর অপেরার ত্রিশঙ্কুর স্থায় সমান যশের অভিনয়। ইহাতে সেই সুকেতু, কঙ্কনকেতু, অমল, মকরকেতন, ধনজিত, রণজিত, সত্যব্রত, ধৃতবুদ্ধি, সাধু, অধর্ম্ম, কামরূপ, সুচরিতা, আশা, মনোরমা, মায়া, কমলা সবই আছে, মূল্য ১।০ মাত্র।

পূর্ণাহুতি উক্ত সতীশবাবুর কৃত, সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। ইহা কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধের শেষ পূর্ণাহুতি, অশ্বত্থামা দ্বারা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিশীথে নিহত, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, বলরাম-কন্যা রুচির প্রণয়-প্রসঙ্গ প্রভৃতি আছে, মূল্য ১।০।

সরোজিনী প্রবীণ নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বিশ্ববিজয়ী ঐতিহাসিক নাটক, বহু থিয়েটার ও অপেরাপার্টিতে অভিনীত। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। সেই রাণা লক্ষ্মণসিংহ, বিজয়সিংহ, রণধীর, ভৈরবাচার্য্য, আলাউদ্দীন, সরোজিনী, রোষেণারা, মনিয়া, অমলা ইত্যাদি সবই আছে, মূল্য ১।০ মাত্র।

কনোজ-কুমারী নাট্যবিনোদ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল প্রণীত। বীণাপাণি নাট্যসমাজে অভিনীত। পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে যেন হীরামুক্তা বসানো, সহজে সুন্দর অপেরা অভিনয় হয়। মূল্য ১৲ মাত্র।

দুর্ব্বাসা-দমন বা অম্বরীষের ব্রহ্মশাপ, ভাবুক কবি শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, অভয় দাস, শশী অধিকারীর যাত্রাপার্টিতে যশের অভিনয় ; সেই বিরূপ, কেতুমান্, সেই লহরী, লীলা, সেই প্রেমদাস, ভজনদাস, ভীষণ চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, [সচিত্র] মূল্য ১।০ মাত্র।

শ্রী—১৬

সর্ব্বজনপ্রিয় নাটকাভিনয়!

গ[illegible]রী কাব্যবিনোদ শ্রীরাইচরণ সরকার প্রণীত; শশী অধিকারীর যশের অভিনয়, ইহাতে সুবর্ণবট, জয়ন্ত, গন্ধাসুর, নাগার্জ্জুন, চন্দনদাস, কাশ্যপ, কৌশিক, দেবদাস, সচ্চিদানন্দ, ঘেঁটু ঠাকুর, অর্চ্চি, চন্দ্রাবতী, সুরমা, প্রভৃতি আছে, মূল্য ১৷০ মাত্র।

কর্ম্মফল শ্রীরাইচরণ কাব্যবিনোদ প্রণীত। ষষ্ঠী অপেরা পার্টির বিজয়-নিশান। ইহাতে সুরথ, বসুমিত্র, সুমিত্র, সঞ্জয়, পুরঞ্জয়, শম্ভু, বলাদিত্য, রুদ্রদমন, ঝুরি, প্রতিভা, মালতী, কর্ম্মদেবী, সুষমা প্রভৃতি আছে। মূল্য ১৷০ মাত্র।

পাষণ্ড-দলন উক্ত রাইচরণ বাবুর কৃত, শশী অধিকারীর বিখ্যাত অভিনয়। নরোত্তম দাস, পরিতোষ, সন্তোষ, শঙ্কররায়, চাঁদরায়, কেতুমান্, অংশুমান্, অরিসিংহ, রুদ্রনাথ, সুরবালা, শোভনা প্রভৃতি আছে, মূল্য ১৷০ মাত্র।

পাঞ্চালী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরামদুর্ল্লভ কাব্য-বিশারদ বিরচিত। ষষ্ঠী অপেরা পার্টিতে যশের অভিনয়। ইহাতে জতুগৃহ দাহ, হিড়িম্ব ও বকাসুর বধ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, লক্ষ্যভেদ প্রভৃতি আছে। মূল্য ১৷০ মাত্র।

পুষ্কল-মোচন উক্ত পণ্ডিত রামদুর্ল্লভ বাবুর রচিত, গণেশ অপেরা-পার্টিতে অভিনয়ে চারিদিকে জয়জয়কার। শাস্ত্র-সমুদ্র-মন্থনে একাধারে এই সর্ব্বসমন্বয় পালার উৎপত্তি, অঙ্কে অঙ্কে বিরাট ব্যাপার! পাঠ বা অভিনয়ে ক্ষণে ক্ষণে হৃদয় স্তম্ভিত, পুলকিত ও বিগলিত হইবে। মূল্য ১৷০ মাত্র।

ভীষ্ম-বিজয় (অম্বাচরিত) পণ্ডিত রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ কৃত, ভাণ্ডারী ও ষষ্ঠী অপেরার অতীব প্রশংসার সহিত অভিনীত, পরশুরামের সহিত ভীষ্মের দারুণ সমর, গুরু শিষ্যে অকালে প্রলয়-বিপ্লব, রুদ্রানন্দ কাপালিকের বিরাট্ ষড়যন্ত্র, নারীর প্রতিহিংসা, সবই পাইবেন। মূল্য ১৷০ মাত্র।

ভার্গব-বিজয় উক্ত রামদুর্ল্লভ কৃত, গণেশ অপেরা পার্টিতে অভিনীত; ইহাতে সেই পরশুরাম কর্ত্তৃক নিঃক্ষত্রিয়া ধরণী, গণেশের দন্তভঙ্গ, বিশ্বদমন, রিপুঞ্জয়, সমরসিংহ কলিঞ্জর, হরেক্ষেপা, রেণুকা, বিলোলবালা, স্বর্ণপ্রভা, অবিদ্যা, উচ্ছন্ন সবই আছে, মূল্য ১৷০ মাত্র।

সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ শ্রীরামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ কৃত, ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত। ইহাতে রাম লক্ষ্মণ, হিরণ্যবাহু, কালযবন, শরভ, ভদ্রমুখ, মাল্যবান্, বিরাধ, শতামোদ, সীতা, অসীতা, সুলোচনা সবই আছে, মূল্য ১৷০ মাত্র।

তরণীসেন বধ বা তরণী-তরণ। সুকবি শ্রীকুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ভূষণদাসের যাত্রাদলে যশের অভিনয়। শ্রীরাম লক্ষ্মণসহ ভক্তবীর তরণীর অপূর্ব্ব ভক্তি-যুদ্ধে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইবে। পুত্রশোকাতুর বিভীষণের হৃদয়ভেদী বিলাপে পাষাণ ফাটিবে, জ্ঞান ও আনন্দের সেই নিত্য নূতন ভক্তি-রসাশ্রিত প্রত্যেক গানে হৃদয় গলিবে। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, মূল্য ১৷০ মাত্র।